PRINTED BY S. C. DE, AT THE
SREE JANARDAN PRESS
14 W. C Bonerjee Street,
CALCUTTA—6

উত্তরা

(অভিমন্যু বধ)

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরঞ্জন প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

নিউ নারায়ণ অপেরায় অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬১ সাল।



নির্ম্মল-সাহিত্য-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, সাহিত্যসেবী,

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র শীলের

কর-কমলে

তোমার তরুণ জীবনের সাহিত্যানুরাগ আমার ঢলে-পড়া মনের মাঝে যে অভিনব পুলকের শিহরণ তুলেছে, তার প্রতিদানে তোমার নবীন যাত্রাপথের পাথেয় রূপে তুলে দিলাম তোমার হাতে বাণীর দেউলে কুড়িয়ে পাওয়া আমার যত্নে গড়া, রত্নে সাজান স্নেহধন্যা '**উত্তরা**' কে।

নাট্যকার।

ভূমিকা

—:*:—

শুধু এ যুগে নয়, যুগে যুগে সর্ব্বংসহা বসুধার বুকে জ্বলে ওঠে ভ্রাতৃ-বিরোধের আগুন। মানুষ যখন আত্মস্বার্থসাধনায় উন্মাদ হয়, তখনই মানুষের অন্তরে জুড়ে বসে পরশ্রীকাতর দানব: তারই প্রভাবে মানুষ মানবতা ভুলে আত্মসুখের আশায় স্বজন-বান্ধবের মাথায় তুলে ধরে শাণিত তরবারি। দানব ও মানবের যুদ্ধশেষে হয় অহিংসা-মানবের কাছে হিংসা-দানবের পরাজয়: অহিংসাই লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন।

বিগত যুগে একদিন সুখসুপ্ত ভারতের শান্তিময় বুকে জ্বলেছিল জ্ঞাতিমেধ মহাযজ্ঞের অনল: ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কামনায়, সেই অনলে আহুতি দিলে এক নব পরিণীতা—তার মুকুলিত জীবন....যৌবনের স্বপ্ন....কামনার সম্পদ....শেষ সিঁথির সিঁদুরটুকু পর্য্যন্ত আহুতি দিয়ে পাষাণফলকে লিখে দিলে হিন্দুনারীর ত্যাগের কাহিনী।

নাট্যকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উত্তরা নাটকের ছাপ স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে। শত চেষ্টাতেও তাঁর প্রতিভাকে এড়িয়ে চলার সাধ্য এ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর অসামান্য প্রতিভার নিকট আমি চিরঋণী। মুরারীপুকুর সরস্বতী পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাজেন্দ্র খাঁ মহাশয় আমায় বহু ভাবে লেখায় উৎসাহিত ক'রে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ইতি--

মাঘী-পূর্ণিমা,
সন ১৩৬১ সাল।

বিনীত—
নাট্যকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

শ্রীকৃষ্ণ	....	....	দ্বারকাধিপতি।
যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন	....	....	পাণ্ডব।
অভিমন্যু	....	....	অর্জ্জুনের পুত্র।
ভীষ্ম	....	....	কুরু-পাণ্ডবের পিতামহ
দ্রোণ	....	....	অস্ত্রগুরু।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন	....	....	কৌরব।
শকুনি	....	....	ঐ মাতুল।
কর্ণ	....	....	দুর্য্যোধনের সখা।
বিরাট	....	....	মৎস্যাধিপতি।

শিখণ্ডী, ঘটোৎকচ, হর্য্যক্ষ, রক্তাক্ষ, কালপুরুষ,
অনুচরগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

রোহিণী			
দ্রৌপদী	...	..	পাণ্ডব-মহিষী।
সুভদ্রা	...	...	অভিমন্যুর মাতা।
উত্তরা	...	...	বিরাট-কন্যা।

কণিকা (উত্তরার সহচরী), সখীগণ, পুরমহিলাগণ,
কৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণ, মায়ানারীগণ ইত্যাদি।

উত্তরা

—*০*—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিরাট-সীমান্ত—উদ্যান।

উত্তরা আসীন ; সখীগণ ও কণিকা গাহিতেছিল।

গীত।

কণিকা।— ঝুম্ … ঝুম্ … ঝুম্ … ঝুম্ …
আকাশ হ'তে পরীর নাচন আসছে আমার কানে।
সখীগণ।— স্বপনমাখা স্বরের নেশা মোদের হিয়ায় আনে॥
কণিকা।— ঝুম্ … ঝুম্ … ঝুম্ … ঝুম্ …
সখীগণ।— সাত মিশালি রং মিশান দুল্‌ছে বেণী পিঠের পরে,
মেঘে মেঘে ওই যে ছুটে সোনার প্রজাপতি ধরে :—
কণিকা।— ঝুম্ … ঝুম্ … ঝুম্ …
সখীগণ।— মন-গাগরি উঠলো ভ'রে ওদের মোহন মধুর গানে॥
কণিকা।— ঝুম্ … ঝুম্ … ঝুম্ …

উত্তরা। না, ভাল লাগ্‌লো না। [সখীদের প্রতি] তোরা যা, আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

[সখীগণের প্রস্থান।

কণিকা। আজ তোমার কি হ'লো বল তো?

উত্তরা। মনের বাঁধন যেন কেমন আলগা হ'য়ে গেছে; সুখ-শান্তি বল্‌তে কিছুই নেই।

কণিকা। এমন বসন্ত-বাতাসেও কি তোমার সুখ নেই সখি?

উত্তরা। বসন্ত-বাতাসে দম বন্ধ হ'য়ে আসে .... কোকিলের ডাকে চোখ জলে ভ'রে ওঠে। এ আমার কি হ'লো কণিকা?

কণিকা। ব্যাধি।

উত্তরা। কই, আমার তো তেমন কিছু মনে হ'চ্ছে না।

কণিকা। নিজের রোগ নিজে নিজে বোঝার ক্ষমতা থাকলে চিকিৎসকের দরকার হ'তো না!

উত্তরা। বেশ, বুঝিয়ে বল্ আমার ব্যাধি কি?

কণিকা। পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলে, শেষটা রাগ কর্‌বে না তো?

উত্তরা। তোর কোন কথায় কোনদিনই কি রাগ করেছি?

কণিকা। এদিকে এসো। [উত্তরা নিকটে আসিলে তাহার হাতের নাড়ী ধরিয়া] হু, যা ভেবেছি তাই: তুমি মজেছ!

উত্তরা। কিসে?

কণিকা। প্রেমে।

উত্তরা। ত্যুৎ, কি যে বলিস্! সব সময়ই তোর ঠাট্টা।

কণিকা। ঠাট্টা নয়, সত্যি! তুমি ভালবেসেছ।

উত্তরা। কই না তো!

কণিকা। মুখে 'না' বল্‌লে চল্‌বে না। নাড়ীতে তো সেই লক্ষণই দেখ্‌ছি। বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের মধ্যে প্রেম-বায়ুই প্রবল। আর লক্ষণ যা যা, তুমি তো নিজের মুখেই বল্‌লে।

উত্তরা। আমি আবার বল্‌লাম কি?

কণিকা। ওই যে বসন্ত-বাতাস, কোকিলের কুহু কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

উত্তরা। তোর এক কথা!

কণিকা। দু কথা কওয়ার লোক আমি নই। আচ্ছা, আমি যা যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, ঠিক ঠিক বল্‌বে, বল?

উত্তরা। বাজে কথা ছেড়ে এখন আয় আমার ইষ্টদেবের জন্য মালা গাঁথি আয়। [পুষ্পচয়ন]

গীত।

উত্তরা।— মল্লিকা, তোর সারা দেহে কে বুলালো চাঁদের আলো।
কণিকা।— মন মাতান সুবাস দিয়ে বুকটী তোর কে ভরালো।
উত্তরা।— তোর ওই শুভ্র শোভা গন্ধ যে তায় মনোলোভা;
কণিকা।— তোরই কোমল পরশ পেয়ে হিয়ার তারে সুর ধরলো।
উত্তরা।— যে রূপে তোর জগৎ আলা, গেঁথে তায় মোহন মালা,
কণিকা।— পরাণ-বঁধুর গলায় দিলে দুল্‌বে ভালো—সাজবে ভালো।

উত্তরা। দূৎ, তা কেন? "দেবতার গলায় দুলিয়ে দিলে সাজবে ভাল—দুল্‌বে ভাল।"

কণিকা। শেষটা ভুলে গিয়েছিলুম সখি!

উত্তরা। এই সামান্য ভুলে যে সর্ব্বনাশ হ'লো কণিকা।

কণিকা। সর্ব্বনাশ হ'লো!

উত্তরা। মালা যে প্রসাদী হ'য়ে গেল; আর তো দেবতার গলায় দেওয়া চল্‌বে না।

কণিকা। সত্যিই তো, বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

উত্তরা। এমন অন্যায় কেন কর্‌লি সখি?

কণিকা। তবে, তলিয়ে বুঝ্‌লে বুঝ্‌বে যে অন্যায়টা বিশেষ কিছু

করিনি। অদূর ভবিষ্যতে যে দেবতা, তোমার মন্দিরে আসবেন—তিনিই তো হবেন তোমার আরাধ্য। তিনি ছাড়া তোমার হাতে রচা মালার আর কে অধিকারী হবে, সখি! সেই অদূরাগতের উদ্দেশ্যে তোমার হাতের গাঁথা প্রথম মালা ছড়াটী না হয় আগে থেকে নিবেদন করা গেল।

উত্তরা। আমার ভাই ও সবের দরকার নেই, তোর যদি ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, নিজেরটির জন্যে মালা ছড়াটী নিবেদন ক'রে রাখ্।

কণিকা। [হাসিতে হাসিতে, মর্ম্মর বেদীর উপর মালা ছড়াটী রাখিয়া] তবে তুমি এইখানেই ব'সো, তোমার দেবতার জন্য আমি ফুল তুলে নিয়ে আসি। [কিছুদূর অগ্রসর ও ফিরিয়া] হ্যাঁ, একটা কথা। যে সাকার দেবতা এই দেবী-প্রতিমাটীকে বুকে ধরার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে এগিয়ে আস্‌ছেন, তার জন্য যত্ন ক'রে এই ফুলের মালা ছড়াটী তুলে রাখ। [প্রস্থান।

উত্তরা। [পুষ্পমাল্য হাতে লইয়া] ওগো অজানা! জানি না তুমি কে? সত্যই কি তুমি আস্‌বে—সত্যই কি তুমি গ্রহণ কর্‌বে আমার প্রথম নিবেদিত মালা? (সুপ্তোত্থিতের ন্যায়) না—না, এ আমি কি কর্‌ছি, এ মালা আমার হাতে দেখ্‌লে কণিকা নানান্ কথা ব'লে ঠাট্টা ক'রে আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে [মালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।]

সহসা অভিমন্যু প্রবেশ করতঃ মালাটি মৃত্তিকায়
পড়িবার আগেই ধরিয়া ফেলিল।

অভিমন্যু। অনাদরে পরিত্যক্ত মাল্য তব
করিলাম সাদরে গ্রহণ।

এক বালা ! নতমুখে কেন ?
রক্ষিহীন উদ্যানের দ্বার,
দূর হ'তে হেরি তব রূপ
ছুটে এনু আত্মহারা হ'য়ে।
কণ্ঠে ধরি তোমার রচিত মালা
ধন্য হোক্, ঊষর জীবন মোর।

উত্তরা। [অর্দ্ধস্ফুটস্বরে] কণিকা—কণিকা--

অভিমন্যু। হ'য়ো না অস্থির।
অরক্ষিত উদ্যান মাঝারে পশি,
লো সুন্দরি ! হ'য়ে থাকি যদি অপরাধী,
ক্ষমা কর নিজগুণে
আশ্রিত পথিক জনে।

উত্তরা। ভেবেছ কি পথিকপ্রবর,
কতদূর কবেছ অন্যায় ?
ইষ্টপূজা হেতু গেঁথেছিনু যেই মালা—
সে মালা পড়িলে তুমি আপনার গলে !

অভিমন্যু। অকারণ দূষিছ আমারে বালা !
জ্ঞাত নহি মাল্য-বিবরণ।

কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। পূজার আগেই দেখি দেবতা দুয়ারে !
সার্থক হয়েছে সখি, শিবপূজা তব।
নিবেদিত ফুলহার তব
যোগ্য স্থানে পেয়েছে আশ্রয়।

উত্তরা। পথিকেরে যেতে বল হেথা হ'তে।

অভিমন্যু। মিছে তুমি হতেছ অস্থির!
এখনি চলিব আমি গন্তব্যের পথে;
নারীর কোমল প্রাণে ব্যথার সৃজন
করিবে না কভু
কৃষ্ণ-ভাগিনেয়, অর্জ্জুন-নন্দন। [গমনোদ্যত]

উত্তরা। দাঁড়াও পথিক! কহ আরবার—
কেবা পিতা, কি নাম তোমার?

অভিমন্যু। ফাল্গুনী আমার পিতা,
সুভদ্রা জননী—অভিমন্যু নাম মোর।

উত্তরা। অর্জ্জুন-নন্দন তুমি,
পাণ্ডব-বান্ধব কেশব মাতুল তব?

অভিমন্যু। সত্য দেবি! কিন্তু, তুমি কেবা,
দিলে না তো নিজ পরিচয়?

উত্তরা। দিলে পরিচয় নারিবে চিনিতে মোরে!
আমি কিন্তু চিনেছি তোমারে;
শুনেছি কাহিনী তব বৃহন্নলা-মুখে!
সেই হ'তে নাম তব জাগিত অন্তরে;
কতদিন ভেবেছিনু—করেছিনু আশা,
হয়তো বা কোনদিন এমনি নির্জ্জনে
সঙ্গোপনে হবে দোঁহার মিলন।

অভিমন্যু। অহেতুক কৌতুহল বাড়ায়ো না বালা!
দেহ পরিচয়।

উত্তরা। 'উত্তরা আমার নাম।

অভিমন্যু ।　তুমিই কি বিরাট-তনয়া ?

উত্তরা ।　তবে জান তুমি পরিচয় মোর ?

অভিমন্যু ।　নহে আজ, বহুদিন আগে
শুনেছি মাতুল কেশবের মুখে
পরিচয় তব ।
আজি মোরে দাও লো বিদায় ।
যদি কভু পাই দিন,
হবে দেখা পুনঃ তব সাথে ।

উত্তরা ।　যাবে যাও, ধ'রে না রাখিব তোমা ।
শুধু মিনতি আমার—
হে অতিথি ! ক্ষণিক বিশ্রাম কর
স্নিগ্ধ তরুছায়ে বসি ;
বীজন করিয়া পথশ্রম তব
ক'রে দিই দূর ।

[উত্তরা অভিমন্যুর হাত ধরিয়া তরুতলে বসাইয়া নিজ অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল ।]

কণিকা ।—

গীত ।

দখিন বাতাস মরম তলে
উতল হ'লো আজ উতল হ'লো ।
মধু বিলাসী ভোমরা এলো, কমলিনি, নয়ন খোল ॥
তোমার বঁধুয়া ছিল কত দূরে,
চির মধুময় কোন সে স্বপনপুরে,
আদরে বরণ করি তারে তোল—বুকে তোল ॥

যে গান রচেছিলে আপনার মনে,
সেই গান প্রিয়তম-কানে মধুসুরে ঢাল—তুমি ঢাল॥

উত্তরা। এত ঢং তুই জানিস্!

কণিকা। আমার চেয়েও বেশী ঢং জানেন তোমার উনি।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। উনি বোধ হয়—

উত্তরা। আমার সখী; ভারি বেহায়া।

অভিমন্যু। না রাজকুমারি! ও একটি হাসির ঝরণা, সরলতার প্রতিচ্ছবি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] বাঃ, চমৎকার। আমি তো ভেবেই সারা, গুণধর ভাগ্নে আমার হঠাৎ কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল! কিন্তু উদ্যানের ভিতর ফুলকুমারীর সঙ্গে ঘুম ভাঙান গানে মত্ত হয়েছে, এ আমার জানা ছিল না। জান্‌লে কি আর এদের এমন ধারা জমাটবাঁধা আসরের মাঝে উদয় হ'য়ে বাধা সৃষ্টি কর্‌তাম! যখন এসেই পড়েছি তখন চক্ষুলজ্জায় পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে ভাগ্নেকে আমার ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হয়েছে। [প্রকাশ্যে] বলি, শুন্‌ছো কিশোরি! আমার সুবোধ শিশু ভাগ্নেটিকে এবারকার মত রেহাই দাও; ছেলেমানুষ না বুঝে না হয় তোমার রাজ্যে ঢুকে পড়েছে, তা ব'লে এমনি ক'রে তোমার বেঁধে রাখা উচিত হয়নি।

উত্তরা। চোরকে ধ'রে রাখ্‌বো না তো কি ছেড়ে দেবো?

অভিমন্যু। ও মিথ্যে কথা আপনি শুন্‌বেন না মাতুল! আমি চুরি করিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। যদি চুরি ক'রে থাক তো লজ্জাটাই বা কিসের? চৌর্য্য বিদ্যা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। বিশেষতঃ, নারী চুরি। তবে শোন সে বিদ্যার ইতিহাস, সংক্ষেপে কিছুটা তোমায় বল্‌ছি। কুমারি! আমিও একদিন ষোড়শ শত গোপিনী চুরি করেছি। অর্জ্জুনকে অর্থাৎ [অভিমন্যুকে দেখাইয়া] তোমার এই চোরের পিতাকে চুরিবিদ্যার কিছুটা কৌশল শিখিয়েছিলাম।

উত্তরা। তারপর?

শ্রীকৃষ্ণ। সুযোগ বুঝে, বন্ধুপ্রবর আমার—একদিন আমারই ঘরে চুরিবিদ্যার পরীক্ষা দিলে আমারই ভগ্নী সুভদ্রাকে হরণ ক'রে। সেই শ্রেষ্ঠ চোর—পুণ্যবান্ কীর্ত্তিমান্ বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের যোগ্য পুত্র ইনি।

উত্তরা। তবে চৌর্য্য বিদ্যা—

শ্রীকৃষ্ণ। ওর জন্মগত অধিকার।

অভিমন্যু। মাতুল!

শ্রীকৃষ্ণ। স্পষ্ট কথায় সকলেই যে অসন্তুষ্ট হয় এটা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। তবে ন্যায়কথা বলা আমার চিরকেলে অভ্যাস। তোমরা যদি অসন্তুষ্ট হও, বল্‌বো না। তবে তোমাদের এখানে রেখেও যাবো না।

উত্তরা। কোথায় নিয়ে যাবেন?

শ্রীকৃষ্ণ। বিরাট-রাজসভায়; সেখানে তোমাদের উভয়েরই বিচার হবে, তখন বুঝবো কে দোষী, কে নির্দ্দোষ। এসো—

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

বিরাট।

বিরাট। চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা!
কন্যার চিন্তায় চিন্তিত অন্তর মোর।
ঊষার প্রাক্কালে গেছে কন্যা
মহেশ-পূজার পুষ্প করিতে চয়ন,
প্রহর অতীত হ'লো,
এখনো এলো না ফিরে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। নরমণি!
কি হেতু চিন্তিত এত?

বিরাট। গেছে কন্যা প্রথম ঊষায়
শঙ্করপূজার ফুল করিতে চয়ন;
এখনো এলো না ফিরে।
ভয় হয়, পাছে ঘটে কোন অশুভ ঘটন

অর্জ্জুন। কোথায় অশুভ তব বিরাট-নৃপতি?
সর্ব্ব মঙ্গল কল্যাণময়
ধর্ম্মরাজ নিজে যেথা করেন বসতি,
সেথা নাহি আসে কোন অমঙ্গল।

ভীমসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

ভীম । ব্যাকুল যত্তপি হয়েছে পরাণ
কন্যার লাগিয়া,
ভীমসেনে করহ আদেশ—
দেখে আসি কেবা হেন জন
অমঙ্গলসাধনে তব করিছে প্রয়াস ।

বিরাট । না—না, ভীমসেন ।
কন্যার সন্ধানে যাবে রাজভৃত্যগণ ;
দিব না আদেশ তোমা ।
দীর্ঘকাল কাটায়েছ আবাসে আমার,
মোর লাগি সয়েছ অনেক দুঃখ ;
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করেছি যে অপরাধ—
না হয় ইযত্তা তাব ।
[যুধিষ্ঠিরেব প্রতি] মহাজ্ঞান । ধর্ম্মপ্রাণ ।
করুণাব অবতার ।
নিজগুণে করুণা প্রকাশি
অপবাধ মোর করহ মার্জ্জনা ।

যুধিষ্ঠির । হেন কথা কহি, হে রাজন্ ।
অপরাধী ক'রো না পাণ্ডবে ।
নহ অপরাধী তুমি পাণ্ডবসকাশে ;
পাণ্ডবের কল্যাণ কারণ
দিয়েছ আশ্রয ;
চির ঋণী মোরা তোমার নিকট ।

তোমারই সহায়ে হে রাজন্,
পূর্ণ হ'লো অজ্ঞাতবাসের ফল,
পণমুক্ত হইল পাণ্ডব।
সত্যপালনের সখা
দুর্দ্দিনের বান্ধব আমার,
কি ভাষায় কোন্ ভাবে
কৃতজ্ঞতা জানাবো তোমায়
ভাবিয়া না পাই।
এস, এস হে পাণ্ডবসখা,
দিয়ে আলিঙ্গন ধন্য কর মোরে।

[বিরাটসহ আলিঙ্গন]

বিরাট। হ্যাঁ, ভাল কথা পড়িয়াছে মনে—
স্মরণ আমারে দিয়াছে বারতা
দ্বারাবতী হ'তে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি
আসিছেন বিরাট-নগরে।
যাই আমি—
অভ্যর্থনা করি আনিতে মাধবে।

ভীম। মোরে আজ্ঞা দেহ রাজা,
আমি যাই কপটী মাধব-পাশে;
শুনাইয়া মিঠে কড়া বুলি
অভ্যর্থনা করিব তাহার।
পাণ্ডবের সখা বলি দেয় পরিচয়,
পাণ্ডব-দুর্দ্দিনে থাকে লুকাইয়া;
ইহাই কি সখ্যতার রীতি মাধবের!

বুঝাইব ভালরূপে আজি—
সখ্যতার রীতি কারে বলে।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। অভিমানী ভীমসেন
দ্বন্দ্ব হেতু গেল মাধব-সকাশে।

বিরাট। ধর্ম্মরাজ, ভয় হয় ভীমসেনে মোর।
পুরী প্রবেশের কালে,
ভীমের কথায় রুষিয়া মাধব
ফিরে যায় পাছে দ্বারাবতী পুরে।
যাই আমি বৃকোদরে করিতে সান্ত্বনা।

যুধিষ্ঠির। চিন্তা নাহি কর মতিমান্।
ভীমসেনে ভাল চেনে সখা মোর।
রূঢ় কথা কহিবার আগে
হাসিমুখ দেখিলে কৃষ্ণের
সব কথা ভুলে যাবে ভাইটী আমার।

অর্জ্জুন। দুঃখ-নিশি অবসান এবে।
পাণ্ডব-মিলন লাগি
হ'লো আজি অরুণ উদয়।

বিরাট। [অর্জ্জুনের প্রতি]
আজি পাণ্ডব-মিলন দিনে
আত্মপ্রকাশের কালে
হে গাণ্ডীবি!
রাখ যদি ক্ষুদ্র অনুরোধ মোর—

অর্জ্জুন। অনুরোধ নহেক রাজন্!

করহ আদেশ ;
কিম্বা দাবী কর যদি কিছু,
অবশ্য মানিয়া লবে তৃতীয় পাণ্ডব।
কহ মহাত্মন্!
কিবা কার্য্য করণীয় মোর ;
তব ঋণ পরিশোধ তরে,
প্রাণদানে সতত প্রস্তুত আমি।

বিরাট। সত্য যদি আপনায় ঋণী ব'লে
করেছ ধারণা, সব্যসাচি!
কর তবে মোর ঋণ পরিশোধ।

অর্জ্জুন। বল রাজা, কিসে হবে,
মোর ঋণ পরিশোধ।

যুধিষ্ঠির। অনাত্মীয় হ'য়ে,
করেছ যে আত্মীয়ের কাজ,
তার যোগ্য পুরস্কার
নাহি কিছু পাণ্ডব-ভাণ্ডারে।

বিরাট। আছে। ধর্ম্মরাজ! ফাল্গুনি ধীমান্!
কর মোর কামনা পূরণ
পাণ্ডবের কুলবধূরূপে
উত্তরা মায়েরে মোর করিয়া গ্রহণ ;
আত্মীয়তার নিবিড় বাঁধনে বাঁধি
ধন্য কর বিরাট-ভূপালে।

অর্জ্জুন। আশৈশব করেছি পালন
কন্যায় তোমার

নিজ স্নেহ-ছায়াতলে রাখি ;
সঙ্গীত-কলায় নৃত্য-লাস্যে করেছি ভূষিত।
জেনো হে রাজন্ !
মাতৃজ্ঞান করি সদা কন্যারে তোমার।

বিরাট। এবে ধর্ম্মপাশে অনুনয় মোর—

যুধিষ্ঠির। অনুনয় নহে রাজা,
হ'লে অনুমতি—উত্তরা মায়েরে
পুত্রবধূরূপে করিতে গ্রহণ
সতত প্রস্তুত পাণ্ডুর নন্দন।

বিরাট। আশা ছিল মনে—

শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, উত্তরা ও অভিমন্যুর প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আশায় সাধিল বাদ কপটী মাধব।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! ভাই!

অর্জ্জুন। সখা—সখা!

শ্রীকৃষ্ণ। থাক্—থাক্, সখ্যতার নিদর্শন,
ভদ্রা হরণের কথা শুনিয়াছে
জগৎ সংসার। ভেবেছিনু মনে,
অর্জ্জুন-নন্দন আর বিরাট-কুমারী
হবে দোঁহে সাধু-শিরোমণি।
এবে বুঝিলাম—
ধারণা আমার আগাগোড়া ভুল।

অর্জ্জুন। সখা! বুঝিতে না পারি তব
হেঁয়ালি-জড়িত কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে শোন! সরল ব্যাখ্যায়
কহি দোঁহাকার ইতিহাস।
দ্বারাবতী হ'তে আসিবার কালে
পথ হ'তে অকস্মাৎ উধাও হইল
গুণধর ভাগিনেয় মোর।
খুঁজে খুঁজে সারা হ'য়ে
দেখি শেষে—নিরালা নির্জ্জন এক
সুরম্য উদ্যান মাঝে
ব'সে আছে দোঁহে
মুখ চাহি কপোত-কপোতী যথা।
হাতে হাতে বন্দী করি দুই চোরে
এনেছি হেথায় বিচারের লাগি।
দেহ দণ্ড করিয়া বিচার—
গুরু অপরাধে অপরাধী দোঁহে।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। অপরাধী দোঁহাকার করিতে বিচার,
নাহি শক্তি আমা সবাকার।
যোগ্য বিচারক মনোনীত করিবার লাগি
দিকে দিকে গেছে বার্ত্তাবহ।
শ্রীকৃষ্ণ। [সুভদ্রার প্রতি] সুদূর দ্বারকা হ'তে
তুমি কেন এলে বোন বিরাট-নগরে?
সুভদ্রা। আমার কি দোষ বল?
ভগিনী দ্রৌপদী-প্রেরিত বিমানে

চোখের নিমিষে
নিয়ে এলো মোরে বিরাট-নগরে।

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণা সখী তব পাশে পাঠাইল রথ?
কেন—কিসের লাগিয়া?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। অপরাধী দোঁহাকার দেখিতে বিচার।
ওগো। শঠ-চূড়ামণি।
অন্তর্য্যামী নাম যাঁর,
অজ্ঞাত কি তার বিশ্বের অন্তর-ভাব?
জান নাকি ছলি,
কিসের লাগিয়া ভদ্রা এসেছে হেথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। তব কথা শুনিব পশ্চাতে সখি।
আগে চাই শুনিবারে রাজার নিকটে
মোর অভিযোগের কিবা ফলে ফল।
কহ রাজা।
কোন্ দণ্ডযোগ্য এবা দুই জন।

দ্রৌপদী। চুপে চুপে সাজা দিতে
সন্তানেরে মোর ছিল আশা তব।
সে আশায় সেধে বাদ
নিয়ে এনু সুভদ্রা ভগ্নীরে মোর।
দণ্ড দিন মহারাজ
অপরাধী দোঁহাকারে;
সাক্ষী নারায়ণ—

দর্শক রূপেতে বর্ত্তমান
ধর্ম্মরাজ নিজে।
পুত্র কন্যা দুই জনে দেহ যোগ্য সাজা।
একি! নীরব সকলে? বেশ।
আমি ল’য়ে যাই দোঁহে
বন্দী করি বিচার-আলয়ে,
করিবেন তিনি সুক্ষ্ম সুবিচার!

শ্রীকৃষ্ণ। সুবিচার কে করিবে দোঁহাকার?

দ্রৌপদী। প্রজাপতি নিজে।

[উভয়কে পুষ্পমাল্যে বন্দী করিল।]

শঙ্খ ও উলুধ্বনি করিতে করিতে পুরমহিলাগণের প্রবেশ।

পুরমহিলাগণ।—

গীত।

মঙ্গল কল্যাণময় তুমি, কর মঙ্গল আশিস্ দান।
এক হোক্ এক হোক্ দোঁহাকার প্রাণ॥
তোমরা ছড়াও নব আলোক-রেখা,
মুছে দাও সব কিছু অতীতের লেখা,
এক হোক্ এক হোক্ দোঁহাকার প্রাণ॥

[উত্তরা ও অভিমন্যুকে লইয়া পুরমহিলাগণের প্রস্থান।

দ্রৌপদী। এস শঠ-শিরোমণি! আসুন সকলে,
দেখিতে বাসনা যদি
প্রজাপতির নিক্তি-ধরা সূক্ষ্ম সুবিচার।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল চাল চেলে দিলে সখি,
আমার উপর।

তোমারও মনে ছিল এত কুট চক্র—
যাহা বুঝিতে অক্ষম হ'লো
চক্রী আজ নিজে।
চল হে রাজন্!
ভাগিনেয়-করে স'পিয়া কন্যারে তব,
পাণ্ডবের সনে আত্মীয়তা সূত্রে
আমারেও করহ বন্ধন।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

বন

হর্য্যক্ষ, রক্তাক্ষ ও বালকগণ ।

বালকগণ ।—

গীত ।

ঝাঁ গুড়্-গুড়্ ঝাঁ গুড়্‌গুড়্ ঝাঁ—বাজে বিয়ের বাজনা ।
রাজার ভায়ের বিয়েরে ভাই, আহ্লাদে প্রাণ আটখানা ॥
হাঁড়ি হাঁড়ি দই ক্ষীর খাব লুচি মণ্ডা,
জিবেগজা দানাদার খাব শ' তিনগণ্ডা,
রুয়ের মুড়া খাব রে ভাই, খাব পাঁচ মিশালি রান্না ॥

[রক্তাক্ষ ও হর্য্যক্ষ ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

অদূরে লম্বা ঘোমটা টানিয়া ঘটোৎকচের প্রবেশ।

হর্য্যক্ষ। ও বাবা, এ আবার কাদের কুলের বউ?

রক্তাক্ষ। এ যেমন তেমন বউ নয়, বৌয়ের সেরা বউ; নইলে কি আর এই ঘোর বনে একলা এসে হাজির হয়?

হর্য্যক্ষ। যা বলেছিস্ ভাই, যা-তা বউ নয়, একেবারে ছেলেধরা বউ।

রক্তাক্ষ। ও দাদা! আমায় ধর্‌বে না তো?

হর্য্যক্ষ। তোর আমার মত ছেলে ধরার জন্যই তো ঘর ছেড়ে জঙ্গলে এসে হাজির হয়েছে।

রক্তাক্ষ। ওগো ও ছেলেধরা বউ! আমি একলা মায়ের একলা তুলাল, আমায় যেন ধ'রো না বাবা!

হর্য্যক্ষ। ধর্‌তে হয় ধ'রো কাল, আজ রাজার ভায়ের বিয়ে। আজ আস্ত আস্ত মোষ, ঘোড়া, গাধা খেয়ে আসি, তারপর ধ'রো।

রক্তাক্ষ। আশ মিটিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ীর রান্না মাংস খেয়ে নিই, তারপর যা হয় ক'রো।

হর্য্যক্ষ। দোহাই বাবা! পাড়াচরানী—ছেলেধরুনী—বন-বিহারিণী বউ! এখান থেকে স'রে পড়। এখুনি আমাদের রাজা তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কর্‌তে দেখ্‌লে আমাদের্ ধোপ-দোরস্ত ধপ্ ধপে চরিত্রে গলদ ঠাওরাবে।

রক্তাক্ষ। নাঃ, সহজে যাবার পাত্র নয়, লাথি চড়ের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

হর্য্যক্ষ। ঠিক বলেছিস্। তবে রে হারামজাদি বউ, এক চড়ে তোর ছেলে ধরা ছুটিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ে চড় মারিতে উদ্যত, ঘটোৎকচ ঘোমটা খুলিবামাত্র আমতা আমতা করিতে লাগিল।]

ঘটোৎকচ। দূর গাধাবা! সব নষ্ট ক'রে দিলি?

হর্য্যক্ষ। অন্যায় হয়েছে মহারাজ।

ঘটোৎকচ। শুধু অন্যায় হয়েছে?

হর্য্যক্ষ। আজ্ঞে, শুধু নয়, ভীষণ অন্যায় হয়েছে।

রক্তাক্ষ। আজ্ঞে, অন্যাযের জন্য আমরা পাঁচ পাঁচ কান-মলা খাচ্ছি। [হর্য্যক্ষের প্রতি] এই ধর্—কান ধর্ [তথাকরণ] মোচড় লাগা—

[উভয়ে আপন আপন কান মোচড দিল।]

ঘটোৎকচ। থাক্—থাক্, আর দরকার নেই, খুব হয়েছে। তোদের একটু ভুলের জন্য আমার কত সাধের সাধনা বিফল হ'য়ে গেল।

হর্য্যক্ষ। আমবা জেনে শুনে অন্যায করিনি রাজা। তোমার আজানুলম্বিত ঘোমটা দেখে আমরা ভেবেছি নিশ্চয়ই কোন পাড়া-চরানী বউ তার মনের মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রক্তাক্ষ। ওই ধরণের বউ প্রায় আইবুড়ো ছেলে ধ'রে বেড়ায়; কাজেই আমার ভয়ের মাত্রাটা একটু বেশীই হয়েছিল, যেহেতু আমিও আইবুড়ো।

হর্য্যক্ষ। আমার বউটীকে পাছে সতীনের জালা সইতে হয়, তাই চড় তুলেছিলুম।

রক্তাক্ষ। কে জানে যে আমাদের রাজা ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ নেচে বউ-সাধনা করছে।

ঘটোৎকচ। বউ-সাধনা নয় মূর্খ, ঘোমটা-সাধনা।

হর্য্যক্ষ। প্রেম-সাধনা—ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা—পরী-সাধনা—শব-সাধনা—আরো কত কত সাধনা ছেড়ে ঘোমটা-সাধনার মানে?

ঘটোৎকচ। বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন্। বিরাট-রাজার মেয়ের সঙ্গে আমার ভায়ের বিয়ের কথাটা অবশ্য শুনেছিস্?

উভয়ে। অনেক আগেই শুনেছি।

ঘটোৎকচ। তার নাম কি জানিস্?

হর্য্যক্ষ। নিশ্চয়ই জানি। তার নাম হ'চ্ছে ইয়ে—ইয়ে, তাইতো, পেটে আস্‌ছে মুখে আস্‌ছে না!

ঘটোৎকচ। তাড়াতাড়ি বল্, বরযাত্রী যাবার সময় হয়েছে।

রক্তাক্ষ। হয়েছে—হয়েছে, তার নাম হ'চ্ছে "অসিচর্ম্ম"।

ঘটোৎকচ। দূর আহাম্মুক! তবে হ্যাঁ, প্রথম অক্ষরটা ঠিকই হয়েছে!

হর্য্যক্ষ। বাকিটা আমি বলছি—'অসিবর্ম্ম'।

ঘটোৎকচ। তোদের মুণ্ডু। তার নাম হ'চ্ছে—অভিমন্যু।

উভয়ে। হাঁ-হাঁ, ঠিক্—ঠিক্। ভুলে গিয়েছিলুম। তবে "অ"টা ঠিকই বলেছি।

ঘটোৎকচ। সে আমার কে জানিস্? ভাই।

হর্য্যক্ষ। এক মায়ের পেটের?

ঘটোৎকচ। না।

রক্তাক্ষ। ও, বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। এক মায়ের পেটের যখন নয়—নিশ্চয়ই এক বাবার পেটের হ'তেই হবে।

ঘটোৎকচ। দূর আহাম্মুকের দল! পুরুষের পেটে আবার ছেলে হয় নাকি!

হর্য্যক্ষ। তাইতো—তাইতো, একেবারে ঠিকে ভুল ক'রে বসেছি।

রক্তাক্ষ। তবে রাজা! তুমি আমাদের বুঝিয়ে বল—সে তোমার কেমন ভাই?

ঘটোৎকচ। অর্জ্জুনের নাম শুনেছিস?

হর্য্যক্ষ। ওরে বাবা! তা আর শুনিনি? এক বাণে খাণ্ডবের মত বনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলে!

ঘটোৎকচ। হুঁ-হুঁ, সেই হ'চ্ছে আমার কাকা অর্থাৎ আমার বাবার কোলের ভাই; আর অভিমন্যু হ'চ্ছে তারই ছেলে।

রক্তাক্ষ। আরে এতক্ষণ বল্‌তে হয় যে তোমরা দুজন কাকাতো জাঠ্‌তো ভাই।

হর্য্যক্ষ। অর্থাৎ মায়ের পেটেরও নয়, বাবার পেটেরও নয়, কাকাতো জ্যাঠ্‌তো ভাই।

রক্তাক্ষ। তা যেন হ'লো, তবে ওই ঘোমটা-সাধনার মানে?

ঘটোৎকচ। ধর, অভিমন্যু আমার সেজ কাকার ছেলে অর্থাৎ আমার ছোট, আর আমি হ'চ্ছি তার বাবার বড় ভায়ের ছেলে অর্থাৎ বড় দাদা।

উভয়ে। তা বটে।

ঘটোৎকচ। তার বউ আমার কে হ'চ্ছে বল্ দেখি?

উভয়ে। ভাদ্রবউ।

ঘটোৎকচ। ইয়া, এতক্ষণে পথে এসো চাঁদ! ধর ভাদ্রবউ বাড়ীতে এলো—আমি হ'চ্ছি তার ভাসুর; আমার মুখ দেখ্‌তে নেই—ছুঁতে নেই।

হর্য্যক্ষ। তা নেই।

ঘটোৎকচ। মনে কর, মাথার কাপড় খোলা অবস্থায় বউ-মা আমার ভাতের ফেন গাল্‌চে, এমন সময় আমি ঢুক্‌লুম সোজা বাড়ীর ভিতর—

পড়লুম একেবারে বউ-মার চোখের সামনে, তখন বউ-মা আমার কি কর্‌বে বল্ তো ?

হর্য্যক্ষ। টপ্ ক'রে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে কলা-বউ সেজে বস্‌বে।

ঘটোৎকচ। অমনি হুম্ ক'রে গরম ফেনশুদ্ধ, ভাতের হাঁড়িটী হাত ফস্‌কে ফুটি-ফাটা হ'য়ে ভাদ্রবৌয়ের নাচন সুরু করিয়ে দেবে— তখন ?

রক্তাক্ষ। বৈদ্য ডাক্‌তে হবে।

হর্য্যক্ষ। তা হবে।

ঘটোৎকচ। তাই এই ধরণের বিপদ থেকে বউ-মাকে রক্ষা করার জন্যে আমি ঘোমটা-সাধনা সুরু ক'রে দিয়েছি।

রক্তাক্ষ। এতে লাভ ?

ঘটোৎকচ। লাভ—বউ-মা যখন যে অবস্থাতেই বাড়ীর মধ্যে থাক্‌না কেন, আমি বাড়ীর সদর থেকে ঘোমটা টেনে ঢুক্‌লুম। ব্যস্, বউ-মার ফাঁড়া কেটে গেল।

হর্য্যক্ষ। ওঃ, সেই জন্যই আগে থেকে ঘোমটা-সাধনা অভ্যাস ক'রে নিচ্ছো ?

ঘটোৎকচ। ঠিক তাই।

রক্তাক্ষ। যাক্, আর দেরী ক'রে লাভ কি ? চল বেরিয়ে পড়ি।

ঘটোৎকচ। না—না, দেরী কিসের, চল।

[সকলে গমনোদ্যত হইলে ঘটোৎকচ ফিরিয়া আসিল।]

হর্য্যক্ষ। ফির্‌লে যে ?

ঘটোৎকচ। না, যাওয়া হবে না।

হর্য্যক্ষ। কেন ?

ঘটোৎকচ। অভিমন্যু আমার ভাই! ভাই-বউকে দেখ্‌তে যাচ্ছি; কিন্তু বউ-মাকে আমার কি দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো? কত দেশ-দেশান্তর থেকে রাজা মহারাজার দল আস্‌বে—কাঁড়ি কাঁড়ি হীরে জহবতের গয়না দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে, আর আমি বড় ভাই শুধু হাতে ছোট ভায়ের বউকে দেখবো? লোকে বল্‌বে কি বল্ তো?

রক্তাক্ষ। যাবো—বউ দেখবো—পাঁচ রকম ভালমন্দ খাবো—চ'লে আস্‌বো। এতে লোকের বলা বলির কি ধার ধারি?

ঘটোৎকচ। ওরে না—না, বউ দেখার মত ভাগ্য আমাদের নয়।

হর্য্যক্ষ। কেন—কেন?

ঘটোৎকচ। তারা আর্য্য—আমরা অনার্য্য; তারা সভ্য, আমরা অসভ্য; তাদেব চালচলনের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাৎ। তারা খায় রাজভোগ, আমরা খাই বনের জন্তু-জানোয়ার। তারা থাকে হীবেজহরতে মোড়া দালান-কোঠায়, আর আমরা থাকি বনে-জঙ্গলে।

হর্য্যক্ষ। তা ব'লে ভায়ের বউ দেখারও অধিকার কি আমাদের নেই?

ঘটোৎকচ। কি ক'রে থাকবে বল্? সেই দামী দামী পোষাক-পরা সমাজের মাঝে আমাদের এই অর্দ্ধ উলঙ্গ—কুৎসিত কদাকার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে জোর গলায় কি ক'রে বল্‌বো যে অভির বড ভাই আমি। কথা কওয়া তো দূরের কথা—টিট্‌কিরী হাসি হেসে বিয়ের আসর ভরিয়ে দেবে। সভ্যজাতির ঘৃণা-বিদ্রূপগুলো দাঁড়িয়ে পরিপাক করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

হর্য্যক্ষ। যা হোক্ ক'রে পরিপাক কব্‌তে হবে, নইলে মুখ বদলাবে কি ক'রে?

ঘটোৎকচ। একদিনের রাজভোগ খাওয়ার জন্য লোকের জুতো-

লাথি খেতে হবে? বন-বাদাড়ে যাদের চিরদিনের বাস—একদিন বড়লোকের দুয়োরে গিয়ে লাভ কি? তারা চিরদিনই আমাদের ঘৃণা ক'রে আসছে; সুযোগ পেলে গলায় পা তুলে দিতেও ইতস্ততঃ করে না। ওদের বাইরের দিকটা যতই ধপ্‌ধপে হোক্ না কেন, ভিতরটা শুধু ময়লায় ভরা—হিংসা খলতায় পরিপূর্ণ।

রক্তাক্ষ। বল কি রাজা! দালান-কোঠার লোকগুলো এমন?

ঘটোৎকচ। ওরা যদি এমন না হবে, তবে সংসারে বিষ ছড়াবে কারা? ভায়ে ভায়ে যাদের হিংসা-হিংসি—তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে মনটাকে ঠিক অমনি ধারা তৈরী কর্‌তে হবে।

হর্য্যক্ষ। কাজ নেই রাজা! তোমার ভায়ের বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে; শেষে কি ওই হিংসুটে ভদ্রজাতের সঙ্গে মিশে তোমাকে শুদ্ধু হারাবো? কৈ, আমাদের মধ্যে তো গরীব বড়লোকে কোন তফাৎ নেই, আমরা তো কোন সমাজের লোককে ঘৃণা করিনি! তুমি রাজা, আমরা প্রজা; কেমন ভাই ভাই এক সঙ্গে খেয়ে-দেয়ে ওঠা-বসা ক'রে দিন কাটাচ্ছি। একদিন বড়লোকের বাড়ীতে খেতে গিয়ে কি শেষে হিংসের বিষে মনটা ওদের মত ভরিয়ে ফেল্‌বো?

রক্তাক্ষ। না—না, আমরা কেউ যাবো না ওই হিংসুটে সমাজের ছায়ার ধারে।

ঘটোৎকচ। কিন্তু ঘোমটা-সাধনাটা কর্‌তে পার্‌লে পরে হয়তো কাজ দেবে।

হর্য্যক্ষ। যাক্—ও সব বাজে কথা ছেড়ে এখন পেটের ধান্দা করিগে চল। ওদের কথা যতই ভাব্‌বো, ততই মন বিষিয়ে উঠবে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উত্থান-বাটীর কক্ষ।

উত্তরা, কণিকা ও সখীগণ।

সখীগণ।—

গীত।

সাগর পারের পথিক বন্ধু এলো যবে—এলো মনে।
মলয হাওযা ব'য়ে গেল তোমাব মনের বনে॥
তরুর হিযায গোপন মুকুল
ফোটার তরে আবেগ ব্যাকুল,
কুঁড়ি ছিল ফুল হ'লো গো বঁধুর শুভ আগমনে॥

[প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। কণিকা!

কণিকা। [উত্তরার প্রতি] বা-রে, বোবা হ'য়ে গেলে নাকি? বঁধু এসে ডাকাডাকি কব্‌ছে, সাড়া দাও। [উত্তরাকে লজ্জাবনতভাবে থাকিতে দেখিয়া চিবুক ধরিযা] বউ কথা কও—বউ কথা কও ব'লে পাখী ডেকে সাড়া হ'চ্ছে; কথা কও। [উত্তরা মুখ ফিরাইল।] ও বব মশাই, বউ তো কথা কইচে না—বুঝি মান করেছে। [নম্র ও সোহাগপূর্ণস্বরে] সখি! বেচারীর মুখ দেখে তোমার কি একটু দয়া হ'চ্ছে না? কত আশা ক'রে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে তোমার মন্দিরে এসেছে, কথা কও। ও ভাই বর! দুঃখ ক'রো না;"সখীর

কাজটা না হয় আমিই সেরে দিচ্ছি। এসো—ব'সো! [আসনে বসাইয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা অভিমন্যুকে বাতাস করিতে করিতে] এতে কি আর মন উঠবে! [পরে লজ্জাশীলা উত্তরার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া অভিমন্যুর পার্শ্বে বসাইল।]

উত্তরা। কণিকা!

কণিকা। ভয় নেই, উনি বাঘ নন্, মানুষ। বন্দনা!

[দুই গাছি ফুলের মালাহস্তে বন্দনার প্রবেশ ও
কণিকার হস্তে মালা দিয়া প্রস্থান।]

অভিমন্যু। একি!

কণিকা। লজ্জানিবারণী অস্ত্র।

অভিমন্যু। তোমাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো কণিকা!

কণিকা। থাক্—থাক্, ও কৃতজ্ঞতাটুকু আমায় না জানিয়ে আমার সখীকে জানালেই ভাল হয়।

অভিমন্যু। এ কথার অর্থ?

কণিকা। অর্থ এই, আমি তো ভাই আর তোমার সঙ্গে ঘর কর্‌তে যাচ্ছি না, যাচ্ছেন উনি।

অভিমন্যু। তোমাকে কথায় এঁটে ওঠার সাধ্য আমার নেই। উত্তরা! [উত্তরার পূর্ব্ব পরিত্যক্ত মালাটি বাহির করিয়া] এই সেই মালা—যা গ্রহণ করার জন্য অতীতে একদিন ছুটে গিয়েছিলাম ব্যাকুল আগ্রহে সেই পুষ্পবিতানে।

কণিকা। ও, এ সেই হতাদরে ফেলে দেওয়া মল্লিকা ফুলের মালা বুঝি?

অভিমন্যু। আমার আশা দুরাশা ভেবে সেদিন সাহস পাইনি। আজ যখন সাহস পেয়েছি, তখন তোমার কল্পনার অদূরাগত—না—না,

সমীপাগত ভাগ্যবানের উদ্দেশ্যে তোমার গোপন নিবেদন—প্রকাশ্যে তোমার হাত থেকে গ্রহণ করার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না!

কণিকা। আমার পরিহাসে ভয় না ক'রে মালা যখন গন্তব্য স্থানেই পৌঁচেছে তখন তো একে অনাদর করা যায় না। এখন এই নতুন মালা ছড়াটির সঙ্গে এটিকেও মিলিয়ে নাও, সখি! [অভিমন্যুর হাতের মালাটি লইয়া নূতন মালাটির সঙ্গে মিলিত করিয়া উত্তরার হাতে দিল এবং উত্তরার হাত ধরিয়া অভিমন্যুর গলায় মাল্যদানে প্রস্তুত হইল।]

[কম্পিত হ'স্তে উত্তরা অভিমন্যুর কণ্ঠে মাল্যদান করার সঙ্গে সঙ্গে মালা ছড়াটি ছিঁড়িয়া গেল।]

উত্তরা। একি হ'লো সখি?

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। আলগা সুতোয় গাঁথা মালা অমনিই হ'য়ে থাকে।

[প্রস্থান।

উত্তরা। কে—কে ও? ওকে তো কথনো দেখিনি।

কণিকা। তাইতো! আমিও ভাবছি, কোথা থেকে কেমন ক'রে এলো আর চ'লে গেল! যাক্, ও সব চিন্তা এখন ছেড়ে দাও।

উত্তরা। কিন্তু এই নারীকে দেখা মাত্র আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো—কি যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে সারা দেহটায় শিহরণ জাগলো—মনের ঘরে ব'সে কে যেন বার বার বলছে,—উত্তরা, সাবধান! সুখের কপাল তোর নয়।

কণিকা। ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে এখন এসো।

উত্তরা। কোথায়?

কণিকা। ওই ফুল-দোলনায়।

অভিমন্যু। ফুল-দোলনা ?

কণিকা। [অভিমন্যুর প্রতি] হে নীলসাগর পারের পথিক ! হে আমার প্রিয়সখীর মানসকুঞ্জের মত্ত মধুপ ! হে শাশ্বত ! হে রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ মানব ! চল ওই অদূরস্থিত ফুল-দোলনায় আরোহণ ক'রে আমার রচনা সার্থক করবে চল।

অভিমন্যু। ফুল-বাসরের পরিবর্ত্তে ফুল-দোলনা ?

কণিকা। সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয় রসরাজ !

গীত।

আদিকাল হ'তে ফুল-দোলনাতে দুলেছে নাগর-নাগরী।
ব্রজবন-স্মৃতি আজিও জাগে ঝুলন-দোলায় শ্যামপ্যারী॥
আদিকাল হ'তে আসে বসন্ত,
মন-বনে মন্মথ নাচে দুরন্ত,
আদিকাল হ'তে মিলনের লাগি ব্যাকুল কিশোর-কিশোরী॥
বাঁশরী বাজায়ে ডাকে কিশোর,
ছুটেছে কিশোরী সে ডাকে বিভোর,
কিশোর-মনের সাগরে কিশোরী ভরিতে চলেছে গাগরি॥

কণিকা। তোমরা এসো, আমি গিয়ে ততক্ষণ দোলনাটা একটু ভাল ক'রে সাজাইগে। [গমনোদ্যত]

উত্তরা। কণিকা ! সখি !

কণিকা। ও, এইখানে তোমরা একটু নিরালা বিশ্রাম করতে চাও ? কর—আমার আপত্তি কি ? তোমরা দুজনে পরস্পরে মনের কুসুম চয়ন কর—হৃদয়ের ব্যাকুল কামনার মুখে ভাষা দাও—দেহের বিদ্যুৎ শিহরণে সাড়া দাও। আমি থাকলে তোমাদের বাঞ্ছিত মিলনে বাধা পড়বে—লজ্জার পর্দ্দা সরবে না। [প্রস্থান।

অভিমন্যু। [উত্তরার প্রতি] ওগো আমার শাশ্বত প্রিয়া, মুখ তোল, কথা কও।

উত্তরা। [নীরব]

অভিমন্যু। কি ভাব্‌ছো উত্তরা ?

উত্তরা। ভাব্‌ছি, কেন এমন হ'লো!

অভিমন্যু। কি হ'লো উত্তরা ?

উত্তরা। আমার সাধের গাঁথা মালা কেন ছিঁড়ে গেল? আর কেনই বা ওই অপরিচিতা ব'লে গেল—আলগা সুতোর গাঁথা মালা এমনিই হয়!

অভিমন্যু। ও কিছুই নয়।

উত্তরা। কিছুই নয় যদি, তবে কেন ওর কথায় প্রাণ আমার কেঁপে উঠলো—অন্তর হাহাকার ক'রে উঠলো? বল—বল প্রিয়তম, আমাদের এ মিলনে কি সুখ নেই—শান্তি নেই?

অভিমন্যু। এ তুমি কি বল্‌ছো উত্তরা? তোমার সংস্পর্শে আমার অপূর্ণ জীবনে এসেছে পূর্ণতা? আমার ঊষর প্রাণটাকে শান্তির নির্ম্মল ধারায় তুমি সিক্ত করেছ কল্যাণি। যখন ধরা দিয়েছ তখন যেন তোমার করুণা বিতরণে কৃপণতা ক'রো না প্রিয়ে। [বাহুবদ্ধ করিল]

উত্তরা।— **গীত**

আমার মাঝারে যবে পেয়েছি তোমারে ছেড়ে তো দিব না আর।
হৃদি-বেদীপ'রে বসায়ে তোমারে তব আরাধনা করিব সার॥
প্রেম-পঞ্চদীপে আরতি করিব,
প্রীতি-ধূপ জ্বাল সুরভি ছড়াবো,
যৌবন আমার বিলায়েছি পদে বলি দিয়ে কামনার॥

[অবসন্নভাবে অভিমন্যুর বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল।]

অভিমন্যু। চল, ওই নিরালা বকুল তলায় ব'সে অতীতের দুঃখ অবসাদ ঝেরে ফেলে—পুরাতনের স্মৃতি ভুলে নূতন ভাষায় নূতন সুরে গাইবে চল নূতন গান; যে গানের ঝঙ্কারে জেগে উঠবে আমাদের নিদ্রিত হৃদয় নূতন কর্ম্মের প্রেরণা নিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বিরাটের মন্ত্রণা-কক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির।

শ্রীকৃষ্ণ। পাঞ্চালের পুরোহিত মুখে
শুনিলে তো দাদা!
দম্ভভরে সভামাঝে কহিয়াছে দুর্য্যোধন
রাজ্য-সম্পদ-প্রত্যাশা বাতুলতা ছাড়া
নহে অন্য কিছু।

যুধিষ্ঠির। মনে হয় কৃষ্ণ, ভ্রাতৃ-বিরোধের
অবসান তরে হই পুনঃ বনচারী।
যে ভাবে কাটায়েছি বারটি বছর,
সেইভাবে যাপি পুনঃ
জীবনের অবশিষ্ট কাল।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি রাজ্য-সম্পদ পাণ্ডবে বঞ্চিয়া
নির্ব্বিবাদে ক'রে যাবে ভোগ
পাপী দুর্য্যোধন? চমৎকার ধর্ম্মনীতি!

যুধিষ্ঠির। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারক যিনি,
তিনি তার করুন বিচার।
পার্থিব সুখের লাগি
হে কেশব! চাহি না জ্বালাতে
জ্ঞাতি-বিরোধের প্রবল অনল।
বুঝে দেখ কৃষ্ণ, সেও মোর ভাই।
সেই নয় করুক সুখেতে ভোগ
হস্তিনার সকল বৈভব।

শ্রীকৃষ্ণ। হেন দুর্ব্বলতা শোভে না পাণ্ডবে।
ন্যায্য অংশ যদি কর ত্যাগ,
কবে জনে জনে—কুরুরাজ ভয়ে
ভীত হ'য়ে পাণ্ডুপুত্রগণ
ন্যায্য প্রাপ্য করিয়াছে ত্যাগ।

যুধিষ্ঠির। সমস্যার বেড়াজালে ফেলিলে মাধব!
কি করি উপায়?
ব'লে দাও ওগো পথপ্রদর্শক!
কোন্ পথে গেলে জটিলতাপূর্ণ
সমস্যার হবে সমাধান?

শ্রীকৃষ্ণ। জ্ঞানী তুমি—বিজ্ঞ তুমি,
সাধ্য কোথা মোর তোমারে দেখাতে পথ!
মোর মতে এই যুক্তি লয়—

ধর্ম্মরাজ তুমি,
অনাচার অত্যাচার দলিয়া অবাধে
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য করিতে প্রচার—
দানিয়া নশ্বর দেহ,
অবিনশ্বর কীর্ত্তির ধ্বজা
উড়াও ভারতে।

যুধিষ্ঠির। প্রকারে কহিছ মোরে জ্ঞাতিদ্রোহী হ'তে ?

শ্রীকৃষ্ণ। কে না কহিবে ? কে না জোগাবে
যুদ্ধের ইন্ধন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তরে ?

যুধিষ্ঠির। স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ ভাই,
এ রণের পরিণাম কিবা ভয়াবহ।
মনুষ্যত্বে দিয়ে বলি
নির্ম্মমতার শাণিত খড়্গে
বন্যপশু-সম মত্ত হ'য়ে রক্তের খেলায়
ভায়ে ভায়ে করে যদি পশুব্যবহার,
বলত কেশব, কোথায় প্রভেদ তবে
পশুত্বে মানবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুন দাদা !
দুর্য্যোধন করেছে ধারণা—ভিখারী পাণ্ডব।
কোথা তার শক্তি বল—
সেই ব'লে হ'য়ে বলীয়ান
আগুয়ান হবে কৌরব-সমরে ?
তাই আমি করিয়াছি স্থির—
দাম্ভিক দুর্জ্জনে শিক্ষা দিয়া বিধিমত,

দেখাইয়া ভিখারী-প্রতাপ,
পাণ্ডব-গৌরব-স্মৃতি
অঙ্কিত করিয়া দিই ভারতের বুকে।
হীনবল ভাবি যারা
মুখ বুজে স'য়ে যায় সবলের অত্যাচার—
তারাও জাগিবে জাতির কল্যাণে
ভারত-সমর-ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া।

যুধিষ্ঠির। নাহিক বাসনা হে কেশব।
আত্মসুখ লাগি প্রাণিহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে।

শ্রীকৃষ্ণ। জনবল আছে যার, সেই চায় ধর্ম্মযুদ্ধ।
নহে আত্মসুখ তরে।
দেশ ও দশের মঙ্গল কারণ
ন্যায়ধর্ম্ম মতে ক'রে যায় কর্ত্তব্য পালন।
হের দাদা, আসে ওই বৃকোদর
আর অর্জ্জুন সুধীর।
জিজ্ঞাসা করহ দোঁহে কিবা মতামত।

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম। জিজ্ঞাসার নাহি প্রয়োজন,
মতামত স্বতন্ত্র নাহিক মোদের কিছু।
দেবতার আশিস্-নির্ম্মাল্য সম
শিরে ল'য়ে জ্যেষ্ঠের আদেশ—
ন্যায়-অন্যায় বিচার না করি
কর্ম্মক্ষেত্রে সদা হই আগুয়ান।

শ্রীকৃষ্ণ। তবু ব্যক্তিগত নাহি কিছু মতামত?

ভীম। আছে—আছে কৃষ্ণ!
আছে মোর অন্তরের নিভৃত কন্দরে
এক অদম্য বাসনা।

শ্রীকৃষ্ণ। বল কি সে বাসনা?

ভীম। রণ—রণ—রণ।
স্বপ্নঘোরে দেখিয়াছি দুঃশাসন বক্ষরক্ত
মনের উল্লাসে করিতেছি পান;
আর সেই রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া
নিজকরে অসংবদ্ধ পাঞ্চালীর বেণী
করিয়া দিতেছি হরষে বন্ধন; আর—

শ্রীকৃষ্ণ। আর কি দেখেছো দাদা!

ভীম। গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু
একে একে করি নাশ,
শত ভ্রাতাসহ দুর্য্যোধনে।
পাণ্ডবের বিজয়-নিশান
তুলিয়াছি ভারতের বুকে।

শ্রীকৃষ্ণ। [অর্জ্জুনের প্রতি]
তোমারও কি ঐ মত সখা!

অর্জ্জুন। মতামত কি আছে কেশব?
ভাবি সদা মনে—যুদ্ধের লাগিয়া
স্বজন বান্ধব যত তুলিবে ক্রন্দনরোল।
আহতের তীব্র আর্ত্তনাদে
অটল কি রবে ধর্ম্ম-সিংহাসন?

ভায়ে ভায়ে কাটাকাটি করি
রক্ত-রাঙা হয় যদি ভারত-মাতার বুক,
পাণ্ডবে স্পর্শিবে নাকি মহাপাপ সখা?
জীবনের সুখ-সাধ যত
অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে হবে নাকি ভস্মীভূত?

শ্রীকৃষ্ণ। থাক্—থাক্, বলিতে হবে না আর;
অন্তর-বারতা তব নাহিক অজ্ঞাত মম।
যুদ্ধের নামেতে
চিরকাল কেঁপে উঠে হৃদয় তোমার।
ভয়—পাছে দিতে হয প্রাণ আরতির করে।

অর্জ্জুন। প্রাণভয়ে ভীত ধনঞ্জয়—
হেন বাণী নহে কৃষ্ণ-যোগ্য কভু।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কিন্তু, কৃষ্ণাযোগ্য জানিহ নিশ্চয়।
বীর স্বামী পঞ্চজন বিক্রমকেশরী
কুরুসভাস্থলে চিত্রার্পিত শার্দ্দূল সমান
নিশ্চেষ্ট বসিয়া দেখেছিল
অপমান কুল-রমণীর।
নহে কি অধর্ম্ম তাহা?
ক্লীবত্ব পেয়েছে যারা,
শৌর্য্যে তারা দেখে শুধু পাপ অহঙ্কার।
শুন বাসুদেব।
সবলের বন্ধু মেলে বহুজন,

দুর্ব্বলের সহায় কোথায় ?
অনাথ-বান্ধব তুমি দুর্ব্বলের বল,
তুমি হও সহায় আমার ;
আমি দিব রণ
অত্যাচার দলনের লাগি।
মধ্যমের তৃষ্ণা মিটাইতে—
অঞ্জলি ভরিয়া আনি
দুঃশাসন-রক্ত ধরিব সম্মুখে তাঁর।
ফাল্গুনীর কোমল হৃদয়
পাছে ব্যথাক্লিষ্ট হয়,
সে কারণ করেছি মনন—
নিজ হাতে শাস্তি দিয়া কৌরব দুর্জ্জনে
যশ তাঁর অক্ষুণ্ণ রাখিব।

যুধিষ্ঠির। ভদ্রে, কুল-ললনার সভায় প্রবেশে
নাহি অধিকার।

দ্রৌপদী। লাঞ্ছিতার নাহি বাধা,
নাহিক বিপত্তি কিছু।
কহ ধর্ম্মরাজ !
নির্য্যাতিত প্রজা রাজার সমীপে
যদি নাহি পায় সুবিচার,
সেই রাজভক্ত দেখে নাকি
অধর্ম্মের ছায়া ধর্ম্মরাষ্ট্র মাঝে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখি ! স্থির কর মন।

দ্রৌপদী। হে কেশব ! আর যে পারি না।

ভেঙ্গেছে ধৈর্য্যের বাঁধ ।
ওগো প্রিয় বান্ধব আমার !
সখীর লাঞ্ছনা স্মরি
প্রতিকারে হও যত্নবান ।
তুমি সদা থেকো সাথে সাথে
আলেয়ার মত ; আমি দিব রণ
অত্যাচারী কৌরবের সনে ।
নারী-নিগ্রহের ল'য়ে প্রতিশোধ
ন্যায়ের আসন
রাখিব অটুট ভারতের বুকে ।

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । ত্যজ চিন্তা ধর্ম্মরাজ ।
অত্যাচার দলনের তরে
উদ্যত করিতে অস্ত্র কহিব না ভুলে ।
মোহমুগ্ধ নর যদি নাহি চাহে
মঙ্গল আপন, মুখ বুজে স'য়ে যায়
অনাচার অত্যাচার যত, মাঝে থেকে
আমি কেন হই নিমিত্তের ভাগী
সৃষ্টি করি আত্মীয়-বিরোধ ।
অবুঝ নহ তো কেহ,
বুঝে-সুঝে কর কাজ,
যাতে হয় ভারতের কল্যাণ-সাধন ।

[গমনোদ্যত]

অর্জ্জুন । [বাধা দিয়া] মিথ্যা অভিমানে আত্মহারা হ'য়ে

পাণ্ডবে তেয়াগি কোথা যাও সখা?
ব্যক্তিত্ব-বিহীন মোরা পঞ্চভ্রাতা,
কর্ত্তৃত্ব মোদের কোথায় কেশব?
যন্ত্র-চালিত পুতুলের মতন
চলা ফেরা করি ইঙ্গিতে তোমার;
জন্ম-জন্মান্তর কর্ম্মের জগতে
জীব করে যাতায়াত
নীরবে পালিতে আদেশ তোমার।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ক্ষমা কর ভাই!
মায়ার কুহকে ভ্রান্ত হ'য়ে ক্ষণ-তরে
ভুলেছিনু কর্ম্মীর কর্ত্তব্য।
কর্ম্ম! কর্ম্ম! কর্ম্ম!
কর্ম্মছাড়া কিছু নাই করিবার;
কর্ম্ম-অবসানে বিরাম আশায়
জরাব্যাধিপূর্ণ দেহ ছাড়ি
চ'লে যাবে প্রাণ বায়ু সনে উড়ি।
আত্মীয়-বান্ধব-স্মৃতি লুপ্ত হবে সব;
জেগে রবে শুধু কর্ম্ম—
কর্ম্মীরে অমর করি জগতের বুকে।
হে কেশব! ইচ্ছা তব হোক্ সম্পূরণ;
না করিয়া বাদ-প্রতিবাদ
সযতনে আদেশ তোমার পালিব নীরবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ন্যায়ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য যাদের,
চঞ্চলতা সাজে না তাদের

জ্ঞাতিহত্যা-ভয়ে ;
হ'লেও আপন জন—জ্ঞাতি কিম্বা ভ্রাতা,
হয় যদি অত্যাচারী নারী-নির্য্যাতক
দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্বেষী,
নহে শুধু তোমার আমার,
সমাজ-কলঙ্ক তারা—শত্রু জগতের।
কোথা পাপ হত্যায় তাদের ?
ধর্ম্মের বিজয় তূর্য্যনাদে
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হোক্ ভারতের বুকে।
কর্ম্মী তুমি, যোগ্যকর্ম্ম করি সম্পাদন
ভারতের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে
সাম্য-মৈত্রী-বেদীর উপর
ধর্ম্মরাজ্য করহ প্রতিষ্ঠা।

যুধিষ্ঠির। বুঝিলাম সব, তবু কেন কাঁপে হৃদি—

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা চিন্তা ত্যজি,
পাঠাও সোদরগণে ভাবী যুদ্ধে
ভারতের নৃপগণে আমন্ত্রণ লাগি।
কর যদি কালব্যাজ, তোমাদের আগে
দুর্য্যোধন যদি নৃপগণে
যুদ্ধ হেতু বরণ করিয়া লয়,
অসহায় হীনবল হইবে পাণ্ডব।

অর্জ্জুন। সত্য দাদা। যুদ্ধে মোর বড় ভয়,
কিন্তু নাহিক উপায়।
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তরে গত্যন্তর কই।

যুধিষ্ঠির। [কৃষ্ণের প্রতি] তবু ভাই, অনুরোধ মোর—
তুমি নিজে গিয়ে হস্তিনায়
শান্তির প্রস্তাব কর কুরুসভামাঝে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল কথা, চলিলাম হস্তিনা-আলয়
পাণ্ডবের দৌত্যকার্য্য ল'য়ে ;
তবু অনিবার্য্য রণ ভাবি
ভারতের নৃপগণে কর আমন্ত্রণ।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। ব'লে গেল কৃষ্ণ জনার্দ্দন,
অনিবার্য্য ভারত-সমর ;
রণভেরী অচিরে বাজিবে কুরু-পাণ্ডবের।
কত নারী হবে পতিহারা,
কত শত পুত্রপ্রাণা হারাইবে
স্নেহনীড়পুষ্ট আনন্দ-তুলালে।
না—না, চিন্তা কি মোদের!
কৃষ্ণময় জগৎ-সংসার
ইঙ্গিতে তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি লয় :
ক্ষুদ্র মোরা, কি শক্তি মোদের
রোধ করি ইচ্ছা-শক্তি তাঁর।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। যাত্রাকালে কেন সখি, বাধা দিলে মোরে ?

দ্রৌপদী। অন্তর্য্যামী নাম যাঁর, অজ্ঞাত কি তাঁর

জগৎজনের অন্তর-বারতা ?
জানি চিরকাল,
জেনে শুনে ছল করা স্বভাব তোমার ।

শ্রীকৃষ্ণ । হাসালে এবার সখি।
ছলের স্বভাব আমাতে হেরিলে কিসে?

দ্রৌপদী । সে সব বলিব পরে ।
বর্ত্তমানে কার্য্যব্যস্ত তুমি,
পাণ্ডবের দূতরূপে চলিয়াছ
কৌরব-সভায় ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্য সখি, সত্যই নিযুক্ত আমি
দৌত্যকার্য্য তরে ভাবতের কল্যাণ সাধিতে ।

দ্রৌপদী । ভারতের কল্যাণ সাধন হেতু ?
শুনিতে কি পাবে দাসী,
কিবা লাগি যাও তুমি—
কিসের প্রস্তাব ল'য়ে ?

শ্রীকৃষ্ণ । সন্ধির প্রস্তাব দেবি ।

দ্রৌপদী সন্ধির প্রস্তাব। কৌরবের সনে ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ, হ্যাঁ সখি, সন্ধি। সন্ধি বিনা
ভারতের নাহিক শান্তিব পথ ।
অকারণ ভ্রাতৃরক্তে
সিক্ত করি ভারতের বুক
কি ফল ফলিবে সখি ?
মাঝে থেকে হবে লোকক্ষয়,
শক্তিহীন হইবে ভারত ।

তাই দেবি, ধর্ম্মরাজ পঞ্চভ্রাতা সহ
করেছে মনস্থ—কৌরবের সনে
বদ্ধ হ'তে সখ্যতার অটুট বাঁধনে।

দ্রৌপদী। চলিয়াছ তাই সন্ধির প্রস্তাব ল'য়ে
হস্তিনা-নগরে
পাণ্ডবের চিরশত্রু কৌরবসমীপে!
নারী-নির্য্যাতক কৌরবের সনে
পাণ্ডব আবদ্ধ হবে
সখ্যতার নিগূঢ় বন্ধনে?

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণা—কৃষ্ণা, সখি—

দ্রৌপদী। বল—বল, রুদ্ধ হ'লো কেন কণ্ঠস্বর?
বল আরবার—তোমার কি ইচ্ছা হয়
ভালবাসা প্রেম প্রীতি দিয়ে
ভাই ব'লে বুকে তুলে নিতে
পাপাচারী রাজা দুর্য্যোধনে?

শ্রীকৃষ্ণ। রোষে আত্মহারা হ'য়ে
ভারতের সর্ব্বনাশ ক'রো না সাধন।
ভায়ে ভায়ে হয় যদি সমর-সূচনা,
সর্ব্বনাশ হবে সুনিশ্চিত।
কোটী কোটী সুখের সংসার
চোখের পলকে হবে ছারখার।
কতশত পতিপ্রাণা নারী
বৈধব্য জ্বালায় জ্বলি, দীর্ণ হাহাকার
বুকে ল'য়ে করিবে রোদন।

পুত্রহারা কতই জননী
হারাইয়া আপন নন্দনে
অশ্রুজলে প্লাবিয়া ভারত—
সৃজিয়া শোকের বৈতরণী
আকুল হইয়া কেঁদে
কাঁদাইবে ভারত জননী-প্রাণ।

দ্রৌপদী। সত্যই যদ্যপি ভারত-জননী-প্রাণ
কেঁদে ওঠে সতীর নয়নজলে,
তবে কেন না কাঁদিয়া আজ
আছে ধীর স্থির হ'য়ে?
মম আঁখিজলে যবে তিতিল ভারত-বক্ষ,
নীরব নিশ্চল কেন ছিল
এই ভারত তখন?

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তেজনা ত্যজি শুন কথা মোর—

দ্রৌপদী। বলিবার আগে ভেবে দেখ হে কেশব,
সেই বিগত দিনের কথা।
যেই দিন একবস্ত্রা রজস্বলা আমি—
কেশে ধরি পাপী দুঃশাসন
নিয়ে এলো মোরে কৌরবের সভামাঝে
নির্লজ্জ পশুর মত,
কামাচারী দুর্য্যোধন দেখাইল উরু,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য,
পণবদ্ধ পাণ্ডুপুত্রগণ মৌনব্রত ল'য়ে
ব'সে ছিল সেই সভামাঝে।

নীচাচারী দুঃশাসন যবে
বিবসনা করিতে আমায়
পশুবলে বার বার টেনেছিল
বস্ত্রাঞ্চল ধরি,
কি করেছিল প্রতিকার তার ?
পারেনি তখন তারা
লম্পটেরে পদাঘাতে রেণু রেণু করি
মিশাইতে ভারতের ধূলি-কণা সহ ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, মিনতি আমার—
নির্ব্বাপিত রোষ-বহ্নি জ্বালায়ো না আর।
রোষদীপ্ত মূরতি নেহারি তব
বিচলিত অন্তর আমার ;
ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
অতীতের যবনিকা তুলে ধ'রে পুনঃ
ভারতের বুকে জ্বালি ধ্বংসানল
ক'রো নাকো নব প্রলয়-সূচনা।

দ্রৌপদী। প্রলয় ? কোথায় প্রলয় সখা ?
নির্য্যাতিত সতী নারী ফেলে আঁখিজল,
আর তুমি হে কেশব,
বুকভাঙ্গা সেই অশ্রুরাশি উপেক্ষিয়া
হাসিমুখে যাও হস্তিনা-নগরে
পাপাচারী কৌরবেরে সখ্যভাবে
দিতে আলিঙ্গন—
কৌরব-পাণ্ডবে বেঁধে দিতে

সৌহার্দ্দের নিবিড় বন্ধনে ?
যাও—যাও হে কেশব,
দিবে না পাঞ্চালী বাধা।
নিপীড়িতা নির্য্যাতিতা দ্রুপদ-তনয়া
বিষ-বাষ্প করিয়া সৃজন
ছারখার ক'রে দিবে কৌরবের কুল।
হও তুমি পাণ্ডবের সখা, কৌরব-বান্ধব
কিম্বা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
যে হও সে হও, দেখি কোন্ শক্তিবলে
অত্যাচারী দুর্য্যোধনে পার রক্ষিবারে।
শুন কৃষ্ণ, সন্ধি নাহি হবে—
অচিরে বাজিবে সমর-বিষাণ,
কুরু ও পাণ্ডব দুই শক্তি মিলে
করিবে ঘোষণা ভারত-সমর।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সমর—সমর ; পাপের বিনাশ
আর ধর্ম্মের উত্থান তরে
অনিবার্য্য উঠিবে বাজিয়া
ভারত-সমর-ভেরী। দিব্য-নেত্রে হেরি,
ব্যর্থ হবে সন্ধির প্রয়াস,
পাঞ্চালীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
ধ্বংস হবে কুরুকুল কুরুক্ষেত্র-রণে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুরু-সভা।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, ভীষ্ম, কর্ণ ও শকুনি।

দুর্য্যোধন। কৌরব-গৌরব-সূর্য্য করিবারে গ্রাস
ভাগ্যাকাশে মোর রাহুরূপে দেখা দিল
পাণ্ডুপুত্রগণ। করেছি বাসনা তাই,
পৃথ্বী হ'তে চিরতরে মুছে দেবো
পাণ্ডবের নাম।

ভীষ্ম। ত্রিভুবনে নাহি কেহ হেন শক্তিধর
নাশিতে সক্ষম হবে পাণ্ডুর নন্দনে।

দুর্য্যোধন। ভার্গব-বিজয়ী যিনি,
তিনিও অক্ষম আজি পাণ্ডব-নিধনে?

ভীষ্ম। সত্য সুযোধন!
সত্যই অক্ষম আমি পাণ্ডব-নিধনে।

দুর্য্যোধন। সকলেই একমত।
অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য রথী—
তাঁরাও অক্ষম পাণ্ডব-বিনাশে;
ভীষ্মের অসাধ্য যাহা—
কে পারে সাধিতে তাহা
ত্রিভুবন মাঝে?

দৈববলে বলীয়ান্ পাণ্ডুপুত্রগণ,
বিশেষতঃ পার্থ মহারথী দেবে তুষ্ট করি,
লভিয়াছে দিব্য-অস্ত্র কনক-কিরীট।
কিরাতের বেশে পার্থ পাশে
রণে পরাজিত হ'য়ে
আশুতোষ তুষ্টি লভি বীরত্বে তাহার—
পুরস্কার দিল অস্ত্র পাশুপত।

কর্ণ। মাত্র এই ?

ভীষ্ম। না—না, আরো আছে।
তার সাথে লভিয়াছে দেবদত্ত শঙ্খ, ধনু,
শর পূর্ণ অক্ষয় তূণীর,
কপিধ্বজ রথ—ঘর্ঘর নিনাদে যার
ত্রিভুবনে লাগে ত্রাস,
কেঁপে ওঠে অরাতি-হৃদয়।

দুঃশাসন। তাই বুঝি কম্পিত ভীষ্মের হৃদি
অর্জ্জুনের নামে ?

ভীষ্ম। হেন অপবাদ
জীবনে প্রথম শুনিনু তোমার মুখে।

দুর্য্যোধন। [কর্ণের প্রতি] বল সখা।
তুমি কতদিনে পার
নিষ্পাণ্ডবা করিতে ধরণী ?

কর্ণ। পঞ্চ দিনে পারি আমি
ভারতের বুক হ'তে
মুছে দিতে পাণ্ডবের নাম।

ভীষ্ম। শরত-নীরদ সম অসার গর্জ্জন
শোভে মাত্র সুতপুত্র মুখে।
লজ্জাহীন তুই, তাই ভুলি
পার্থের বীরত্ব কথা
হেন আস্ফালন করিস্ সভার ভিতর।
না—না, দোষ কিবা তোর ?
নীচ সঙ্গলাভের পরিণাম এই।

কর্ণ। দ্বিতীয় বালক আখ্যা বার্দ্ধক্যেই পায়।

ভীষ্ম। স্তব্ধ হ' বাচাল '
তোর যুক্তিমত ভ্রাতৃঘাতী রণে
লিপ্ত হ'যে কুরুরাজ
হয় যদি সর্ব্বহারা পথের ভিক্ষুক,
কিবা ক্ষতি তোব ?
শেষের সম্বল অশ্বরজ্জু তোর
কে লবে ছিনায়ে ?

দুর্য্যোধন। বিজ্ঞজনে নাহি শোভে কভু
হেন ব্যবহার।

ভীষ্ম। সত্যের মর্য্যাদা দিতে
শিখিয়াছি শিশুকাল হ'তে;
স্পষ্ট সত্য ব'লে যদি ক'রে থাকি দোষ,
নাহি ক্ষোভ, ন্যায়মত দেহ দণ্ড—
মাথা পাতি লব।

দুর্য্যোধন। [কর্ণের প্রতি] সখা, অনুনয় মোর—
অনাথ ভাবিয়া শুধু মোর মুখ চেয়ে

ধুয়ে মুছে ফেল মনের তোমার
যত কিছু আবিলতা।

কর্ণ। বিজ্ঞের অজ্ঞতা হেরি বড় দুঃখ হয়।
মানিলাম, দৈব বলে বলীয়ান্
তৃতীয় পাণ্ডব।
কিন্তু, আমারও দেহ-আবরণরূপে
আছে সহজাত অক্ষয় কবচ,
মণিময় সুবর্ণ-কুণ্ডল, বিজয় ধনুক।
গাণ্ডীবীর ধনু আর তূণীর কিরীট
নহে কি নিষ্প্রভ সখা, এ সবের কাছে?
জন্ম! জন্ম! জন্ম!
জন্মই কি কেবল মহত্ত্বের মানদণ্ড?
কর্ম্ম কিছু নয়? শোন—শোন সবে,
দম্ভভরে কহে রাধার নন্দন—
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হ'তে নাহি হবে
অর্জ্জুন-নিধন;
অর্জ্জুন-বিনাশে সক্ষম হইবে
দৈব-বিড়ম্বিত এই সূতপুত্র বসুসেন।

শকুনি। এতক্ষণ নিশ্চল স্থাণুর মত
আছিনু নীরব মৌনীবাবা সেজে।
এবে ভঙ্গ করি মৌনব্রত—
ন্যায় যাহা বলিতে হইনু বাধ্য।
নহে মোর কথা,
ক'য়ে গেছে মহাজনগণ।

স্বীয় কর্ম্মফলে জনম সবার,
ইচ্ছা ক'রে নীচবংশে কেবা যেতে চায়?

ভীষ্ম। রসনা সংযত কর কুটীল দুর্জ্জন!
কুমন্ত্রণা দিয়ে
কুরুকুল মজাইতে বাসনা তোমার—
শত ভ্রাতা সহ দুর্য্যোধনে।

দুর্য্যোধন। শান্ত হোন্ পিতামহ!

ভীষ্ম। শান্ত—শান্ত—শান্ত!
মম সম শান্ত স্থির জগতে বিরল।
ভাবি শুধু মনে,
কোন্ অজ্ঞাত পাপের ফলে
কুরুকুল-দেহে সংক্রামক ব্যাধিরূপে
প্রবেশিল এই দুই দুষ্ট পাপগ্রহ।
[শকুনি ও কর্ণকে দেখাইলেন।]

কর্ণ। স্তব্ধ হও স্থবির বাচাল!
ভার্গবে জিনিয়া এত অহঙ্কার?
অসহ্য—অসহ্য সখা,
অতীব অসহ্য এই বৃদ্ধের ভাষণ।

শকুনি। নিরুপায়!
অটল বিশ্বাসী ভীষ্মের বিশ্বাস
টলাবার শকতি কোথায়?
অতএব মুখ বুজে,
সব কিছু যেতে হবে স'য়ে
কুরুবংশের মঙ্গল কারণ।

কর্ণ। শোন সখা, শোন সভাস্থ সকলে,
উচ্চকণ্ঠে কুরুসভামাঝে
কহে রাধার নন্দন,
যতদিন বৃদ্ধ ভীষ্ম রবে বর্ত্তমান,
ততদিন না পশিব কুরুসভামাঝে—
না ধরিব অস্ত্র আমি সংগ্রামের কালে।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। অভিমানী সখা গেল চলি
অভিমানভরে। দুঃশাসন, যাও ত্বরা
ফিরাইয়া আন সখারে আমার।

[দুঃশাসনের প্রস্থান।

পিতামহ। ভারত-সমর আজি
হানা দেয় দুয়ারে মোদের,
এ হেন সময়ে আত্মদ্বন্দ্বে হ'য়ে লিপ্ত
শক্তিহীন করি মোরে
কৌরব-গৌরব-রবি ক'রো নাকো ম্লান।
জানি বিলক্ষণ,
অস্ত্রগুরু দ্রোণ, মহাবিজ্ঞ কৃপাচার্য্য,
কুরু-পিতামহ নিজে
পাণ্ডবের পক্ষপাতী চিরদিন।

ভীষ্ম ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি,
শ্রদ্ধা করে সবে চিরকাল।
ধন, অর্থে দেহ হয় বশ,
গুণ-মুগ্ধ মন গাহে গুণীর গৌরব।

ত্যজ চিন্তা সুযোধন !
হ'লেও পরমাত্মীয় পাণ্ডুপুত্রগণ,
রক্ষা হেতু কৌরব-গৌরব
অস্ত্রকরে দাঁড়াইবে
শান্তনুনন্দন বিপক্ষে তাদের ।

দুঃশাসনের প্রবেশ ।

দুঃশাসন । [ব্যস্তভাবে] দাদা—দাদা !
দুর্য্যোধন । কৈ, কোথা সখা মোর ?
দুঃশাসন । করিলাম বহু চেষ্টা,
কিন্তু ফিরিল না মহারথী ।
দুর্য্যোধন । বুঝিলাম এ সকলি অদৃষ্টের ফল ।
দুঃশাসন । দাদা, আর এক নূতন সংবাদ—
দুর্য্যোধন । কিবা সে সংবাদ ?
দুঃশাসন । পাণ্ডবের দূতরূপে
উপস্থিত আপনি কেশব ।
ভীষ্ম । সুযোধন ! ভাগ্যবান্ তুমি—
ভাগ্যফলে আপনি কেশব
অতিথির বেশে তোমার দুয়ারে ।
যাও ত্বরা, বরণ করিয়া আন
কৃষ্ণ যদুরায়ে ।
দুর্য্যোধন । লজ্জাহীন গোপের দুলালে
কুরুসভামাঝে সমাদরে করিয়া আহ্বান
দুর্য্যোধন নাহি দিবে মর্য্যাদা তাহার ।

ভীষ্ম । 　　সুযোধন, অনুরোধ মোর—
সম্বর্দ্ধনা করি ল'য়ে এস
কুরুসভামাঝে কৃষ্ণ জনার্দ্দনে ।

দুর্য্যোধন । 　　বিনা নিমন্ত্রণে
এলো যেবা দুয়ারে আমার,
কোন্ বিধি মতে—আমি কুরুরাজ,
আত্মমর্য্যাদায় করি পদাঘাত
আহ্বানিব গোপের দুলালে
হস্তিনার রাজ-সভাতলে ?

শকুনি । 　　অতি সত্য বলিয়াছে বাবাজী আমার ।
গোপের নন্দন—মাঠে ঘাটে চড়াইত গরু,
বনফল খেয়ে রাখালের সনে
বনে বনে করিত ভ্রমণ,
গোপিনী-বসন-চুরি করেছিল যেবা—
সেই তারে—লম্পটের চূড়ামণি কৃষ্ণে
হস্তিনা-সম্রাট
রাজসভাতলে দিবে বসার আসন ।
বড় জোর ভিক্ষা যদি কিছু চায়,
দাতা ভাগিনেয় মোর
অবশ্য দানিবে ভিক্ষা !

দুঃশাসন । 　　ওই কথা আমারও পিতামহ !
ভিক্ষুকের সাজে আসিয়াছে যেবা দ্বারে—

ভীষ্ম । 　　দুঃশাসন ! 　রসনা সংযত কর ।
হেন বাণী পুনঃ নাহি কর উচ্চারণ ;

যাঁর বিন্দু করুণার আশে
যুগ যুগ ধরি কত মুনি ঋষি
ব'সে আছে যোগের আসনে,
ইঙ্গিতে যাঁহার সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে
বল তুমি গোপের নন্দন?
বৃদ্ধ আমি, মিনতি আমার—
সসম্মানে অভ্যর্থনা করি
ল'য়ে এস কৃষ্ণ জনার্দ্দনে।

দুর্য্যোধন। পিতামহ, আছে মনে
সেই বিগত দিনের কথা?
যবে বিধিমতে নিমন্ত্রণ দিয়ে
করেছিনু তার পূজা-আয়োজন,
এসেছিল সেইদিন মোর আবাহনে?
নীতিহীন জ্ঞানহীন
অভদ্র সেই গোপের নন্দন
উপেক্ষিয়া মোর পূজা—
ভিখারী বিদুর-গৃহে
ক্ষুদ খেয়ে পরিতৃপ্ত হ'লো।

শকুনি। আমারো তো ওই কথা বাবা।
সাধাসাধি ক'রে
ডেকে আনা কিবা প্রয়োজন?
ভিক্ষা দাও অল্প কিছু ক্ষুদ চিঁড়ে দই,
খেয়ে যাক্ গয়লার পুত।

ভীষ্ম। থাম্‌রে দুর্ম্মুখ।

দুর্য্যোধন। অকারণ রোষ পিতামহ।
বুঝিতে যগ্যপি মম অন্তরের ব্যথা,
হ'তো যদি অনুভব মোর অপমান,
বলিতে না কৃষ্ণে সমাদরে করিতে আহ্বান।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আহ্বানের নাহি প্রযোজন,
বিনা ডাকে আসিযাছি সকাশে তোমার।
পিতামহ। লহ প্রণাম আমার।
। দুর্য্যোধন ও অন্য সকলের প্রতি]
হে মোর প্রিয় বান্ধবগণ,
তোমবাও লহ সবে প্রীতি-সম্ভাষণ।
দুর্য্যোধন। ভাই।
[দুর্য্যোধনের নিকট গিযা]
একি হেরি ভাবান্তর তব।
কি যেন কি অসহ ব্যথাব ছবি
উঠেছে ফুটিয়া নযনে বদনে।
সত্য কহ প্রিয,
নিমন্ত্রণ তব উপেক্ষা করেছি ব'লে
ক্ষুণ্ণ কি হযেছ তুমি?
গোপপুত্র আমি, গরীব রাখাল;
রাজগৃহে রাজভোগ যোগ্য নয় ভেবে
ক্ষুধা তৃপ্তি হেতু গরীব বিদুর গৃহে

গিয়েছিনু আমি ; ক্ষুদ সিদ্ধ খেয়ে তথা
বড় তৃপ্তি হয়েছিল মোর ;
পেয়েছিনু সুধার আস্বাদ।

শকুনি। এ তো স্বাভাবিক কথা।
মুড়ি চিঁড়ে দই গুড় খেয়ে যার
কেটে গেছে কাল,
কেমনে রুচিবে মুখেতে তাহার
সুপক্ক সুসিদ্ধ রাজভোগ ?
গব্যঘৃতপক্ক খাদ্য করিতে হজম
কুক্কুরের কোথায় শকতি ?

ভীষ্ম। সাবধান রে দুর্ম্মুখ !
পুনঃ যদি হেন বাণী কহি
সম্মুখে আমার
অপমান কর কৃষ্ণ জনার্দ্দনে—
উপাড়ি রসনা তোর খাওয়াবো কুক্কুরে।

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হোন্ পিতামহ !
কার প্রতি করিছেন রোষ ?

ভীষ্ম। বল কৃষ্ণ, বিস্তারিয়া বল মোরে
ধর্ম্মরাজসহ পঞ্চ ভ্রাতা
মাতা যাজ্ঞসেনী আছে তো কুশলে ?
বল কৃষ্ণ, বল মোরে
প্রাণাধিক পাণ্ডবের মঙ্গল বারতা।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ ভীষ্মদেব
প্রার্থনা করেন সদা কুশল যাদের

মঙ্গল কল্যাণ সহ
ঢেলে দিয়ে বিজয় আশিস্,
অমঙ্গল কোথায় তাদের ?
পণমুক্ত আজি পাণ্ডুপুত্রগণ।
তাই আসিয়াছি আমি কুরুসভামাঝে—

দুর্য্যোধন। কি উদ্দেশ্য ল'য়ে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভায়ে ভায়ে বেঁধে দিতে প্রীতির বাঁধনে।

দুঃশাসন। বলে যাও—বলে যাও,
যত পার ব'লে যাও অনর্গল ভাবে,
শ্রোতা মোরা—নীরবে শুনিয়া যাই
শ্রীমুখে তোমার
পাণ্ডবের খ্যাতির কাহিনী।

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্য্যোধন। প্রিয় বান্ধব আমার।
শুধু পাণ্ডবের পক্ষে নয়—
ভারতের মঙ্গল কল্যাণ তরে
আজি আমি ভিখারী তোমার দ্বারে।
সর্ব্বহারা পাণ্ডুপুত্রগণে
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ভুলি ন্যায্য অধিকার দানি
পিতৃরাজ্যে তাহাদের করিয়া প্রতিষ্ঠা
কৌরব-গৌরব-বাণী
ভারতের বুকে করহ প্রচার।

শকুনি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।
হেসে মোর পেটে লাগে খিল
শুনি তব একচোখো কথা।

যুক্তি তব অতীব সুন্দর ;
পাণ্ডবের কোলে শুধু টেনে যাও ঝোল।
[দুর্য্যোধনের প্রতি] চল বাবা !
ছার বিষয় বৈভব পাণ্ডবেরে দিয়ে
সন্ন্যাসীর সাজে
লোটা কম্বল করিয়া সম্বল,
চল যাই বনে বনে ঘুরি
ভারতের মঙ্গল সাধনহেতু !

ভীষ্ম। নীচমুখে উচ্চভাষ সাজে নাকো তোর।
শোন সুযোধন ! ন্যায়ধর্ম্মমতে
পিতৃ-রাজ্যে আছে
তাহাদেরও সমান অধিকার।
অবিলম্বে ফিরে দিয়ে রাজ্য তাহাদের,
হিংসা-দ্বেষ ভুলে
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব কর অবসান।

দুঃশাসন। না—না, নাই—নাই :
কোন অধিকার নাই পাণ্ডবের।

ভীষ্ম। আছে, আছে দুঃশাসন !
কৌরব পাণ্ডব দুয়ে সহোদর ভাই ;
ন্যায়-নীতি অনুসারে—
অর্দ্ধভাগে ভাগী তারা হস্তিনা-রাজ্যের।

দুর্য্যোধন। একই আকাশ-বুকে
চন্দ্র সূর্য্য দু'টা ভাই
একসাথে সমকালে হয় কি উদয় ?

হস্তিনা-গগনে উদয়-অচলে
যতদিন রবে কৌরব-ভাস্কর
ততদিন পাণ্ডু-শশী রবে মেঘে ঢাকা;
জ্যোতি তার ঝরিবে না হস্তিনা-নগরে।
হস্তিনা-আসনে পাণ্ডবের দাবী
বাতুলেব প্রলাপ সমান।

শ্রীকৃষ্ণ। বাজ্য-ঐশ্বর্য্যেব প্রার্থী নহে
পাণ্ডুপুত্রগণ। চাহে নাকো তারা
শাসন-ক্ষমতা করিযা গ্রহণ
হস্তিনা-আসনে বসি
একচ্ছত্র আধিপত্য কবিতে বিস্তার
সমগ্র ভাবতে।

দুর্য্যোধন। তবে? তবে বল হে কেশব।
কিবা লাগি কিসেব আশায়
পাঠালে তোমায হস্তিনা-নগবে?

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু সাম্যবাদ প্রচাব কাবণ, আর—

দুঃশাসন। আর?—

শ্রীকৃষ্ণ। ভিক্ষার মানসে?

দুর্য্যোধন। ভিক্ষা। আমাব নিকটে?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ ভাই, তোমাবই নিকটে।
মনের তোমার উচ্চতাব পরিচয়
পাণ্ডবের কাছে নাহি অবিদিত।
তাই পাঠাযেছে মোবে
ভিক্ষা লাগি সকাশে তোমার;

নিরাশ ক'রো না প্রিয়!
দেহ ভিক্ষা জ্ঞাতি-ভ্রাতাগণে।

দুঃশাসন। স্পষ্ট কহ তো কেশব,
কিবা ভিক্ষা চাহে তারা কুরুরাজ পাশে?

শ্রীকৃষ্ণ। বেশী কিছু নয়!
চাহে মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম।

দুর্য্যোধন। মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম।

শ্রীকৃষ্ণ। মিনতি আমার, ওগো দানি!
দেহ ভিক্ষা; বড় আশা ল'য়ে তারা
পাঠায়েছে মোরে তব পাশে।
বিফল ক'রো না আশা।

ভীষ্ম। সুযোধন, আমারও অনুরোধ,
ভিক্ষা দেহ পাণ্ডবেরে
মাত্র পঞ্চখানি গ্রাম।

দুর্য্যোধন। পঞ্চ গ্রাম থাক্ দূরে.
পাণ্ডবেরে নাহি দিব
সূচ্যগ্র মেদিনী।

শ্রীকৃষ্ণ। মিনতি আমার—[হস্তধারণ]

দুর্য্যোধন। কে তুমি? কোথাকার কে?
কিবা আত্মীয়তা তব সাথে মোর?
তবে কেন কুরুরাজ দুর্য্যোধন
রাখিবে মিনতি তব?
যাও ফিরে গোপের দুলাল,
বল গিয়ে সখারে তোমার,

বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে
দুর্য্যোধন স্বচ্যগ্র মৃত্তিকা।

শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই কি—

দুর্য্যোধন। অটল প্রতিজ্ঞা মোর।
যদ্যপি সম্ভব হয়
নিশার আকাশে তপন উদয়,
তবু না হবে সম্ভব
আমা হ'তে পাণ্ডবের প্রার্থনা পূরণ।
হ'লে প্রয়োজন—
হবে রণ কুরু ও পাণ্ডবে।
ভারত-সমর-ভেরী বাজিবে অচিরে।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ।—

গীত।

বাজা—বাজা—রণ-দামামা।
রক্তের ফোয়ারা ভারতে ছুটুক্,
লাখে লাখে লুটায়ে পড়ুক্
ভল্ল অসি খড়্গ শরশাণ
অভ্রভেদী উঠুক্ অস্ত্র ঝন্‌ঝনা॥
কড়্ কড়্ কড়্ বাজাও কাড়া,
রণডঙ্কায় উঠুক্ সাড়া,
ডাকিনী যোগিনী নাচে থিয়া থিয়া
রক্তলোভে লহ লহ রসনা॥

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। রণ—রণ—রণ,
কৌরব-পাণ্ডবে অনিবার্য্য রণ।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ;
বলী আমি—বীর আমি—বসুন্ধরা মোর।
পরাজি পাণ্ডবে, উড়াবো ভারতে
কৌরবের গৌরব-পতাকা।

শ্রীকৃষ্ণ। এখনো সময় আছে, ভাবো দুর্য্যোধন!
আত্মীয়-স্বজনে করিবারে নাশ
ভ্রাতৃ-বিরোধের জ্বালিয়া অনল,
ভারত-সমরে
ক'রো নাকো ধ্বংস কুরুকুল।
অনুনয় মোর—
কুরু-পাণ্ডবের মাঝে
অচ্ছেদ্য রাখিতে ভ্রাতৃত্ব বাঁধন—
তোমাদের শত ভ্রাতা সহ
মিলি পঞ্চ ভাই,
রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষি
ভ'রে দাও ত্রিভুবন—
হস্তিনার যশঃ-জোছনায়।

দুঃশাসন। দুর্য্যোধন বিনা,
অন্যে কভু নহেক সম্ভব
সাম্রাজ্য-শৃঙ্খলা রাখিতে অটুট।
ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল যাদের,
হস্তিনা-নগর নহে যোগ্য তাহাদের ;

জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বত অরণ্য
তা সবার যোগ্য বাসস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির চিত্তে বারেক ভাবিয়া দেখ
পরিণাম এর—

দুর্য্যোধন। গৃহযুদ্ধ অনিবার্য্য ভারতের বুকে।
এই কথা কহিবে তো তুমি?
জেনো হে কেশব।
যুদ্ধভয়ে ভীত নহে রাজা দুর্য্যোধন।
হয় যুদ্ধ হোক্, নাহি ক্ষতি তায়,
জয় পরাজয় সে তো কীর্ত্তি।
মৃত্যু! সেও তো যোদ্ধার কামনার ধন,
ত্রিদিবের গৌরব-সোপান।

শ্রীকৃষ্ণ। বিফল প্রয়াস,
সন্ধির প্রস্তাব হ'লো মূল্যহীন।
নির্য্যাতিতা দ্রৌপদীর তপ্ত অশ্রুধারা
কাল ফণা করেছে বিস্তার
ধ্বংস হেতু কুরুকুল।
যাই এবে দুর্য্যোধন,
বাঞ্ছা তব জানাতে পাণ্ডবে।
আসি পিতামহ। [গমনোদ্যত]

ভীষ্ম চলিলে কেশব? কহ,
পুনঃ কবে দেখা হবে,
পুনঃ কবে নেহারিব রাতুল চরণ?

শ্রীকৃষ্ণ। যেই দিন হইবে সূচনা ভারত-সমর,

পাঞ্চজন্য মোর করিবে ঘোষণা
কৌরব-পাণ্ডব রণ
সেই দিন—সেই দিন দেখিবে সবে
নিরস্ত্র কেশবে। [গমনোদ্যত]

দুর্যোধন। দাঁড়াও চতুর। কুরুসভামাঝে,
দুর্যোধনে করি অপমান,
সুস্থদেহে ফিরে যাবে পাণ্ডব-সকাশে?
দুঃশাসন। বন্দী কর—বন্দী কর ত্বরা
কুটনীতি-বিশারদ,
কুটচক্রী গোপের নন্দনে।

শ্রীকৃষ্ণ। এত স্পর্দ্ধা, চাও মোরে বাঁধিবারে
সুকঠিন লোহার শৃঙ্খলে?
রাখাল ভাবিয়া মোরে
প্রতি পদে কর হতমান।
জান নাকি মূঢ়, কৈশোর কালেতে
অঘাসুর বকাসুরে করেছি সংহার।
মহাকাল রূপে, সর্পশিরে নৃত্য করি
করেছিনু কালীয় দমন।
সেই কাল নৃত্য দেখিতে বাসনা
যদ্যপি রে তোর,
মুহূর্ত্তে করিব প্রলয় সূচনা।
কই, কোথা সুদর্শন—
ত্বরায় সংহার কর পাপিষ্ঠ কৌরবে
[সহসা মহা-প্রলয় সূচনা হইল।]

জ্বলন্ত সুদর্শনের আবির্ভাব।

ভীষ্ম। সংহার—সংহার,
ঘোরে চক্র সংহার-লীলায়
ঘর ঘর রবে সঘন গর্জ্জনে।
বুঝি সৃষ্টি ধ্বংস হয়।

দুর্য্যোধন। একি! একি! চারিদিকে চক্রকরে
হেরি কৃষ্ণ রূপ।
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে—

দুঃশাসন। অগ্নিকোণে, বায়ুকোণে, ঈশানে, নৈঋতে,
অধঃ, উর্দ্ধে মহাবজ্র কড কড নাদে
করিতেছে প্রলয় ঘোষণা,
উঃ! প্রাণ যায়, না পারি দাঁড়াতে আর।

[মূর্চ্ছা]

দুর্য্যোধন। উঃ! আঁধার—আঁধার,
প্রলয়-আঁধার মাঝে
খরস্রোতে ব'য়ে যায় রক্ত-নদী,
বক্ষে তার ছিন্ন নরমুণ্ড,
ছিন্ন হস্ত পদ, কতই কবন্ধ
গণনায় না হয় নির্ণয়।
উঃ, কি ভয়াল বীভৎস দৃশ্য।

[মূর্চ্ছা]

ভীষ্ম। হে কেশব, মিনতি আমার—
ছড়ায়ো না রোষ-বহ্নি ভারতের বুকে।
ফলে, শুধু একা নহে কুরুরাজ,

জ্ব'লে যাবে সারা বিশ্ব,
রক্তের বন্যায় তুলিবে তুফান।
কণ্ঠে তব উঠিছে ধ্বনিয়া
মৃত্যুর ঝঙ্কার,
পদচাপে কাঁপিছে মেদিনী।
হে কেশব। বৃদ্ধের মিনতি—
ধ্বংস-মূর্ত্তি তব কর সম্বরণ।

[পদপ্রান্তে পতন।]

[শ্রীকৃষ্ণসহ সুদর্শনের অন্তর্দ্ধান, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিল, সকলে মূর্চ্ছা ভঙ্গে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।]

ভীষ্ম। থেমে গেল প্রকৃতি-বিপ্লব।
হাসিয়া উঠিল প্রকৃতি সুন্দরী।
ধ্বনিল বিহগকণ্ঠে সুমধুর গান।
সুরে হ'য়ে মাতোয়ারা
কোরক মেলিল দল।
এ হেন সুন্দর ধরণী
জ্ঞাতিরক্তে হইবে রঞ্জিত?
না--না, থাকিতে জীবন মোর
ধাতার সাধের সৃষ্টি
ভ্রাতৃরক্তে দিব না রঞ্জিতে।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। মায়া—মায়া! ভেল্কি—ভেল্কি!

শকুনি। যাদুকর, বাবা—যাদুকর।
ওই যাদুকর শুনায়ে বাঁশরী
কত শত গোপ-রমণীর
করেছিল সর্ব্বনাশ, জানে ত্রিভুবন।
যাদু ক'রে করেছিল কালীয দমন,
বসন হরণ, আরও কত যে কুখ্যাতি,
কহিতে তোমায
লজ্জায আমাব কাটা যায মাথা।

দুর্য্যোধন। শুন হে মাতুল। হ'লেও সে মাযাধর,
তবু অটল প্রতিজ্ঞা মোর
অনিবার্য্য রণ কৌরব-পাণ্ডবে।
দুঃশাসন। জানাইযা দাও
মিত্রপক্ষগণে
ভারত-সমরে হইতে প্রস্তুত।
বণ—রণ, এই রণে হইবে মীমাংসা
কেবা যোগ্য ভারত-আসনে,
কৌরব অথবা পাণ্ডু-পুত্রগণ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নির্জ্জন পথ।

কর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ।

কর্ণ। বল কৃষ্ণ, স্পষ্ট বল. এমন কি গোপন কথা, যা প্রকাশ কর্‌তে তুমি সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌ছো!

শ্রীকৃষ্ণ। সঙ্কুচিত হওয়ার কিছুই নেই, মাত্র জান্‌তে চাচ্ছি, তুমি কুরুপক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প করেছ কেন?

কর্ণ। এ 'কেন'র উত্তর তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, সদুত্তর পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তর যা পেয়েছি, তাতে তৃপ্তি পাইনি ব'লেই একথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি। স্বীকার করি দুর্য্যোধন তোমায় রাজত্ব দিয়েছে; কিন্তু মহাবীর কর্ণ এই বিশাল পৃথিবীর বুকে নিজের জন্য একটা রাজত্ব গ'ড়ে নিতে অসমর্থ, একথাও কি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে?

কর্ণ। বাসুদেব! তুমি কি আমায়—

শ্রীকৃষ্ণ। না। আমি তোমায় ধর্ম্মভ্রষ্ট কর্‌তে আসিনি। শুধু জান্‌তে এসেছি, কিসের জন্য কোন মহামূল্য সম্পদ-লালসায় অস্ত্র ধারণ কর্‌বে নিজের সহোদর ভায়ের বিপক্ষে?

কর্ণ। সহোদর? কে আমার সহোদর, কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সহোদর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, তোমার ভাই নকুল, সহদেব; তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ— কুন্তীর আনন্দ-দুলাল।

কর্ণ। কুন্তী আমার জননী—

[সংজ্ঞাহারা অবস্থায় পতনোদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার
দুই হস্ত সবলে চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে
কর্ণ নিজেকে সামলাইয়া লইল ।

কর্ণ। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য, অতি সত্য, পঞ্চ পাণ্ডবের
জ্যেষ্ঠ তুমি কুন্তীর নন্দন !

কর্ণ। প্রত্যয় না হয় ইহা।
তুমি রাজনীতিবিদ্ পাণ্ডবের সখা,
পাণ্ডবের মঙ্গল কল্যাণ তরে
পথভ্রষ্ট করিতে আমায়
মায়ায় ভুলাতে চাও
বাক্যজাল করিয়া বিস্তার।

শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের মঙ্গল কল্যাণ তরে
আসি নাই প্রিয়, তোমাব নিকটে ;
সমর আসন্ন ভাবি
অভাগিনী কুন্তীর কথায়
এসেছি বারিতে তোমা ভ্রাতৃঘাতী রণে।

কর্ণ। আশ্চর্য্য করিলে তুমি
দিয়ে মোর মাতৃ-পরিচয়।

শ্রীকৃষ্ণ। এর চেয়ে কত যে আশ্চর্য্য আছে
এই বিশ্বমাঝে
দর্শন-বিজ্ঞানে যার সূত্র নাহি মিলে !
কুমারী কুন্তীর পুত্র তুমি ;

লোকনিন্দা ভয়ে ভীতা বালা
নামহীন সত্যোজাত শিশুপুত্রে
মৃন্ময় পাত্রেতে ধরিয়া যতনে
অশ্রুসাথে গঙ্গাস্রোতে দিয়েছিল ডালি।
স্নানকালে সূত অধিরথ,
গঙ্গাগর্ভ হ'তে শিশু-পুত্রে তুলি
ল'য়ে এলো গৃহে ;
বন্ধ্যাপত্নী রাধায় দানিল তোমা,
দোঁহে মিলি যতনে পালিল
আপন সন্তান ভাবি।
সেই হেতু সূতপুত্র বলি
খ্যাত তুমি সংসার-মাঝারে।
ছিল না সঙ্গেতে তব
নাম পরিচয় অভিজ্ঞান কিছু ;
তাই তব সত্য পরিচয়
ঢাকা ছিল বিশ্বের মাঝেতে।
তুমি কুন্তীর কানীন পুত্র,
ন্যায়মতে প্রথম পাণ্ডব ;
অধিরথ দত্ত নাম বসুসেন।

কর্ণ। বল, বল বাসুদেব,
বল মোরে আদ্যোপান্ত জন্ম-বিবরণ!

শ্রীকৃষ্ণ। অনূঢ়া কুন্তীর রাখিতে সম্মান
বিধির নির্দ্দেশে
কর্ণপথে তার—জন্ম হ'লো তব ;

কর্ণ নামে তাই তুমি পরিচিত হ'লে।
[কর্ণকে নীরব থাকিতে দেখিয়া]
মনে পড়ে অতীতের কথা,
প্রথম জীবনে যবে বণদ্বন্দ্ব হেতু
পার্থে করেছিলে আবাহন ?
মূর্চ্ছা গেল পৃথা সেই কথা শুনি।
বল, পড়ে কিনা মনে ?

কর্ণ। পড়ে—পড়ে বাসুদেব,
কৈশোর জীবনে যবে
জ্ঞানের কোবক প্রথম মেলিল দল
সেই হতে অগ্যাবধি
সব কথা মনে আছে মোর
হৃদযের পরতে পরতে গাঁথা আছে
মর্ম্মর খোদিত অক্ষরের মত।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে প্রিয, সান্দহ কিসেব ?

কর্ণ। সন্দেহ করিনি আমি,
শুধু জানিতে বাসনা—
সত্য যদি কুন্তী-গর্ভে জনম আমার,
কেন তবে সেই দিন সবার সম্মুখে
উচ্চকণ্ঠে কহিল না মাতা—
"ওরে পুত্র, আমি আছি জননী তোমার।"

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর শুন প্রিয় জনম-রহস্য-কথা।
কুমারী জীবনে কুন্তীমাতা তব,
দুর্ব্বাসায সেবায় কবিয়া তুষ্ট

পেলো মহামন্ত্র এক।
মন্ত্র পড়ি ডাকিবে যাহারে,
সেইজন আসিবে সম্মুখে তার
মনোসাধ করিতে পূরণ।
কৌতূহল বশে চঞ্চলা বালিকা কুন্তী
মন্ত্র পড়ি আহ্বানিল দেব দিনকরে।
সম্মুখে উদিত দেখি দেব দিননাথে
লজ্জায় পড়িল বালা,
আনত হইল কুমারী-বয়ান।
হেসে কয় দিনমণি—
লো কুমারি! বৃথা হ'লে আগমন মোর
মন্ত্রশক্তি ব্যর্থ হ'য়ে যাবে'
দুর্ব্বাসার মন্ত্রশক্তি যদি ব্যর্থ হয়.
তাপসের ক্রোধে নাহি পাবে ত্রাণ।
আঁখি মুদি নীরব রহিল বালা,
মন্ত্র-সাধনায তার করিয়া সফল
আপন গন্তব্য স্থানে গেল দিনকর।
সেই সে কারণ—
সূর্য্য-অংশে কুন্তী-গর্ভে তোমার জনম।

কর্ণ। [স্বগত] রাধা মোরে কহিত হাসিয়া তাই—
"ওরে পুত্র, আমি নহি জননী তোমার।"
ভাবিতাম ক্ষুণ্ণ মাতা,
অভিমান ভরে করে পরিহাস :
সে মধুব ভুল

আজি মোর বুঝি ভেঙ্গে যায়!
[প্রকাশ্যে] শোন কৃষ্ণ, ভরসায় মোর
অবতীর্ণ দুর্য্যোধন মহান্ আহবে;
হবে না উচিত এবে তারে ত্যাগ করা।
করেছি প্রতিজ্ঞা—
পার্থ কর্ণ হবে দোঁহে মৃত্যুপণ রণ।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি,
ভীষ্ম বর্ত্তমানে কুরুপক্ষে অস্ত্র না ধরিবে।

কর্ণ। বিপদ-আবর্ত্তে পড়ি
সত্য যদি কুরুকুল ধ্বংস হ'য়ে যায়,
তবু হে কেশব, প্রতিজ্ঞা, রক্ষিতে
ধরিবে না অস্ত্র রাধার তনয়।

শ্রীকৃষ্ণ। এই যদি হয় প্রতিজ্ঞা তোমার,
যতদিন ভীষ্ম রবে বর্ত্তমান,
ততদিন যদি কর রণ
পাণ্ডবের পক্ষ ল'য়ে,
ক্ষতি কিছু আছে কি তোমার?

কর্ণ। না—না, পারিব না কৃষ্ণ
পাণ্ডবের পক্ষ নিতে,
পারিব না ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে।
বৃথা যুক্তি দিতে এসে মোরে
অকারণ ক'রে গেলে কালক্ষয়,
হ'লো শুধু পণ্ডশ্রম তব।
যুক্তি দিতে হয়, দাও গিয়ে

পাণ্ডুপুত্রগণে,
যন্ত্র-চালিতের মত যারা
পালিবে আদেশ তব।
[কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনঃ ফিরিয়া]
শোন কৃষ্ণ !
জনম-রহস্য মোর ক'রো না প্রকাশ কভু :
ব'লো নাকো কারেও কখনো ভুলে।
বুকে ল'য়ে ক্ষুব্ধ শ্বাস অসহ ব্যথার,
আত্ম পরিচয় করিয়া গোপন,
সংসারের মাঝে ভ্রমিব নিয়ত
সূতপুত্র রাধার তনয় আমি,
এই মোর ছদ্ম পরিচয়ে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। অভিমানী কর্ণ
চ'লে গেল বুকে ল'য়ে অসহ বেদনা !
আমি কি করিব, কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীব
আপন করম দোষে !
দুর্ভাগ্য আমার,
সবে করে অনুযোগ আমারি উপর !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গভীর অরণ্য

হর্য্যক্ষ ও রক্তাক্ষ।

হর্য্যক্ষ। বলি শুনেছিস?

রক্তাক্ষ। কি শুনবো?

হর্য্যক্ষ। যুদ্ধের কথা?

রক্তাক্ষ। যুদ্ধ কোথায়? আমাদের জঙ্গলে?

হর্য্যক্ষ। আমাদের জঙ্গলে হবে কেন? আর এ জঙ্গলে থাকার মধ্যে বাঘ ভাল্লুক আর আমরা: ওই জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে কি আমাদের যুদ্ধ হবে?

রক্তাক্ষ। ওদের সঙ্গে হবে কেন? ওরা তো আমাদের খাদ্য বস্তু!

হর্য্যক্ষ। তবে যুদ্ধটা হবে কার সঙ্গে?

রক্তাক্ষ। হবে আমাদের রাজার বাবার সঙ্গে—হস্তিনার রাজার সঙ্গে। চারদিকে সাজ সাজ রব প'ড়ে গেছে।

হর্য্যক্ষ। তুই এসব খবর পেলি কি ক'রে?

রক্তাক্ষ। আমি তো আর তোর মত খাই দাই আর প'ড়ে প'ড়ে নাক ডাকাই না। চারদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াই: কাজেই দু একটা খবর আল্‌টপ্‌কা কানে এসে পড়ে।

হর্য্যক্ষ। হস্তিনার রাজা তো শুনেছি, আমাদের রাজার বাবার কি রকম ভাই।

রক্তাক্ষ। হাঁ, ঠিকই শুনেছিস্, কাকাতো জাঠতুতো ভাই

হর্য্যক্ষ। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ! এযে অসম্ভব।

রক্তাক্ষ। ওরা আর্য্য, আমাদের মত ওদের ভাই দাদা বিচার নেই, বিষয় আসয়ের জন্যে ওরা সব পারে। দরকার হ'লে ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ছেলে বাপের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালাতেও কিন্তু বোধ করে না।

হর্য্যক্ষ। ওরা তো তাহ'লে ভারি সর্ব্বনেশে জাত।

রক্তাক্ষ। সর্ব্বনেশে আবার কি? ওদের সমাজের রীতিই হ'চ্ছে এই। ওদের সমাজে যার যত টাকা আছে সেই তত বড়। তার মান আছে, সম্মান আছে, দর আছে। যার নেই, তার কিছুই নেই, মানুষ ব'লে ওদের সমাজ তাকে গ্রাহ্যই করে না।

হর্য্যক্ষ। তা ব'লে ভাই ভায়ের রক্ত দেখ্‌বে!

রক্তাক্ষ। শুধু রক্ত কেন? দরকার মনে কর্‌লে ভাই ভায়ের মাথা কেটে ফেলবে।

হর্য্যক্ষ। তাহ'লে ওদের বাইরেটা যেমন চক্‌চকে ধপ্‌ধপে সাদা, ভিতরটা তেমন নয়, হিংসায় ভরা। বনের জন্তু জানোয়ারদের চেয়েও হিংসুটে।

রক্তাক্ষ। হিংসুটে ব'লে হিংসুটে। এক ভায়ের সুখ দেখে আর ভায়ের চোখে জল আসে। সব সময়েই ভাবে যে কেমন ক'রে ওর সুখের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো।

হর্য্যক্ষ। ওরে বাপ্‌রে বাপ্, কি কুচুটে জাত রে বাবা! ও সমাজে ভাগ্যিস্ আমরা জন্মাইনি, তাহ'লে ওদের ওই হিংসুটে গায়ের হাওয়া লেগে আমাদের মনটা অমনি ধারা কুচুটে হ'য়ে পড়্‌তো! কাজ নেই দাদা ওদের আশে পাশে গিয়ে। আমাদের রাজার বাবা আছে বাবাই থাক্। রাজাকে ওদের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তে দেওয়া হবে না। কিছুতেই না।

রক্তাক্ষ। তার মানে?

হর্য্যক্ষ। মানে—ওই বাপগুষ্টির সঙ্গে মেলামেশা করলে তার মনও ওদের মত হ'যে উঠবে। শেষটা আমাদের সঙ্গে খোলা প্রাণে এমনি ধারা নেচে গেয়ে হেসে খেলে বেড়াবে না।

রক্তাক্ষ। তা ঠিক।

হর্য্যক্ষ। তবে এখন থেকে খুব হুসিয়ার হ'যে চলবি। ভুলেও যেন কোন দিন ওই বাবাগুষ্টির কথা তার কানে তুলবি না। হস্তিনার কোন খবর পেলেও শোনাবি না। বাবা অন্ত প্রাণ ছেলে: বাপের সঙ্গে খুড়ো-জেঠাদের যুদ্ধ। বাপের বিপদে ছেলে যদি শেষটা বাপের দলে ভিড়ে গিয়ে আমাদের পর ক'রে দেয়?

রক্তাক্ষ। কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া চলে না। সেই সব চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে পোষাক—সুপক্ক রাজভোগ—অপ্সরার মত রং বিরংয়ের সুবেশা, সুকেশা, সুনয়না মেয়েমানুষের লোভ কি সাম্‌লাতে পারবে? তায় আবার অল্প বয়সের ছেলে আর আর্য্য জাতের মেয়ে-গুলোও হ'চ্ছে বেহায়া।

হর্য্যক্ষ। বেহায়া বলে বেহায়া! একটু সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা দেখলেই গায়ে প'ড়ে প্রেম ক'রে বসে।

রক্তাক্ষ। ঠিক কথা, পুরুষ চায় না ওরা কিন্তু জোর ক'রে প্রেম করতে চায়। আর ওদের পুরুষগুলোও এমন গাড়ল যে, মেয়েদের কথায় ওঠা-বসা করে। মেয়েরা যা বোঝাবে পুরুষ তাই বুঝ্‌বে।

হর্য্যক্ষ। দুত্তোর আর্য্যজাতের নিকুচি করেছে। ওদের ত্রিসীমায় যাওয়া তো দূরের কথা ওদের নাম আমাদের মুখে আনাও পাপ।

রক্তাক্ষ। কাজ নেই ওদের কথার আলোচনা ক'রে। তার চেয়ে চল একটু নেশা-টেশার জোগাড় করি।

হর্য্যক্ষ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই ভাল।

রক্তাক্ষ। তাইতো, আমাদের রাজাটা গেল কোথা বল্ তো? সেও আবার কারু সঙ্গে কোথাও গোপন বিহারে ভাস্‌লো নাকি?

হর্য্যক্ষ। ভাসে ভাসুক, তবে আর্য্য না হ'লেই হয়। উঃ, ওদের মেয়েগুলোর হাড়ে ভেল্কি খেলে।

রক্তাক্ষ। ওদের খুরে খুরে নমস্কার।

[প্রস্থান।

হর্য্যক্ষ। শুধু ওদের খুরে নমস্কার নয়—ওদের গুরু-গুষ্টির খুরে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বারকা-প্রাসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন; কৃষ্ণসঙ্গিনীগণ গাহিতেছিল।

কৃষ্ণ-সঙ্গিনীগণ।—

গীত।

ওহে, নিলাজ কালা।

ছল করা স্বভাব তোমার, ছলায় ভুলাও গোপবালা॥

না জানি কি খেলার ছলে

শুয়ে আছ ঘুমের কোলে,

বিশ্ব-ভুবন আলোয় ভরা তোমার রূপের প্রদীপ জ্বালা॥

শ্রীকৃষ্ণ ।　　লো সঙ্গিনীগণ ।
　　ক্ষণতরে রব আমি একাকী নির্জ্জনে
　　কর্ম্মব্যস্ত আমি,
　　সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন ।

কৃষ্ণসঙ্গিনীগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

উদাস করা বাঁশীর সুরে
নারীর সরম যায় যে দূরে
রইতে নারি আপন ঘরে প'রে তোমার প্রেমের মালা ॥

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ ।　　আগত সময়,
　　ভারত-সমরে করিতে বরণ মোরে,
　　এখনি আসিবে দোঁহে পার্থ দুর্য্যোধন ।
　　কপট নিদ্রারে আশ্রয় করিয়া
　　ভেবে দেখি কোন্ পন্থা করিব গ্রহণ ।

[কপট নিদ্রা]

দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের প্রবেশ ।

দুর্য্যোধন । বাঃ, চমৎকার রীতি কৃষ্ণের । আমাদের আসার কথা জানা সত্ত্বেও কি উচিত হয়েছে কৃষ্ণের এভাবে ঘুমিয়ে থাকা ?

অর্জ্জুন । কৃষ্ণের কাজে উচিত অনুচিত বিচার করার মত স্পর্দ্ধা আমার নাই ।

দুর্য্যোধন । হু ! তবে উপায় ?

অর্জ্জুন । উপায়—যতক্ষণ কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ না হয় ততক্ষণ আমাদের

অপেক্ষা করা। যেহেতু আমরা এসেছি তাঁর কাছে সাহায্য-প্রার্থীরূপে।

দুর্য্যোধন। তা বটে। কৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া আমাদের যখন কোন উপায়ই নাই, তখন তো আমাদের অপেক্ষা কর্‌তেই হবে।

[দুর্য্যোধন কৃষ্ণের মাথার দিকে ও অর্জ্জুন
পায়ের দিকে উপবেশন করিল।]

দুর্য্যোধন। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি অর্জ্জুন যে, তুমি এতখানি নীচে নেমে গেছ।

অর্জ্জুন। কেন, আর্য্য?

দুর্য্যোধন। নিজের বংশমর্য্যাদা ভুলে এক গোপশিশুর পায়ের তলায় বসেছ? ছিঃ-ছিঃ, তোমাকে আমার আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়।

অর্জ্জুন। যাঁর দুয়ারে সাহায্যপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি, তাঁকে নীচ ভাবাটাই কি উচ্চতার মাপকাঠি? তিনি নীচ হোন্, উচ্চ হোন্, সে সমালোচনা আমাদের শোভা পায় না, বরং সব সময়ের জন্য আমাদের মনে রাখা উচিত, তিনি আমাদের পূজ্য—বরেণ্য।

[সহসা শ্রীকৃষ্ণ জাগ্রত হইয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি! সখা? কখন এসেছ ভাই?
কেন না জাগালে মোরে?
ভারত-সমর তরে এসেছ বরিতে বুঝি?
অস্ত্রহীন কৃষ্ণে ল'য়ে
কোন্ কার্য্য সাধিবে এ রণে?
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব
করেছেন আদেশ আমায়,

কৌরব পাণ্ডব দোঁহে আত্মীয় মোদের—
আত্মঘাতী যুদ্ধে নহেক উচিত কভু
অস্ত্র ল'য়ে পক্ষ সমর্থন।
করেছি প্রতিজ্ঞা তাই,
কুরুক্ষেত্র মহারণে
অস্ত্র না ধরিব আমি কোন পক্ষ ল'য়ে।
তুমি এলে, কিন্তু কুরুরাজ দুর্য্যোধন
এখনো এলো না কেন?
বিলম্ব কিহেতু তার?

অর্জ্জুন। শিয়র-আসনে হের
বসিয়া রয়েছে রাজা দুর্য্যোধন।

শ্রীকৃষ্ণ। [ব্যস্তভাবে] উপস্থিত কুরুরাজ?
কে আছ প্রহরী?
কুরুরাজে আপ্যায়ন লাগি
ত্বরায় সংবাদ দাও পুরীর মাঝারে।

দুর্য্যোধন। আপ্যায়ন পেতে আসি নাই
সকাশে তোমার।
আসিয়াছি আসন্ন সমরে
বরণ করিতে তোমা।

শ্রীকৃষ্ণ। বলিয়াছি আগে, অগ্রজ আদেশে
অস্ত্র না ধরিব কৌরব-পাণ্ডব-রণে।
তবে রাজা,
নিরস্ত্র কেশবে ল'য়ে হবে কিবা ফল?

দুর্য্যোধন। কিন্তু, আসিয়াছি বড় আশা ল'য়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। আশায় বঞ্চিত দোঁহে করিব না কভু,
সাধ্যমত করিব পূরণ।
কর এবে দোঁহে নির্ব্বাচন
কেবা কারে করিবে গ্রহণ।
একদিকে অস্ত্রহীন আমি,
আর অন্যদিকে মোর
দশ কোটি নারায়ণী সেনা,
শৌর্য্য-বীর্য্যে প্রতিজনে
সমকক্ষ তারা বাসব সমান।
পূর্ব্বাপর বিদ্যমান আছে হেন রীতি,
দাতার প্রথম দৃষ্ট যে জন হইবে,
দাবীতে প্রথম
গণ্য হবে প্রার্থনা তাহার।
সেই হেতু করিয়াছি স্থির—
অগ্রেতে পূরণ করি অর্জ্জুনের দাবী
পরেতে পূরাব আমি তোমার কামনা।

দুর্য্যোধন। বুঝিয়াছি সব। বল তো অর্জ্জুন,
কিবা চাহ কৃষ্ণের সকাশে?
সজ্জিত সশস্ত্র নারায়ণী সেনা
কিম্বা কর্ম্মশক্তি-হীন নিরস্ত্র কেশবে?

অর্জ্জুন। আমি চাই নিরস্ত্র কেশবে।

শ্রীকৃষ্ণ। এখনো সময় আছে, বুঝে দেখ সখা!
একদিকে পঙ্গুতুল্য অস্ত্রহীন আমি,
আর অন্যদিকে

বীর্য্যবান্ মহা ধনুর্দ্ধর,
দশকোটি নারায়ণী সেনা।

অর্জ্জুন। কিন্তু সখা।
কৃষ্ণ বিনা পাণ্ডব জানে না কিছু ;
তাই মোর রথে সারথ্য করিতে তোমা
করি অনুরোধ।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই হোক্ তবে।

দুর্য্যোধন। দাও কৃষ্ণ, দাও মোরে
সশস্ত্র সজ্জিত
দশকোটি নারায়ণী সেনা।
পঙ্গু কৃষ্ণে নাহি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তম। ল'য়ে যাও, করিনু প্রদান।

দুর্য্যোধন। ইচ্ছা মোর সাথে করি
আজই লইয়া যাবো।

শ্রীকৃষ্ণ। ভয়—পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে
কলুষিত করে কৃষ্ণ সে সবার কান ?
যাও রাজা।
হৃষ্টমনে ল'য়ে যাও নারায়ণী সেনা।
তবে আরবার কহি তোমা প্রিয়,
বিচার করিয়া দেখ পুনর্ব্বার—
পাণ্ডবের প্রার্থনা পূরণ হেতু
দানিতে যদ্যপি পাঁচখানি গ্রাম—

দুর্য্যোধন। পাঁচখানি থাক্ দূরে,
সূচী-অগ্রে ধরে যতটুকু ভূমি

তত‌টুকু যুদ্ধ বিনা
নাহি দিবে কৌরব ভূপাল।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, পাণ্ডবের তুষ্টি হেতু
গ্রহণ করিনু আমি সারথ্য তোমার।
যতদিন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা না হয়,
ততদিন বিশ্ব মোরে বিস্ময়ে হেরিবে
পার্থের সারথি রূপে অর্জ্জুনের রথে।

অর্জ্জুন। পাণ্ডবের সখা তুমি সহায় সম্বল।
অভাবে তোমার
শ্বাসহীন কায়া সম পাণ্ডুপুত্রগণ
পড়ে রবে ধরণীর বুকে।
চালাও—চালাও রথ হে পার্থ-সারথি!
বাজায়ে কর্ম্মের প্রলয় বিষাণ
অরি-হৃদে তুলিয়া কম্পন,
রথী করি ল'য়ে চল মোরে
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাগি ভারত-সমরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অবণ্যমধ্যস্থ উদ্যান।

গীতকণ্ঠে মায়ানারীগণের প্রবেশ।

মাযানারীগণ।—

গীত।

মলয হাওযায খুঁজে খুঁজে ফিরি বসন্তেব ফুলবন।
খুঁজে ফিবি সদা কোন পথে চলে ফাগুনের আগুন ভরা যৌবন॥
ঠোঁটেব কোণে হাসব রেখা কি মধুব,
ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটী স্বপন বিধুব,
চমকি চমকি চলি বাতাসে অঙ্গ ঢালি
থমকি থমকি গতি লাজাতুর দমকি দমকি শ্বাস ঘন ঘন॥

[প্রস্থান।

হর্য্যক্ষের প্রবেশ।

হর্য্যক্ষ। ওরে বাবা, একি ভানুমতীর খেল্‌রে বাবা। এক নাগারে আকাশ থেকে মেযেমানুষ বৃষ্টি। এতো কস্মিন্‌ কালেও শুনিনি। কালে কালে হ'লো কি? ও বাবা, দল ছেড়ে আমার দিকেই একজন আস্‌ছে দেখছি। যা থাকে কুল-কপালে, দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়ি।

ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় ঘটোৎকচের প্রবেশ।

হর্য্যক্ষ। ওগো—ওগো, আকাশ-ঝরা মেযেমানুষ। একবার

ঘোমটা খোল, এই নিরিবিলি জায়গায় তোমার সঙ্গে দুটো আইবুড়ো প্রাণের কথা কই।

ঘটোৎকচ। [আপন মনে] পেরিয়ে এসেছি না আরও আছে ?

হর্য্যক্ষ। না—না, কেউ নেই, এখানে শুধু তুমি আর আমি—আমি আর তুমি। ভাল কথায় বল্‌ছি ঘোমটা খোল, নইলে কেলেঙ্কারী ক'রে ফেল্‌বো বল্‌ছি।

ঘটোৎকচ। উঃ-হু-হু ! বড় জ্বালা।

হর্য্যক্ষ। ওরে বাবা, বিয়ের আগেই জ্বালা ? ঘোমটা খোল সুন্দরী, এখুনি জ্বালা জল হ'য়ে যাবে। হুঁ, বুঝেছি, মেয়েমানুষের প্রথম মিলনটা একটু বাধ বাধ ঠেকে, হাজার হোক্ লজ্জাশীলা তো বটে, আমি না হয় লজ্জা ভাঙ্গানর ব্যবস্থা ক'রে ফেলি— [ঘটোৎকচের ঘোমটা খুলিয়া দিল।] এ্যা—তুমি !

ঘটোৎকচ। [ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া] উ-হু-হু-হু-হু—

হর্য্যক্ষ। উ-হু-হু ক'রে ঠোঁট চেপে ধ'রে আছ কেন ? কি হয়েছে ?

ঘটোৎকচ। উ-হু-হু-হু—

হর্য্যক্ষ। আর বল্‌তে হবে না, তুমি দেখ্‌ছি দেঁতো-মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছিলে।

ঘটোৎকচ। মেয়েমানুষ ! আহাম্মুক ! ভীমরুলের চাক।

হর্য্যক্ষ। কি রকম ?

ঘটোৎকচ। বলি শোন্, সোজা পথ দিয়ে চ'লে আস্‌ছিলুম—হঠাৎ দেখ্‌লুম, একটি মেয়েমানুষ নির্জ্জন পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।

হর্য্যক্ষ। বটে—বটে ?

ঘটোৎকচ। হাজার হোক্ আইবুড়ো ছেলে—তায় জোয়ান। মনের লাগামটা ঠিক্ টেনে রাখ্‌তে পার্‌লুম না।

হর্য্যক্ষ। আরে তুমি তো তুমি। স্বয়ং বিশ্বামিত্র মুনি ঠাকুরও যদি ঐ অবস্থায় পড়তো, তা হ'লে কি যে হ'তো—যাক্, তারপর?

ঘটোৎকচ। ছুট্‌লুম সেই মেয়েমানুষের দিকে প্রাণেশ্বরি, প্রেম দাও ব'লে।

হর্য্যক্ষ। ব'লে যাও—ব'লে যাও, তারপর?

ঘটোৎকচ। কাছে না গিয়ে চোখ না বুজে যেই জড়িয়ে ধরা, অমনি দি'ল ঠোঁটে কামড়,—উ-হু-হু। বড় জ্বালা—

হর্য্যক্ষ। এ্যা—কামড়ালে মেয়েমানুষে।

ঘটোৎকচ। মেয়েমানুষ নয়, মেয়েমানুষ নয়, ভীমরুল।

হর্য্যক্ষ। ভীমরুল।—

ঘটোৎকচ। চাঁদের আলোয় পথের ধারে ছোটখাটো কুলগাছটাকে দূর হ'তে ঠিক মেয়েমানুষের মতই মনে দেখাচ্ছি'ল; একে কাঁটা, তায় ভীমরুল—

হর্য্যক্ষ। দেখে শুনে জড়িয়ে ধরলে তো আর এমনি ধারা ভীমরুলের কামড়ে ঠোঁট ফোলাতে হ'তো না। তা ঘোমটা দিয়েছিলে কেন?

ঘটোৎকচ। ঝাকে ঝাকে আমার পিছু নিয়েছে দেখে ঘোমটা দিয়ে সরে পড়ার ব্যবস্থা।

হর্য্যক্ষ। থাক্—থাক্, আর বলতে হবে না সব বুঝে নিয়েছি।

ঘটোৎকচ। কি বুঝেছিস্?

হর্য্যক্ষ। ওই আকাশ থেকে তারাগুলো টপ্ টপ্ ক'রে খসে মাটীতে প'ড়েই হ'চ্ছে মেয়েমানুষ, তারপর কামড়াচ্ছে ভীমরুল হ'য়ে। ওরে বাবা, মেয়েমানুষ তো বড় সহজ জাত নয়—[দূরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া] ও রাজা। ওই দেখ—

ঘটোৎকচ। কি ?

হর্য্যক্ষ । সেই ঝাঁক—তোমার পিছু নেওয়া সেই ভীমরুলের ঝাঁক, মেয়েমানুষ হ'য়ে এইদিকে আস্‌ছে।

ঘটোৎকচ। তাইতো রে বাবা, মেয়েমানুষই তো বটে!

হর্য্যক্ষ। মেয়েমানুষ নয়—মেয়েমানুষ নয়—ভীমরুল। দিলে বুঝি কামড়ে! পালিয়ে এস—পালিয়ে এস—

[ঘটোৎকচের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রস্থান।

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। এক দুই করি কেটে যায় কত দিন,
তবু হায়, এলো নাকো মিলনের ক্ষণ।
কতদিনে শাপমুক্ত হবে
প্রাণেশ আমার,
কতদিনে ফিরে পাবো তাঁরে
ব্যথার দেউলে মোর ?
পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি ভুলে উত্তরার সহ
আসে কানন বিহারে।
কই, কোথা লো সঙ্গিনীগণ!

ফুলসাজে সজ্জিতা মায়ানারীগণের প্রবেশ।

রোহিণী। মায়ায় কানন রচি মায়াফুল হ'য়ে
মায়াগান গাহি, ল'য়ে গিয়ে দূরে
মুগ্ধ করি রাখ উত্তরায়।
সেই অবসরে একাকী ভেটিব আমি

প্রাণেশের সাথে

পূর্ব্বজন্ম কথা তার করাতে স্মরণ।

[প্রস্থান।

মাযানারীগণ।—

গীত।

ফুট্‌লো ফুল ফুট্‌লো মিলনের শুভ লগনে।
মলয় হাওয়ায লাগ্‌লো দোলা নিথর মনের বনে ॥
দেখে ফুলের উজল রূপ
আপনহারা লুব্ধ মধুপ
আকুল হ'লো কোকিল বঁধু প্রিযার শুভ আবাহনে ॥

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কে তোমরা বনবালাগণ?
এমন সুন্দর ফুল পেলে কোথা হতে?

১মা নারী। কেন, ওই কানন ভিতরে।

উত্তরা। বড সাধ, এই ফুলে গাঁথি মালা
প্রিযজনে দিই উপহার।
দেখাইযা দিবে মোরে
কোথা ফুটে আছে এহেন সুন্দর ফুল?

১মা নারী। এস তবে সঙ্গেতে মোদের।

[মাযানারীগণসহ উত্তরার প্রস্থান।

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। [ব্যস্তভাবে) উত্তরা—উত্তরা।

কোথা গেল উত্তরা আমার ?
বসাইয়া রাখি বৃক্ষতলে মোরে
পুষ্প চয়নের তরে এলো এই পথে।
কিন্তু কই ? নাহি তো হেথায়।
যাই, খুঁজে দেখি, কোন বনের আড়ালে
বুঝি আছে লুকাইয়া। [গমনোদ্যত]

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। [পথরোধ করিয়া] দাঁড়াও পথিক !
অভিমন্যু। একি ! কেবা তুমি বালা ?
কিবা লাগি গতিপথ রুদ্ধ কৈলে মোর ?
রোহিণী। আছে কথা—
অভিমন্যু। মোর সনে, কিবা কথা ? বল ত্বরা।
রোহিণী। কতদিন হ'তে পথ চেয়ে চেয়ে
কেটে যায় দিন।
অনন্ত সুখের সম্ভার সঞ্চিত করি
ব'সে আছি দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তব।
এস প্রিয়, চল মোর সাথে
অনাবিল প্রেমের রাজত্বে।
অভিমন্যু। ক্ষম মোরে বালা,
সুখ-সম্ভোগের নহিক প্রত্যাশী আমি।
উত্তরার সেবা-যত্নে পাই যেই সুখ,
মনে হয় স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ—
অতি তুচ্ছ তার কাছে।

নিয়ত কামনা মোর—
কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া
মনোসাধে সাজাইয়া তারে
তৃপ্তির আস্বাদে
ভ'রে নিই অন্তর আমার।

রোহিণী। হাসি পায় শুনি তব দম্ভপূর্ণ বাণী।
হেন শক্তি যদ্যপি ধরিতে হৃদে—
তবে সে বীরত্ব
অবশ্যই করিতে প্রকাশ ভারত-সমরে।
ত্যজি অস্ত্র, ত্যজি ধনুর্ব্বাণ
আসিতে না কভু কানন বিহারে
রমণীর অঞ্চল ধরিয়া।
জানি বীর, রমণী-প্রণয়-রণে
হ'তে পার জয়ী;
শেখ নাই ক্ষত্রিয়-আচার।

অভিমন্যু। সাবধান বালা!
নাহি জান, কার সাথে কর বাক্যালাপ,
কারে কর কিবা সম্ভাষণ।
খাণ্ডববিজয়ী বীর
অর্জ্জুন-নন্দন আমি
ক্ষাত্র-নীতি বীর-ধর্ম্ম শিখাও আমারে?
হ'লে প্রয়োজন,
ফুল্ল শরাসন মম টঙ্কারে গর্জ্জিয়া
সপ্তলোকে জাগাবে বিস্ময়।

রোহিণী। বল বীর, বল তো সুধীর,
কবে কতদিন পরে
ফুল-ধনু তব জাগাবে বিস্ময় ?

অভিমন্যু। নহে বেশীদিন,
হয়তো বা এই আসন্ন সমরে
বিশ্বজন হেরিবে বীরত্ব মোর।

উত্তরা। [নেপথ্যে] অভি—অভি !
কোথা তুমি ? ঘোর বন, পথ নাহি পাই—

রোহিণী। ওই—ওই ডাকে পথহারা,
ছুটে যাই, ল'য়ে আসি পথ চিনাইয়ে।

[প্রস্থান।

উত্তরা। [নেপথ্যে] পাইয়াছি ভয়,
শ্বাপদসঙ্কুল বন,
এস ত্বরা, রক্ষা কর মোরে।

অভিমন্যু। ভয় নাই—ভয় নাই রাজার দুলালী—

[গমনোদ্যত]

রোহিণীসহ উত্তরার প্রবেশ।

রোহিণী। এই লও, প্রিয়ারে তোমার।

[প্রস্থান।

উত্তরা। অভি—অভি—

অভিমন্যু। ভয় কি উত্তরা ? আমি তো রয়েছি কাছে।
বল তো কল্যাণি,
কেন গিয়েছিলে অরণ্য-মাঝারে ?

উত্তরা। মায়ানারীগণ সাথে গিয়েছিনু
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে পুষ্প চয়নের লাগি।
থরে থরে ফুটে আছে ফুল,
তোলা ফুলে মালা গেঁথে
তোমারে পরাতে হ'লো মোর সাধ।
তারপর—

অভিমন্যু। তারপর?

উত্তরা। পুষ্প চয়নের লাগি বাড়াইনু হাত,
অমনি দেখিনু—নাহি ফুল,
নাহি সে উদ্যান,
সাথে ল'য়ে গেল যারা—
পলকে তাহারা কোথা হ'লো অন্তর্দ্ধান।
গভীর অরণ্য,
পথহারা একাকিনী আমি—
হ'লো ভয়, তাই নাম ধরি তব
আর্ত্তকণ্ঠে বারবার করিনু চীৎকার।

অভিমন্যু। দেহ-দুর্গ রক্ষা লাগি
সজাগ প্রহরী যার অর্জ্জুন-নন্দন,
ভয় তার সাজে নাকো বালা!

উত্তরা। চল যাই রাজধানী মাঝে,
বিলম্বে মোদের
কত চিন্তা করিছেন পিতা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্রের অপরাংশ।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। [পাঞ্চজন্য ধ্বনি] একি সখা!
কেন আজি হেন অবসাদ তব?

অর্জ্জুন। অন্তর্য্যামী তুমি, অন্তর বারতা মম
অজ্ঞাত নাহিক তব,
শক্তি নাই মোর গাণ্ডীব ধারণে।
হে কেশব! ছার ঐশ্বর্য্যের লাগি
ভ্রাতৃরক্ত কেমনে দেখিব?
গুরু দ্রোণাচার্য্য, বৃদ্ধ পিতামহ-
আদি স্বজন-বান্ধব রক্তে
কেমনে করিব মোর হস্ত কলঙ্কিত?
ঐহিক সুখের তরে
স্বেচ্ছায় লব না তুলে আপনার শিরে
জ্ঞাতিবধ মহাপাতকের ভার।

শ্রীকৃষ্ণ। মায়ামোহে ঘটিয়াছে চিত্তের বিকার।
কেবা কার পিতামাতা, স্বজন-বান্ধব?
কার তরে চিন্তাকুল অন্তর তোমার?
ক্লীবত্ব করিয়া দূর,
অস্ত্র ধরি দৃঢ় করে
পাণ্ডবের জয়-বার্ত্তা করহ ঘোষণা।

অৰ্জ্জুন। জয়? না না, হে কেশব।
নহে জয়, পাণ্ডবের ঘোর পরাজয়।
জ্ঞাতিরক্তে গড়ি রাজ্যপাট,
কঙ্কাল-উপরে পাতিব আসন?
চাহি না, চাহি না সখা,
এ হেন রাজত্ব সুখ,
এর চেয়ে পুনঃ যাব বনে,
ভিক্ষান্নে কাটাবো কাল।

শ্রীকৃষ্ণ। একি বিকার তোমার? একি অজ্ঞানতা?
মোহগ্রস্ত জীব ক'বে মবে আমার আমার।
কে মৃত, কে জীবিত এ বিশ্বের মাঝারে?
জন্ম মৃত্যু স্বপনের খেলা।
কেবা করে কার বিনাশসাধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ—
আর আর রথিগণ আসেনি নূতন।
নব জন্ম নহে সখা তোমার আমার।
করিয়াছি কতবার
যাওয়া আসা এ ভব সংসারে।
যুগে যুগে এইভাবে হ'য়ে গেছে
জন্ম-মৃত্যু জীবাত্মার নিত্য পরকাশ।

অৰ্জ্জুন। হেন যুক্তি দিও না কেশব,
বুঝায়ো না আর—
দীর্ণ চূর্ণ হ'য়ে যায় বুকের পাঁজর;
স্মৃতির দাহন আর ভুজঙ্গের বিষ

রক্তে রক্তে উঠিবে জ্বলিয়া!
অশ্রুধারে ভেসে যাবে যুক্তি-তর্ক সব।

শ্রীকৃষ্ণ। চঞ্চলতা ত্যজি ভেবে দেখ সখা!
ধর্ম্মযুদ্ধে আজি হও যদি উদাসীন,
ধরণীর ধূলা'পরে
কীর্ত্তি তব লুটায়ে পড়িবে।
ভারতের ঘরে ঘরে ধ্বনিয়া উঠিবে
অপদার্থ—অসমর্থ
ভীরু কাপুরুষ তৃতীয় পাণ্ডব।

অর্জ্জুন। বাসুদেব! বাসুদেব! ভেঙে যায় বুক,
মায়াসনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত আমি।
বল—বল সখা, কিবা কর্ত্তব্য আমার।

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মযুদ্ধ এবে কর্ত্তব্য তোমার।
ক্ষত্রিয়-নন্দন, ক্ষাত্রধর্ম্ম করহ পালন।
জয়-পরাজয় করি সম জ্ঞান,
ফলাফল অর্পিয়া আমায়
নীরবে করিয়া যাও কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান।
কর্ম্মী হও—যোগী হও!
ধৈর্য্য-বর্ম্মে বাঁধি বুক—
ভারত-সমরে হও আগুয়ান।

অর্জ্জুন। কহ কর্ম্মবীর! কর্ম্মের মহিমা কিবা?
কোন্ কর্ম্ম সাধিয়াছ তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্ম লাগি বহু জন্ম করেছি গ্রহণ,
বহু জন্ম অতীত আমার;

স্বষ্টির বিকাশে আমি ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর
প্রকৃতি আশ্রয় করি
যুগে যুগে মায়া-জন্ম করি যে গ্রহণ।
হয় যবে ধর্ম্মের বিপ্লব,
অধর্ম্মেব অত্যাচারে
নিপীড়িতা হ'য়ে কাঁদে বসুন্ধরা ;
বাজায়ে ধর্ম্মেব ভেরী জাগাতে চেতনা
আমিই করিয়া থাকি আত্মার স্বজন।
সাধুজনে পবিত্রাণ তরে
অসাধুর করিয়া বিনাশ
অধর্ম্মে দলিয়া
প্রতিষ্ঠিত করি পুনঃ ধর্ম্মের রাজত্ব।

[বিশ্বরূপ প্রকাশ]

অর্জ্জুন। কে তুমি? কে তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি ব্রহ্ম, এ ব্রহ্মাণ্ড আমার বিকাশ।
মায়ারূপ মোর প্রকৃতি সুন্দরী ;
জন্ম সাথে তেজোরূপে
জ্ব'লে উঠি ধীরে ধীরে।
জন্ম-মৃত্যু গড়ি বাতাসেব মত।
বিশ্বে আমি পরম কাবণ,
সলিল রূপেতে আমি জীবের জীবন,
মাতৃ-স্তনে দুগ্ধধারা আমি ;
দৃঢ় ক'রে রাখি বিশ্বে শক্তিরূপ ধ'রে।
ভক্তিরূপে গর্ব্বমান নত ক'রে দিই,

মুক্তিরূপে তীর্থ আমি সাধনার ক্ষেত্রে;
আমি বিশ্বে দুর্ব্বার সংহার।
আমি উল্কা, আমি বজ্র, আমি হাহাকার,
আমি সৃষ্টি, আমি স্থিতি, আমিই প্রলয়।
আমি সূত্রে গাঁথা সারা বিশ্বখানি।
আমি বেদ বেদান্ত ধরায়
ওঙ্কার ঝঙ্কার;
যন্ত্র তুমি, যন্ত্রী আমি,
দেহ তুমি, আমি প্রাণ।
দিব্য চক্ষু তোমারে করিনু দান,—
বল পার্থ, কি দেখিছ এবে।

অর্জ্জুন। করাল কৃতান্তরূপে
সংহার করিছ বিশ্বে,
রুদ্রতালে ধ্বংসের মূরতি ধরি
ডম্বুরু বাজায়ে নাচ তুমি মনের হরষে।
প্রলয়—প্রলয়—
পদতলে তব প্রলয়ের সূচনা নেহারি।

শ্রীকৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! বুঝ এবে—
কোন শক্তি নাহিক তোমার;
করিবার যাহা কিছু সকলি করাই আমি—
তুমি মাত্র নিমিত্তের ভাগী।

অর্জ্জুন। সম্বর—সম্বর সখা তব বিশ্বরূপ:
ভীত আমি, ত্রস্ত আমি
হেরি তব ধ্বংসের মূরতি।

অনুনয় মোর—
বিভীষিকাভরা ছবি দেখায়ো না আর ;
পরিবর্ত্তে তার
দেখাও তোমার মোহন মূরতি—
যেই মূর্ত্তি হ'তে ঝ'রে পড়ে
শারদীয়া চন্দ্রমার হাসির ঝলক,
যে মূর্ত্তিতে নির্ঝরের মত
করুণায় গ'লে পড় তুমি,
যে মূর্ত্তিতে শান্ত দাস্য সখ্য আদি
পঞ্চভাবের মহা সমাবেশ
দেখাও—দেখাও সখা সেই মূর্ত্তি মোরে।

[পদতলে পতন]

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, শান্ত কর চিত।
খোল আঁখি, চেয়ে দেখ প্রকৃতির পানে,
থেমে গেছে রুদ্রের নাচন।
সুনীল আকাশ হ'তে—
তরুণ অরুণ জানায় সকলে কর্ম্মের ইঙ্গিত।
আগত সময়, চল যাই কর্ম্মক্ষেত্রে ;
কর্ম্মবীজ করিয়া রোপণ
কীর্ত্তির অক্ষয় বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে।

অর্জ্জুন। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের একাংশ।

দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও শকুনি।

দুর্য্যোধন। ওই দেখুন পিতামহ! সশস্ত্র বিরাট পাঞ্চাল সেনার একত্র সমাবেশ। ওদেরই দক্ষিণ পার্শ্বে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান পাণ্ডব-সেনাপতি পাঞ্চালের জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। আর তার চতুর্দ্দিকে শত শত রাজন্যবর্গ দাঁড়িয়ে আছে আদেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে, সবার উপর প্রধান সেনাপতিরূপে নির্দ্দেশ দিচ্ছে বীর ধনঞ্জয়।

শকুনি। যেমন কৌরবপক্ষে রাম-জয়ী ইচ্ছা-মৃত্যু ভীষ্মদেব নিযুক্ত কুরুর মঙ্গলকামনায়।

ভীষ্ম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ধনঞ্জয়কে দেখে আজ যে আমি কতখানি আনন্দিত, তা ভাষায় তোমাকে বোঝাতে পার্‌বো না সুযোধন! আজ সম্মুখসমরে পার্থকে পরাজিত ক'রে যতখানি আনন্দ পাবো—তার অপেক্ষা শতগুণ বেশী আনন্দ পাবো যদি পার্থের কাছে আমি পরাজিত হই।

[প্রস্থান।

শকুনি। একি বাবাজি! হঠাৎ তোমার মুখখানা এমন বিষণ্ণ হ'য়ে পড়্‌লো কেন? কি ভাব্‌ছো বাবা?

দুর্য্যোধন। [অভিমানপূর্ণস্বরে] সত্যই মাতুল, অর্জ্জুন আমাপেক্ষা ভাগ্যবান্।

শকুনি। সত্যিই বাবা। তোমার দুঃখে আমার প্রাণটা কেঁদে ওঠে। কিন্তু কি করবে বল, উপায় তো নেই; আগেই বলেছিলাম ভীষ্ম দ্রোণ সকলেই পাণ্ডবকে স্নেহ করে, তাদের পক্ষ টেনে কথা কয়। তখন তো বাবা। মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন ভেবে ওঁদের প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে আমায় অপদস্থ করতেও কসুর করনি। অবশ্য এমন দিন ছিল, যখন মহত্বের ক্রিয়া কর্ম্ম দেখে এ সুপ্ত বুকের ভিতর হিল্লোল জেগে উঠতো, আজও জাগে, কিন্তু ভয়ে দুঃখে তাকে চেপে রেখে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে চলছি। নাই—নাই, কোন পন্থা নেই, তবে আমার জীবনের সবটুকু সাধনাই তোমার কাজে নিয়োজিত করেছি।

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবের সৈন্যসমাবেশ দেখে যখন পিতামহ পর্য্যন্ত ভয়েই বল—আর স্নেহেই বল, পাণ্ডবের পক্ষ টেনে কথা কইচে, তখন আমাদের উপায় কি?

শকুনি। কৃতস্য করণং নাস্তি মরণং যথা।

দুর্য্যোধন। তবে কি ভুল ক'রেই পরাজয় বেছে নেবো?

শকুনি। ভীষ্মদেবকে ভুল ক'রে যখন সেনাপতিত্বে বরণ করেছ, তখন ভু'ল করেই পরাজয়কে বরণ ক'রে নিতেই হবে।

দুর্য্যোধন। চেষ্টা করলে এখনো ভুলের সংশোধন করা যায়।

শকুনি। যায় তো ক'রে ফেল।

দুর্য্যোধন। আমি মনে করছি, পিতামহ ভীষ্ম আর অস্ত্রগুরু দ্রোণাচায্যকে রণস্থল হ'তে সরিয়ে দিয়ে কর্ণকে সেনাপতি নির্ব্বাচন করে যুদ্ধের সকল দায়িত্ব অর্পণ করি।

শকুনি। তাতে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশী।

দুর্য্যোধন। তবে কি পাণ্ডবের প্রার্থনানুযায়ী পাঁচখানি গ্রাম

ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি স্থাপন ক'রে কুরুক্ষেত্র মহা-সমর হ'তে বিরত হবো ?

শকুনি। দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটু ভাব্‌বার সময় দাও, মন স্থির করতে দাও : যুদ্ধ চল্‌ছে—তুমুল যুদ্ধ চল্‌ছে আমার এই বুকের ভিতর।

দুর্য্যোধন। বল মাতুল ! আমি কি পাণ্ডবের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করবো ?

শকুনি। তা অবশ্য করতে পার ! যদি তোমার সম্মান হানি না হয়, শত্রুদের হাসি সহ্য করতে পার, এখুনি গিয়ে শ্বেত পতাকা প্রদর্শন করিয়ে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দাও। তাদের সঙ্গে সন্ধি কর।

দুর্য্যোধন। মহাবীর কর্ণ যদি এ কথা শোনে—

শকুনি। তোমার কাজের বাহাদুরি দেবে, তোমার ক্লীবত্বের পরিচয় পেয়ে ঘৃণায় তোমার সংস্রব ত্যাগ করবে।

দুর্য্যোধন। শুধু কর্ণ নয়, সারা বিশ্ব ভীরু কাপুরুষ ভেবে আমায় টিট্‌কারি দেবে। আমি তা সহ্য করতে পার্‌বো না মাতুল ! ভীরুতার গ্লানি মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে—মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়ঃ।

শকুনি। এই যদি সার ভেবে থাক, যুদ্ধই যদি তোমার কামনা, তবে এটাও জেনে রেখো, ধর্ম্মভীরু ভীষ্ম কুরুরাজের বিজয় কামনায় তার সারা জীবনের সাধনা নিয়োজিত করবে। শত্রুসৈন্যদল ভীষ্ম দ্রোণের হাতে নির্ম্মূল হবেই, শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বে পাঁচ ভাই। আমাদেরও তেমনি মহাবীর কর্ণ আছে--তার একঘাতী বাণ আছে—অর্জ্জুন হবে কুপোকাৎ। বাকী চারজন অনশনে ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান হ'য়ে মৃত্যু বরণ করবে—ব্যস্।

দুর্য্যোধন। একি মাতুল, অকস্মাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যদেব অন্তর্দ্ধান হ'লো কেন ? উঃ, কি জমাট আঁধার !

শকুনি। আঁধার—আঁধার—জমাট আঁধার। ভীষ্মের শরজালে সূর্য্যের তেজ নিষ্প্রভ হয়েছে। শরজাল—শরজাল—ভীষ্মের শরজাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [পৈশাচিক হাসি]

দুর্য্যোধন। একি মাতুল, সহসা তোমার একি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—একি পৈশাচিক হাসি। বল—বল মাতুল, তোমার এ হাসির অর্থ কি?

শকুনি। [আপন মনে] শরজাল—শরজাল, ভীষ্মের শরজাল। ও-হো-হো, কি আনন্দ, আমার প্রতিটী শিরা উপশিরা আনন্দে স্ফীত হ'য়ে উঠ্ছে। এতদিন পর আমার আশা-তরুতে ফুল ধরেছে—ফল ফল্‌তে আর বেশী দেরী নেই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। মাতুল—মাতুল। ফিরিল না।
জয়ের আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে
ছুটে গেল সমর-প্রাঙ্গণে।
রণ—রণ, ভীষ্মার্জ্জুনে মহারণ,
সমর-প্রগতি হেরি
উল্লাসে অধীর হিয়া।
জয়—জয়—অনিবার্য্য জয়।
কৌরবের হবে জয় এ মহাসমরে।

কালপুরুষ। [নেপথ্যে] হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

দুর্য্যোধন। কে—কে তুমি
ছায়াপথে বসি অম্বর কাঁপায়ে
ঘন ঘন হাস বিদ্রূপের হাসি
ব্যর্থতার তুলিয়া ঝঙ্কার?

বল—বল কেবা তুমি?
কি—কি কহিলে জলদ-গম্ভীর-স্বরে?
আশা মোর হবে না পূরণ?
জয়ের তিলক
জয়লক্ষ্মী দিবে না ললাটে মোর?
শোন—শোন অশরীরি!
ধন জন সহায় যাহার
সেই যোগ্য ভারত-আসনে।
ভিখারী পাণ্ডব, কি সাধ্য তাদের
কৌরবেরে পরাজিত করি
গ্রহণ করিতে পারে হস্তিনা-আসন!

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ।—

গীত।

বাজ্‌রে ভেরী উচ্চ নিনাদে উড়ায়ে পতাকা মরণ আঁকা।
বাজে ভেরী ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ নারীর রোদনে ঢাকা॥
আকাশের তারা খসিয়া পড়িবে,
ধরণীর ধূলি শূন্যে উড়িবে,
বাজিছে ভেরী ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ঘুরিছে আমার চাকা॥

দুর্যোধন। কাহার আদেশে ফের তুমি
জানাইয়া মৃত্যুর ইঙ্গিত?
দেহ পরিচয়, বল কেবা তুমি?

কালপুরুষ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি—আমি—আমি।
আমার নিয়মে চলিছে বিশ্ব আমি বিধাতার বাণী॥
সমর-উৎসবে নাচিযা বেড়াই,
শোণিত-খেলা খেলিয়া খেলাই,
মিলন-বাসরে আমি ফুলমালা, বিজয়-তিলক আমি॥

দুর্যোধন। ও—চিনেছি তোমায়!
কালচক্র তুমি, ঘোরাও নিয়ত জীবে।
বল—বল কাল,
কুরুক্ষেত্র সমরাবসানে,
কৌরবের বিজয়-পতাকা
উড়িবে কি ভারতের বুকে?

কালপুরুষ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

উড়িছে পতাকা মরণ আঁকা তোমার জযের আকাশে।
সতীর রোদনে বোধন বাজে মত্ত অনল পাগল বাতাসে॥
হাসে খল্ খল্ খল
ডাকিনী যোগিনী দল,
নাচে চামুণ্ডা থিয়া থিয়া—অত্যাচারী রক্ত পিয়াসে॥

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। মায়া—মায়া!
মায়াবী কেশব, ভেবেছ কি মনে
পাণ্ডবের মত

কুরুরাজে সাজাইতে আজ্ঞাবাহী-দাস ?
স্বার্থপর, ছলি !
ছলচক্রে মুগ্ধ করি মোরে
পাণ্ডবের সনে মৈত্রতা স্থাপনে
বাসনা তোমার ?
হস্তিনার সিংহাসন পাণ্ডবে প্রদানি
অন্ধ পিতামাতাসহ
শত ভ্রাতা মিলি
ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া সম্বল,
বৃক্ষতলে রচিয়া কুটীর
কাটাইব জীবনের অবশিষ্ট কাল ?
সে আশা সফল তব
হবে নাকো কোন দিন :
মহামানী দুর্য্যোধন,
অটল প্রতিজ্ঞা তার।
সম্ভব যদ্যপি হয়
পূরবের সূর্য্য পশ্চিমে উদয়,
তবু না সম্ভব হবে
আমা হ'তে পাণ্ডবের প্রার্থনা পূরণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

শকুনি।

শকুনি। সেই অতীত দিন—যেদিন দুর্য্যোধন অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে, অনাহারে অসহায় অবস্থায় মেরেছে আমার নিরেনব্বইটী ভাইকে—সেই অতীত দিনের ছবি আজও আমার বুকের ভিতর জ্বল্ জ্বল্ করছে। তাদের জীর্ণ কঙ্কালগুলো আমার দিকে কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে আছে, তাদের অন্তিম আদেশ আমার মনের ঘরে বার বার ঘা দিয়ে বল্‌ছে—প্রতিশোধ নিস্ ভাই—প্রতিশোধ নিস্। কুরুরক্তে জীর্ণ কঙ্কালগুলোকে সজীব ক'রে তুল্‌তে হবে। কাঁদিস্‌নি ভাই, কাঁদিস্‌নি, আমি তোদের অন্তিম আদেশ পালন করবো—তোদের জীর্ণ কঙ্কালগুলো কুরুরক্তে স্নান করিয়ে সজীব ক'রে তুল্‌বো।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। মামা! ও মামা!

শকুনি। কেন বাবা? এত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কেন?

দুঃশাসন। এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো?

শকুনি। ভাবিনি বাবা, ভাবিনি। দেখ্‌ছি তোমার বুড়ো দাদুটীর কাণ্ডকারখানা! বুড়ো বয়সে কি করছে বল দেখি?

দুঃশাসন। লোপাট—লোপাট ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। এক এক বাণে শত্রুপক্ষের সৈন্যগুলোকে একেবারে কলাগাছের মতন শুইয়ে

দিচ্ছে ; যাই বল মামা, বুড়ো দাদুর যেন নব যৌবন ফিরে এসেছে।

শকুনি। এ-হে-হে, এইবার দিলে বুঝি সব ভেস্তে।

দুঃশাসন। ভেস্তাভেস্তির কিছু নেই মামা। এ যুদ্ধে আমাদেরই জয় নিশ্চয়।

শকুনি। এই সেরেছে রে বাবা—

দুঃশাসন। ওকি, অমন কাত্‌রে পড়্‌ছো কেন ?

শকুনি। ওই এলো রে বাবা ! সেই কাঠগোঁয়ারটা শালগাছ ঘাড়ে ক'রে এইদিকেই আস্‌ছে, দিলে বুঝি কোঁৎকানি। [কাঁপিতে লাগিল]

দুঃশাসন। কোন ভয় নেই মাতুল। গদার চোটে আমি এখুনি ওকে ত্রিভুবন দেখিয়ে ছাড়্‌ছি।

[প্রস্থান।

শকুনি। [আপন মনে] পাবে না—পারে না, যা কেউ কোন দিন পারেনি, পার্‌বেও না, আমি তাই পেরেছি। বাপের হাড়ে পাশা তৈরী ক'রে খেলেছি—কেন জান ? আমাব ভায়েদের অন্তিম আদেশে কুরুবংশটা ধ্বংস ক'রে প্রতিশোধ নেবো ব'লে। আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠ্‌ছে—এইবার দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠে কুরুবংশটাকে ছারখার ক'রে দেবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! কি আনন্দ—কি আনন্দ ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। রক্ত-নদী সৃজি কুরুক্ষেত্র 'পরে,
প্রাণভরে দিতেছি সাঁতার।

ছিন্নমুণ্ডে রচিয়া পাহাড়
কীর্ত্তিস্তম্ভ করেছি নির্ম্মাণ।
তবু হায়—
দেখা নাহি পেনু নর-নারায়ণে।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষোভ ত্যজি দেখ চাহি পিতামহ!
সম্মুখে তোমার নর-নারায়ণ।

ভীষ্ম। বহু ভাগ্যে হেরিলাম
সৃষ্টি আর সৃষ্টির সহায়,
ভক্ত সাথে ভগবান্, সিদ্ধি ও সাধনা।
হে কৃষ্ণ জনার্দ্দন।
লহ মোর ভক্তি-উপহার—

[কৃষ্ণের চরণে বাণ নিক্ষেপ ; বাণ পুষ্পমাল্যে পরিণত হইল।]

অর্জ্জুন। পিতামহ! স্নেহের অর্জ্জুনে তব
করহ আশিস।

[ভীষ্মের পদপ্রান্তে বাণ নিক্ষেপ]

ভীষ্ম। আশীর্ব্বাদ করি প্রিয়,
তোমার বিজয়-গাথা অগ্নির অক্ষরে
লেখা থাক্ ভারতের বুকে।

[বাণ অর্জ্জুনের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে
তাহা ফুলহারে পরিণত হইল।]

বৃথা কালব্যাজে নাহি প্রয়োজন।
ধনঞ্জয়! এবে সাবধানে করহ সমর।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!
পিতামহে হেরি মনে হয় মোর
আজি রণে মহামারি করিবে সৃজন।
সাবধানে কর সখা গাণ্ডীব ধারণ।

ভীষ্ম। তুমিও কেশব, সাবধানে বল্গা ধরি
রথ-অশ্ব করিয়া চালনা
রক্ষা কর সখারে তোমার।

[যুদ্ধমান সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণের শিবির।

রোহিণী ও কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। যেদিন প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো গঙ্গাতীরে, সেদিন ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই শত্রুর গুপ্তচর

রোহিণী। আর আজ কি বুঝলেন?

কর্ণ। তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ভগবান্ যদি তোমায় মিলিয়ে না দিতেন, তাহ'লে শত্রুপক্ষের অনেক গোপন তথ্য কর্ণগোচর হ'তো না। যাক্ ও কথা—এখন যুদ্ধের সংবাদ কি?

রোহিণী। খুবই শুভ, কুরুপক্ষেই এখন অনুকূল বাতাস বইচে।

কর্ণ। কি রকম?

রোহিণী। দেব-দানবে বোধ হয় কখনো এমন যুদ্ধ হয়নি। প্রাণপণ চেষ্টাতেও অর্জ্জুন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বিফল কর্‌তে পার্‌ছে না। বৃদ্ধ ভীষ্মদেবের কর্ম্মশক্তি নব-জীবন নিয়ে রণক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। রণক্লান্ত অর্জ্জুনের কপালের ঘাম মোছবার সুযোগেই—ভীষ্মদেব পাণ্ডব পক্ষীয় দশ হাজার সৈন্য ক্ষয় করছেন। পঞ্চ পাণ্ডব রণে বিপর্য্যস্ত।

কর্ণ। শেষ পর্য্যন্ত এ যুদ্ধের গতি কোথায় গিয়ে থাম্‌বে বল্‌তে পার?

রোহিণী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভীষ্মের হাতেই অর্জ্জুন নিহত হবে।

কর্ণ। অসম্ভব—অসম্ভব নারি। অর্জ্জুন কখনো ভীষ্মের বধ্য হ'তে পারে না।

রোহিণী। কেন পারে না?

কর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, নিজের হাতে আমি অর্জ্জুনকে সংহার কর্‌বো, নয় তার নিক্ষিপ্ত শর বুকে ধারণ ক'রে ইহলোক ত্যাগ কর্‌বো।

রোহিণী। ভীষ্মের হাতে আজ নিস্তার পেলে তো তুমি তাকে সংহার কর্‌বে?

কর্ণ। আমি এখুনি যাবো; ভীষ্মের অর্জ্জুন সংহারের আশা দুরাশায় পরিণত কর্‌বো। অর্জ্জুনকে ভীষ্মের কবল হ'তে রক্ষা করার জন্য পাণ্ডবপক্ষ নিয়ে অস্ত্র ধারণ কর্‌বো ভীষ্মের বিপক্ষে।

রোহিণী। এক প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ভঙ্গ কর্‌বে অন্য প্রতিজ্ঞা?

কর্ণ। এর নাম প্রতিজ্ঞাভঙ্গ নয়—এ বিশ্বাসঘাতকতা—কৃতঘ্নতা। আমি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন ক'রে অর্জ্জুনকে বাঁচাবই বাঁচাবো।

রোহিণী। মহাবীর কর্ণের কি উচিত উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞ হওয়া?

কর্ণ। দুর্য্যোধন আমার উপকার করেছে, তার প্রত্যুপকার করা না করাটা নির্ভর করছে আমার উপর। [দুর্য্যোধনের উদ্দেশে স্বগত] দুর্য্যোধন! তুমি দয়া করেছিলে—আনন্দ পেয়েছ, সম্মানিত করেছিলে—স্বার্থলাভ করেছ! না—না; এ আমি কি বলছি! বিশ্বদেব! বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি! সম্মুখে গভীর সমস্যায় কৃষ্ণ-মেঘ উদিত হ'য়ে আমার চলার পথ দুর্গম—অন্ধকার ক'রে দিয়েছে! ওগো আলোর সারথি! আলো দাও—আলো দাও, পথভ্রষ্ট পথিককে আলোর পথের সন্ধান দাও।

রোহিণী। কি ভাবছো বীর?

কর্ণ। [আপন মনে] কেন আমার বুকের ভিতরে প্রলয়ের ঝড় উঠ্‌লো? আমার কর্ম্মপন্থার ধারাগুলি যেন ওলটপালট হ'য়ে যাচ্ছে। কেন—কেন? কি কারণ এর?

রোহিণী। মহাবীর কর্ণ!

কর্ণ। হাঁ, শোন বালা! তোমার পরিচয় অজ্ঞাত হ'লেও আমার ধারণা, নিশ্চয়ই তুমি আত্মস্বার্থ সাধনার উদ্দেশ্যে কুরুক্ষেত্রের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

রোহিণী। সত্যই আমি নিজের স্বার্থ সাধনার উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

কর্ণ। বল নারি! কি তোমার স্বার্থ?

রোহিণী। আমার স্বার্থ? ষোল বছর আগে যে রত্নটীকে হারিয়েছি—সেই রত্নটীর পুনরুদ্ধার আশায় উন্মাদিনীর মত কুরুক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ছুটোছুটি করছি।

কর্ণ। কুরুক্ষেত্রে রক্ত-সমুদ্র মন্থনের শেষে কি উঠ্‌বে তোমার ভাগ্যে ?

রোহিণী। সুধা, আর এক নারীর ভাগ্যে উঠ্‌বে বিষ ; বুঝলে কিছু ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

কর্ণ। প্রহেলিকাময়ী নারীকে আজও চিন্‌তে পার্‌লাম না—বুঝ্‌তে পার্‌লাম না তার উদ্দেশ্যে। সত্যই কি ভীষ্মের হস্তে অর্জ্জুন—না—না, সাধারণ একজন অপরিচিতা নারীর কথায় চঞ্চল হওয়া উচিত নয়। কুরু-শিবিরে গিয়ে যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ কর্‌তে হবে। যদি বোঝা যায় ভীষ্মের হাতে আত্মরক্ষা করার মত শক্তি অর্জ্জুনের নেই, তা'হলে বাধ্য হ'য়েই আমায় পাণ্ডব পক্ষ নিয়ে অর্জ্জুনকে ভীষ্মের কবল মুক্ত ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার পথ সহজ—সুগম কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভীষ্মের শিবির।

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। কুরু-সৈন্যগণ বড়ই চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে পিতামহ!

ভীষ্ম। সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। এতবড় একজন যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করা যে কতখানি শৌর্য্যের প্রয়োজন, তা আজ তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না দুর্য্যোধন! বুঝবে সেইদিন—যেদিন অর্জ্জুনের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে।

দুর্য্যোধন। কর্ণের মত রথী যাকে সামান্য জ্ঞান করে, সেই পার্থ কিনা পরশুরামবিজয়ী মহাবীর ভীষ্মদেবকেও চঞ্চল ক'রে তুলেছে আজ সম্মুখ সংগ্রামে?

ভীষ্ম। আমার পূর্ব্বের শৌর্য্য বীর্য্য যা কিছু ছিল, সে সমস্তই বার্দ্ধক্য এসে গ্রাস করেছে। দৈববলে বলীয়ান্ যুবক অর্জ্জুন আজ ভারত সমরে অবতীর্ণ—সেই যুব-শক্তিকে দমিয়ে রাখার মত শক্তি এ বৃদ্ধ কোথায় পাবে? তবু প্রাণপণ ক'রেই আমি অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়িয়েছি।

দুর্য্যোধন। আপনি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন, তাও আমি লক্ষ্য করেছি পিতামহ! লক্ষ্য করেছি আপনার শর-চালনার অপূর্ব্ব কৌশল, লক্ষ্য করেছি অর্জ্জুনের কপালের ঘাম মোছার সুযোগটুকুর মধ্যেই আপনি করেছেন দশ হাজার পাণ্ডব-সৈন্য ক্ষয়! তবু—

ভীষ্ম। তবু অন্নদাস আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দিনই প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারে না। তুমি চাও—আজই আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ করি। সে অসম্ভবকে তুমি মনের মধ্যে স্থান দিতে পার—আমি পারি না। সব সময়ের জন্য এটা তোমার ভাবা উচিত, ভীষ্মের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হবার সাহস করেছে যে, হয় সে পাগল, নয় ভীষ্মাপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী সুনিপুণ যোদ্ধা।

দুর্য্যোধন। অর্জ্জুনের এ সাহসে আমি তাকে উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না, পিতামহ।

ভীষ্ম। আমিও তাই ভাবছি দুর্য্যোধন। প্রথমেই এ যুদ্ধের পরিণাম তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম—তখন এ বৃদ্ধের উপদেশ উপেক্ষা করেছিলে।

দুর্য্যোধন। আমি আজও এইটুকু ভেবে উঠতে পারছি না যে, আপনার মত রথী কি ক'রে অর্জ্জুনকে অজেয় ভাবতে পারে।

ভীষ্ম। জেনে শুনে বৃথা আস্ফালন করা যেমন আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ—তেমনি স্বভাবসিদ্ধ, যা সত্য—যা অবিনশ্বর তা স্বীকার করা। ধর্ম্মের বর্ম্মে যাদের অঙ্গ ঢাকা, তাদের দেহাবরণ ভেদ করার মত তীক্ষ্ণতা অগ্নিবাণেরও নেই।

দুর্য্যোধন। দুর্ভাগ্য আমার, তাই কর্ণ আজ এ যুদ্ধে উদাসীন; সে যদি আপনার সঙ্গে যোগ দিত—

ভীষ্ম। এতক্ষণ অর্জ্জুনের প্রাণহীন কবন্ধটা কুরুক্ষেত্রের বুকে লুটিয়ে পড়্‌তো—কেমন? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

দুর্য্যোধন। আপনি হাস্‌লেন যে?

ভীষ্ম। হাস্‌ছি, তোমার আশা দেখে। দেবতারাও যাকে স্পর্শ

কর্তে ভয় পায়, মানব চায় তাকে সগর্ব্বে পায়ের তলায় দ'লে পিষে মার্তে। এতদিন অন্যায় অত্যাচার সয়ে এসে আজ তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জগতের কাছে ন্যায়ের দাবী নিয়ে,—এ দাবী তুমি আমি পূরণ না কর্লেও স্বয়ং ভগবানকে পূরণ কর্তেই হবে।

দুর্য্যোধন। পিতামহ!

ভীষ্ম। দশদিনের জন্য যখন আমি এ যুদ্ধে দায়িত্ব নিয়েছি, তখন তুমি নিশ্চিত জেনো—দেহ-পণে সংগ্রাম কর্বো—বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব থাক্বে না। বল সুযোধন! তাতেও কি তোমার অন্নঋণ পরিশোধ হবে না?

দুর্যোধন। আমি আপনাকে ঋণের কথা বল্‌ছি না; আমার বলার উদ্দেশ্য পরশুরামবিজয়ী ভীষ্মদেবের যশঃমর্য্যাদার সঙ্গে কুরুকুলের সম্মান ভারতে অটুট অক্ষয় থাকুক্।

ভীষ্ম। বেশ, তাই হবে দুর্য্যোধন এই ভারত-মহাসমরে সে যশোগানের সুর-লহরীর প্রতিধ্বনি সারা বিশ্বে—শুধু সারা বিশ্বে নয়, ওপারেও পর্য্যন্ত ঝঙ্কার তুলে আমার কর্ম্মক্লান্ত প্রাণের অবসাদ ঘুচিয়ে দেবো।

[স্বীয় তূণ হইতে পঞ্চশর বাহির করিয়া]

গুরুদত্ত এই পঞ্চশর,
নামে কাজে জনে জনে এরা মহাকাল।
বীরত্বের পুরস্কার রূপে
দানিয়া আমায় কহিলেন গুরু,
চরম বিপদকালে
ব্যবহারযোগ্য শুধু এই পঞ্চশর।
সম্মুখে উদিত বিপদের ঘন মেঘজাল।

অন্নদাতা প্রভুরে করিতে ত্রাণ
এই শর বিনা নাহি অন্য পথ।
নাও—নাও দুর্য্যোধন! যত্নে রেখো তুলে
আগামী প্রভাতে—
দিও ইহা রণস্থলে মোরে।
পাণ্ডবের মহাকালরূপী এই পঞ্চশর;
এই পঞ্চশরে হবে পঞ্চ পাণ্ডব নিধন।
ধর—ল'য়ে যাও—
তুলে রেখো এরে অতি সযতনে।

দুর্য্যোধন। জানি আমি সত্যসন্ধ ভীষ্মদেব
প্রতিজ্ঞা তাহার অবশ্য পালিবে।
আমি মূর্খ স্বার্থপর
মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে যদি করে থাকি দোষ
ক্ষম মতিমান্ অজ্ঞান অধমে।
শরে নাহি প্রয়োজন মোর।
থাকুক্ শায়ক নিকটে তোমার।
অতীত প্রহর এবে
নিশাশেষে কালি প্রাতে
হবে দেখা সমর-প্রাঙ্গণে।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। [তূণ মধ্যে পঞ্চশর রাখিয়া]
হায়—হায়, কি করিনু! তীক্ষ্ণশরে
স্নেহের দুলালে করিনু আঘাত?
ওই তারা পিতামহ পিতামহ বলি

ফেলি আঁখিজল,
সিক্ত করে ভারতের মাটী।
ভয় নাই—ভয় নাই
ওরে অভাগা পাণ্ডব,
শ্রীকৃষ্ণ যে সহায় তোদের।
একি মোর চিত্তের বিকার!
কই, কারেও তো দেখি না হেথায়?
কেউ নাই, কিছু নাই,
আছে শুধু পঞ্চশর তূণীর ভিতর—
মোরে দেখি বিদ্রূপের হাসি হাসে খল খল।
ওরে মূর্খ, এ চিন্তার ছিল যে সময়
প্রতিজ্ঞার কালে, এবে অতীত হয়েছে কাল।
বর্ত্তমান আছে শুধু সম্মুখে তোমার।
না—না, আমি কেবা?
সকলি তাঁহার ইচ্ছা, আমি কেহ নই।
আর না করিব চিন্তা,
নিদ্রার কোমল অঙ্কে করিয়া শয়ন
দিবসের ক্লান্তি করি দূর। [নিদ্রা]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। এই সুযোগে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। আমার আদেশে মায়ানিদ্রা ভীষ্মদেবের চোখে আশ্রয় নিয়েছে। মাত্র কথা কওয়ার শক্তি থাক্‌বে; চোখের পলক খুল্‌তে পারবে না—শয্যা ত্যাগেও সমর্থ হবে না—যতক্ষণ না আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়!

তাইতো, অর্জ্জুন এখনো এসে উপস্থিত হ'চ্ছে না কেন? তবে কি দুর্য্যোধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি?

দুর্য্যোধনের মুকুটহস্তে অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। হ'য়েছিল। গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি মত তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি পূর্ণ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি জানতাম তোমার প্রার্থনা মত দুর্য্যোধন তোমায় মুকুট দান ক'রে সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। যাক্, এখন তাড়াতাড়ি মুকুটটা মাথায় দিয়ে দুর্য্যোধন সেজে ফেল দেখি।

অর্জ্জুন। [সবিস্ময়ে] দুর্য্যোধন?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, দুর্য্যোধন। দেখি মুকুটটা তোমার মাথায় কেমন মানায়। [অর্জ্জুনের হাত হইতে মুকুট লইয়া তাহার মাথায় পরাইয়া দিলেন। বাঃ—বাঃ, ঠিক যেন দুর্য্যোধন। ভীষ্ম মোহ নিদ্রায় অভিভূত, এই সুযোগে তুমি তাঁর কাছে গিয়ে "পঞ্চ মহাকাল" প্রার্থনা ক'রে নিয়ে এসো। মনে রেখো—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তোমার পরিচয় অর্জ্জুন নয়, দুর্য্যোধন।

অর্জ্জুন। শেষে কি বৃদ্ধ পিতামহের সঙ্গে প্রতারণা করতে হবে?

শ্রীকৃষ্ণ। ওকে প্রতারণা করতে ইচ্ছা না হয়, আমাকেই প্রতারণা কর।

অর্জ্জুন। তোমাকে প্রতারণা করবো?

শ্রীকৃষ্ণ। মনে পড়ে পার্থ? তুমিই না একদিন আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে—"কোন বাদ-প্রতিবাদ না ক'রে—ভালমন্দ বিচার না ক'রে নির্ব্বিচারে তোমার আদেশ পালন ক'রে যাবো?" বল—মনে পড়ে?

অর্জ্জুন। হাঁ, পড়ে; তবে—

শ্রীকৃষ্ণ। 'তবে'র প্রশ্ন এখানে নেই, এখানে আছে শুধু আদেশ-পালনের প্রশ্ন। যাও—পিতামহের কাছে গিয়ে "পঞ্চ মহাকাল" প্রার্থনা ক'রে নিয়ে এস। যাও এগিয়ে যাও; মুহূর্ত্ত বিলম্বে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। আমি চল্লাম শিবির দ্বারে কি জানি যদি দুর্য্যোধন এসে পড়ে—

অর্জ্জুন উপায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। উপায় চিন্তার ভার তোমার নয়—আমার।

[প্রস্থান ।

অর্জ্জুন

মন কেন আজ হ'তেছ চঞ্চল ?
আত্মীয় স্বজন সবে,
শত্রু বলি আখ্যা দেয় মোরে,
কিন্তু বৃদ্ধ পিতামহ বলেনি তো তাহা।
প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে হেরি মোরে
পেয়েছিল অপার আনন্দ—
করেছিল বিজয়-আশিস্।
যাঁর স্নেহধারে—
বৰ্দ্ধিত হয়েছে পাণ্ডুপুত্রগণ,
মঙ্গল আশিস্ যার রক্ষিছে নিয়ত
সুখে দুঃখে সমভাবে,
তাঁর সনে করিব ছলনা ?
না—না, কাজ নাই রাজ্যধন,
ফিরে যাই পুনঃ বনবাসে,
দূর হোক্ জ্ঞাতিহিংসা পাপ [গমনোদ্যত]

সহসা কৃষ্ণের ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব।

অর্জ্জুন। কে—কে তুমি? সখা—কৃষ্ণ?
কি কহিছ?

ছায়ামূর্ত্তি। কিসের আত্মীয় তাঁরা—
অধর্ম্মের পক্ষ ল'য়ে যাঁরা আসে রণে?
হত্যা নহে সর্ব্বক্ষেত্রে পাপ।
ধর্ম্মের বিপ্লবী যারা—
অনাচার অত্যাচারে
কলুষিত করে যারা ধর্ম্মের মন্দিব,
শত্রু শুধু নহে তারা তোমার আমার—
সমাজকলঙ্ক জাতিদ্রোহী তারা;
মূলোচ্ছেদ তা সবার আশু প্রয়োজন। [অন্তর্দ্ধান।

অর্জ্জুন। সত, সত্য কহিয়াছ কৃষ্ণ।
যুক্তিতর্কে জয়ী হ'লে তুমি।
বুঝিয়াছি স্থির—
মৃত্যু শুধু জীবনের অবস্থা অন্তর।
এক দেহ ছাড়ি আত্মা
অন্য দেহে কবিবে আশ্রয়;
অজ, নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়,
অবিকৃত নির্ব্বিকার আত্মা যে সবার।
মাত্র শিক্ষা দিতে লোকে
উপলক্ষ্য আমারে করিয়া
করিবারে চাহ তুমি ভূভার হরণ।

যুগে যুগে বহুবার
বহুরূপে হ'য়ে অবতার
বিশ্বের মঙ্গল সাধি,
চ'লে গেছ লোকান্তরে।
আমি কেবা? তুমিই করাও সব;
আমি মাত্র নিমিত্তের ভাগী।

[অর্জ্জুন আত্মভোলার মত ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইল।]

ভীষ্ম। [তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়] কে? কার পায়ের শব্দ?

অর্জ্জুন। [দৃঢ়ভাবে] আমি আপনার সুযোধন।

ভীষ্ম। [পূর্ব্ববৎ] আবার কেন ফিরে এলে? ও, বুঝেছি—পঞ্চ মহাকালকে আমার কাছে রেখে বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

অর্জ্জুন। না, তা নয়—

ভীষ্ম। [পূর্ব্ববৎ] তবে কি জন্য আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছ?

অর্জ্জুন। পাণ্ডবপক্ষে চক্রী কৃষ্ণ আছে ব'লেই আমার সন্দেহ, কি জানি কোন্ ফাঁকে অস্ত্র হরণ ক'রে নিয়ে যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছে বটে, কিন্তু যেটা তার স্বাভাবিক গুণ—ছলনা প্রবঞ্চনা এগুলো ত্যাগ করবো না ব'লে তো কোন প্রতিজ্ঞা করেনি; তাই ভয় হয়—

অর্জ্জুন। পিতামহ।

ভীষ্ম। [পূর্ব্ববৎ] থাক্—থাক্, কোন প্রতিবাদ ক'র্'তে হবে না, যেটুকু সময় আছে, একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম ক'রে নিই। কাল প্রভাতেই আবার যুদ্ধ। এখন যাও, ওই তূণীর মধ্যে থেকে পঞ্চ মহাকালকে নিয়ে যাও।

অর্জ্জুন। তূণের মধ্যে—

ভীষ্ম। [পূর্ব্ববৎ] হাঁ—হাঁ, মাত্র পঞ্চ মহাকাল ছাড়া আর কোন শর ওর মধ্যে নেই। যাও আগামী প্রাতেই পঞ্চ মহাকালকে আমার হাতে দেবে।

অর্জ্জুন। নিশ্চয়ই দেবো। [বাণ লইয়া] তবে আমি আসি পিতামহ। [প্রস্থান।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধনের ধারণা পাছে পঞ্চ মহাকাল আমার হাতছাড়া হয়। তাই সে নিদ্রিত হ'তে পারেনি। এতক্ষণে সেও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত।

ব্যস্তভাবে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। পিতামহ। পিতামহ।

ভীষ্ম। আঃ, আবার কেন এলে সুযোধন? তোমার চিন্তার কারণ যা ছিল—এখন তো আর তা নেই?

দুর্য্যোধন। বুঝলাম না।

ভীষ্ম। পঞ্চ মহাকাল হস্তগত ক'রেও কি তোমার দুশ্চিন্তার অবসান হয়নি?

দুর্য্যোধন। আপনি কি বলছেন পিতামহ?

ভীষ্ম। নূতন কিছু বলি নি। পঞ্চ পাণ্ডব নিধনের যে অস্ত্র তোমায় দিয়েছি—

দুর্য্যোধন। আমায় দিয়েছেন। কখন দিলেন?

ভীষ্ম। একটু আগেই তো নিয়ে গেলে।

দুর্য্যোধন। বুঝেছি পিতামহ, পঞ্চ পাণ্ডব নিধনের আশঙ্কায় স্নেহপ্রবণ অন্তর আপনার চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

ভীষ্ম। আমি দেখছি, চিত্তবিভ্রম ঘটেছে তোমার পাণ্ডব-নিধন উল্লাসের আতিশয্যে। ভীষ্মের চিত্ত হিমাদ্রির মত স্থির।

দুর্য্যোধন। দোহাই পিতামহ, আর আমায় সংশয়ের মধ্যে রাখ্‌বেন না। সত্বর বলুন কোথা সে পঞ্চ মহাশর? কে নিয়ে গেল, কাকে দিলেন?

ভীষ্ম। তোমাকে। ভ্রম আমার চিত্তের হ'তে পারে চোখের হয়নি। সেই মুখ চোখ উন্নত ললাট, কণ্ঠস্বর, সবই সেই; তবে তখন ছিল মাথায় মুকুট।

দুর্য্যোধন। যা আশঙ্কা করেছিলাম—তাই ঘটেছে। হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। সেই মায়াবী কৃষ্ণের মায়া। অর্জ্জুন আপনাকে প্রতারণা ক'রে পঞ্চ মহাকালকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

ভীষ্ম। কিন্তু অর্জ্জুন তোমার মুকুট পেলে কেমন ক'রে?

দুর্য্যোধন। চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধে অর্জ্জুনকে পুরস্কৃত করার যে স্বীকার উক্তি দিয়েছিলাম, তা বোধ হয় আপনি জানেন?

ভীষ্ম। হু, তারপর?

দুর্য্যোধন। হঠাৎ অর্জ্জুন আমার কাছে গিয়ে পুরস্কার প্রার্থনা কর্‌লে! প্রার্থিতকে বিমুখ করা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কাজেই তার প্রার্থনানুযায়ী আমার রাজমুকুট দিয়ে আমি অঙ্গীকার মুক্ত হ'লাম।

ভীষ্ম। মায়াবী যাদব
ছলনায় প্রতারিত করিয়া আমায়
পণভঙ্গ হেতু মোর
হরি ল'য়ে গেল পঞ্চ মহাকাল।
শোন দুর্য্যোধন,

লব আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ।
বাসুদেব যেইমত পণভঙ্গ
করিল আমার,
সেই মত কালি প্রাতে রণক্ষেত্রে
পণ ভঙ্গ যদি না করি তাহার
তবে ব্যর্থ যেন হয় ভীষ্ম নাম মোর!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, পারিনা তিষ্ঠিতে রণে,
জ্ব'লে যায় প্রাণ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে।

অর্জ্জুন। হেরিয়াছি বহু যোদ্ধা,
কিন্তু দেখি নাই জীবনে কেশব,
পিতামহ সম হেন বিক্রমী বীরেন্দ্র।
যুবকেও অসম্ভব সখা
শর-চালনায় এ হেন ক্ষিপ্রতা।
হেরি রণ, মনে হয় মোর
আজি রণে অবতীর্ণ মহাকাল।

শ্রীকৃষ্ণ। অদ্য অসহ্য ভীষ্মের প্রহার।

ভীষ্মের প্রবেশ।

ভীষ্ম। ডাক, ডাক চক্রি তোমার আরাধ্য জনে।
ধনঞ্জয়! বিপন্ন সারথি তব
আর্ত্তকণ্ঠে করিছে চীৎকার,
নিয়োজিয়া সর্ব্বশক্তি রক্ষা কর তারে।

শ্রীকৃষ্ণ। উঃ—উঃ! যায় প্রাণ বৃদ্ধের প্রহারে,
বহ্নির দহন জ্বালা প্রতি লোমকূপে,
বিলম্ব ক'রো না সখা,
ত্বরায় নিধন কর দুর্ম্মদ শত্রুরে।
বড় জ্বালা সখা, বড় জ্বালা পাই
ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত শরে।

ভীষ্ম। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ, চোরচূড়ামণি।
ক্ষণ পরে পাবে শান্তি
পাবে বিরামের শীতল পরশ।
শোন ছলি! চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আশ্রয়
দিয়ে যুক্তি সখারে তোমার
পাণ্ডবের মৃত্যুবাণ
পঞ্চ মহাকালে হরি
যেমন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে আমার,
আমিও দেখাবো অঙ্গীকারভঙ্গ-পাপে,
একা আমি নহি পাপী,
সম অংশভাগী কৃষ্ণ যদুরায়।
হে পার্থ-সারথি,
রক্ষা কর আপন প্রতিজ্ঞা। [বাণাঘাত]

শ্রীকৃষ্ণ। গাণ্ডীবি! গাণ্ডীবি!
কোথা তব গাণ্ডীব-গর্জ্জন?
নিশ্চল পাষাণ সম
কেন তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে?
অধর্ম্ম দলন তরে
ধর্ম্মযুদ্ধে হ'য়ে আগুয়ান
একি ভাব হেরি ধনঞ্জয়?
মায়াময় নশ্বর জগতে কেহ কারো নয়,
আত্মীয় বান্ধব সব প'ড়ে রবে,
শাশ্বত রহিবে শুধু কর্ম্মের আদর্শ।

ভীষ্ম। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! বিচলিত সারথি তোমার,
বৃদ্ধের প্রহারে বিপর্য্যস্ত আজি;
রক্ষ—রক্ষ তারে কৃষ্ণ-সখা! [শরাঘাত]

শ্রীকৃষ্ণ। আরে আরে ভীরু পার্থ!
ভীষ্মের নিধনে এখনো বিলম্ব?
এতদিন জানিতাম—
পৃথিবীর অদ্বিতীয় বীর তুমি;
তাই করেছিনু
তব সনে সখ্যতা স্থাপন।
আজি হেরি, নহ বীর, নহ যোদ্ধা,
ধর্ম্মগ্লানি, জাতির কলঙ্ক তুমি।

অর্জ্জুন। অনুনয় মম,
সুসংযত কর রসনা তোমার।
শ্লেষবাণী তব পারি না সহিতে আর।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও পারি না সহিতে
ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত শরের যন্ত্রণা।

ভীষ্ম। সামান্য প্রহার অসহ্য তোমার?
এইটুকু সহিবার শক্তি নাহি যদি,
কেন তবে জ্ঞাতিমেধ-মহাযজ্ঞ
করিয়া সূচনা—
লক্ষ লক্ষ জীবে দিতে বলিদান—
ভারত-সমর ক'রেছ রচনা?
পাষাণ প্রাণেতে যদি এতই চেতনা,
কেন দিলে তবে পরের অন্তরে ব্যথা?
নিজ হস্তে যেই বীজ করেছ রোপণ,
ভুঞ্জ হে কেশব, তার বিষময় ফল।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ]

শ্রীকৃষ্ণ। অতিষ্ঠ—অতিষ্ঠ করিল আমায়
ভীষ্মের প্রহার। অকর্ম্মণ্য ধনঞ্জয়!
স'রে যাও দূরে,
কাজ নাই সাহায্যে তোমার।
দেখ তবে অপদার্থ,
ভীষ্মের জীবন-লীলা
কেমনেতে হয় সমাপন।
গঙ্গার নন্দন!
রক্ষ এবে নিজ প্রাণ বাসুদেব-করে।

[রথচক্র উত্তোলন ও ভীষ্মের প্রতি আঘাতোদ্যোগ]

ভীষ্ম। [ধনুঃশর ত্যাগ] এতক্ষণে পূর্ণ মনস্কাম।

বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবাঞ্ছা পূরাইতে
আপন প্রতিজ্ঞা ভুলি
রথচক্র করেছে ধারণ।
এস, এস জগন্নাথ !
চক্রাঘাতে ছিন্ন করি শির
ধন্য কর মোর ইহ পরকাল।
পাতকীরে করিয়া উদ্ধার
মুক্তি-পথে ল'য়ে চল এবে।

[ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করত কৃষ্ণের পদতলে নতজানু]

শ্রীকৃষ্ণ। ভীরু কাপুরুষ গঙ্গার নন্দন,
তুলে লও শরাসন, কর রণ !

অর্জ্জুন। সখা ! সখা ! মিনতি আমার--
ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে
আপন প্রতিজ্ঞা কেন হও বিস্মরণ ?
ভুলে কি গিয়েছ সখা—
ভারত-সমরে নিরস্ত্র রহিবে তুমি ?
ক্ষান্ত হও ; স্পর্শ করি তোমারে কেশব
কহি উচ্চকণ্ঠে, আজি রণে ভীষ্মদেব
নাহি পাবে ত্রাণ গাণ্ডীবীর করে।

[গাণ্ডীবে শর যোজনা]

শিখণ্ডীর প্রবেশ।

শিখণ্ডী। বধ্য নহে ভীষ্ম তব।
তাহার নিধন হেতু জনম আমার।

ভীষ্ম। কে—কে তুমি?
ও, চিনেছি—চিনেছি তোমায়।
ভীষ্ম-প্রত্যাখ্যাত বালা
অতীতের দূর বিস্মৃতির
সেই ক্ষুব্ধা অম্বা তুমি।
হিংসাতাপে বাষ্পরূপে
মিশেছিলে সসীমের কোলে!
কুসুম-কোমল বৃত্তি দিয়া বিসর্জ্জন,
পুনঃ আজি নবজন্ম লভি
ক্লীবদেহ করিয়া ধারণ,
প্রতিশোধ নিতে এলে তুমি
ইচ্ছামৃত্যুরূপে ভীষ্মের অন্তরে।

শিখণ্ডী। বৃথা কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন;
ধর অস্ত্র, কর রণ। [ধনুর্ব্বাণ ধারণ]

ভীষ্ম। চক্রি! এত' চক্র অন্তরে তোমার?
তুচ্ছ তৃণ নাশ তরে
নপুংসকে করি আরাধনা—
করেছ আহ্বান তারে?
মোর মৃত্যু যদি এত ইচ্ছা তব,
ওগো ইচ্ছাময়! দেহ পদছায়া,
ঢেলে দিই অঙ্গ মোর
সুপ্তির কোমল ক্রোড়ে।
ওহো, কি আনন্দ মোর,
বিশ্ব ছেড়ে যাবো আজি মনের হরষে।

শ্রীকৃষ্ণ।　　শিখণ্ডি! শিখণ্ডি!
কর রণ সচেতন হ'য়ে,
তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ কর ভীষ্মের শরীর।
আর তুমি সখা, শিখণ্ডীর পাছে থাকি
রক্ষা কর শরীর তাহার।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।]

শরবিদ্ধ অবস্থায় ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে রাখিয়া পশ্চাৎ হইতে শরচালনা করিতে করিতে অর্জ্জুনের প্রবেশ; তৎপশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ।

ভীষ্ম।　　না, এ নহে শিখণ্ডীচালিত শর,
কেশবের মন্ত্রপূত—অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত ইহা।
অম্বার সাধনা, বাণের তীক্ষ্ণতা—আঃ—আঃ।
পারি না তিষ্ঠিতে আর। [ধনুর্ব্বাণ পড়িয়া গেল।]
শান্তি—শান্তি, ওহে শান্তিদাতা,
শান্তি দেহ মোরে।

[ভীষ্ম টলিয়া পড়িবার উপক্রম করিলে অর্জ্জুন
ও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ।　　ভীষ্ম! ভীষ্ম!
ভীষ্ম।　　আর কেন হরি পিছু ডাক মোরে,
মুক্তির আলোক-তীর্থে চলিয়াছি আমি।
ইচ্ছা মৃত্যু দিলে যদি হইয়া সদয়,
কর প্রভু, কর অঙ্গীকার—

ভীষ্মের বিদায় দিনে
হবে নাকো আঁখির আড়াল!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়বর! অপূর্ণ রবে না বাসনা তোমার।

ভীষ্ম। চল্ রে অর্জ্জুন, ল'য়ে চল্ মোরে
মম মনোমত স্থানে।
মোর যোগ্য শয্যা করিয়া রচনা
ক'রে দে রে বিশ্রামের আয়োজন।

অর্জ্জুন। চল পিতামহ, আজ্ঞাবাহী দাস
আজ্ঞা তব যতনে পালিবে।

ভীষ্ম। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি!

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কাঁধে ভর দিয়া ভীষ্ম
ও পশ্চাতে শিখণ্ডীর প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত কক্ষ।

উত্তরা গাহিতেছিল ; অভিমন্যু একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিল।

উত্তরা।—

গীত।

ঠোঁটের আড়ালে যে কথা আছিল,
লুকায়ে ছিল গোপন হিয়ার কোণে।
বল প্রিয়, বল কেন জেনে নিলে
দরদী বাহুর পেষণে।
কোন্ সে বনের বিজন আঁধারে
অনাদরে ছিল বনলতা,
কেন তাহে বল ফুটাইলে ফুল
বাঁধিয়া প্রেমের বাঁধনে॥

অভিমন্যু। বড় সুন্দর তোমার গান।

উত্তরা। তুমি নিজে সুন্দর ব'লেই আমার সব-কিছু তোমার কাছে সুন্দর হ'য়ে ওঠে। প্রিয়তম।

অভিমন্যু। থেমে গেলে কেন, বল?

উত্তরা। নিদ্রা-ঘোরে দেখিনু স্বপন এক।

অভিমন্যু। স্বপ্ন? কি স্বপন দেখিয়াছ প্রিয়ে?

উত্তরা । দেখিয়াছি, তুমি আমি ভ্রমিতে গেলাম
এক নীরব নিশুতি রাতে
কোন এক অজানা সাগর-তীরে,
জন-প্রাণী নাহি সেথা,
মাত্র তুমি আর আমি রয়েছি দাঁড়ায়ে।

অভিমন্যু । বড়ই সুন্দর স্বপ্ন! তারপর?

উত্তরা । তারপর, চকিতে হেরিনু
সেই বাত্যাহত ক্ষুব্ধ বারিধির পরপারে—
দূরে—বহুদূরে,
নিরালা নির্জ্জন এক মন্দির-চূড়ায়
উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখা
থেকে থেকে কেঁপে ওঠে চঞ্চল বাতাসে।
আবেগ ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসিনু তোমা—
"বল প্রিয়, কার আশাপথ চাহি
কে জ্বালায় আলো?" দিলে না উত্তর;
মর্ম্মর-মূরতি সম রহিলে দাঁড়ায়ে।
পুনঃ কহিনু তোমায়,
চল যাই ওপারে আমরা।
এবারেও না দিয়ে উত্তর
মাত্র মুখপানে চেয়ে,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে নীরবে।

অভিমন্যু । ইহা ছাড়া, আরো কিছু দেখেছ কি তুমি?

উত্তরা । তারপর সহসা দেখিনু সেই সিন্ধুবক্ষে
মনোরম তরী এক উঠিল ভাসিয়া,

হাল ধ'রে ব'সে আছে রূপসী রমণী এক
যেন কার আশা-প্রতীক্ষায়।
ধীরে ধীরে ক্ষেপণী ক্ষেপনে
তরী এসে ভি ড়িল কূলেতে।

অভিমন্যু। তারপর তুমি আমি দুইজনে
তরী 'পরে হরষে উঠিয়া বসিনু
জল-বিহার মানসে ?

উত্তরা। না—না, আমি নই, একা তুমি
উঠিলে তরণী 'পরে।
তুলিয়া লইতে মোরে
যবে বাহু প্রসারিলে তুমি,
অমনি সে নিষ্ঠুরা রমণী
খুলে দিলে তরীর বাঁধন,
পলকে তরণী গেল দূরে—বহুদূরে ;
আর্ত্তস্বরে ডাকিনু তোমায়—
কোথা যাও প্রিয়তম একা ফেলে মোরে ?
অমনি সে মায়াবিনী—

অভিমন্যু। কি করিল মায়াবিনী ?

উত্তরা। বাহুর বাঁধনে বক্ষস্থলে বেড়িয়া তোমায়
হা-হা রবে উপেক্ষার হাসি হেসে
আমারে কহিল,
"ফিরে যাও বালা আপনার গৃহে,
এ জনমের সুখ-সাধ
শেষ হ'লো তোর ;

পথহারা পথিক আমার
দীর্ঘ দিন পরে ফিরে এলো ঘরে ।"
ভেঙে গেল ঘুম ।
বল প্রিয়, নিশাশেষে—
হেন স্বপ্ন কেন বা দেখিনু?

অভিমন্যু । স্বপ্ন মনের বিকার মাত্র ।
তার তরে হেন চঞ্চলতা
সাজে না তোমার ।

যুধিষ্ঠির । [নেপথ্যে] অভিমন্যু ! অভিমন্যু !

উত্তরা । আসিছেন জ্যেষ্ঠতাত, যাই আমি এবে;
ত্বরায় ভেটিব গিয়া তোমার সহিত ।

[প্রস্থান ।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

যুধিষ্ঠির । অভিমন্যু !

অভিমন্যু । প্রণাম চরণে আর্য্য !
কহ দেব, আছে কি আদেশ কিছু
কিঙ্করের প্রতি? চিন্তিত কি হেতু?
ঘটেছে কি কোন অমঙ্গল?

যুধিষ্ঠির । অমঙ্গল ! সত্য অভি,
পাণ্ডবের ভাগ্যাকাশে
উঠিয়াছে বিপদের মেঘ ।
মনে হয়, নিদারুণ এই রণে
পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি ।

অভিমন্যু।　বলুন ত্বরায়,
কি বিপদ্ দেখা দিল কুরুক্ষেত্র-রণে ?

যুধিষ্ঠির।　শোন পুত্র,
কৃষ্ণার্জ্জুন দোঁহে গেছে সংশপ্তক রণে।
বুঝিয়া সুযোগ অস্ত্রগুরু দ্রোণ
রচি চক্রব্যূহ
পাণ্ডবের মাঝে মৃত্যু করে বরিষণ।
অভেদ্য এ চক্রব্যূহ, প্রবেশ-কৌশল
অর্জ্জুন ব্যতীত নাহি জানি মোরা।
এ কাল-সমরে হয় সর্ব্বনাশ
মাত্র এক অর্জ্জুন বিহনে।

অভিমন্যু।　অর্জ্জুন যদিও নাই,
আর্জ্জুনি তো আছে বর্ত্তমান।
আজ্ঞা দেহ দাসে, করহ আশিস্—
ত্বরা গিয়া রণস্থলে
ছিন্নভিন্ন করি চক্রব্যূহ,
বুঝাবো কৌরবে—
যদিও অর্জ্জুন নাই,
আছে অর্জ্জুন-নন্দন অভি।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম।　পারিস্ ? পারিস্ অভি।
পারিস্ যদ্যপি কোনরূপে তুই
ক'রে দিতে ব্যূহ-প্রবেশের পথ,

তাহ'লে আমিও প্রবেশিয়া ব্যূহমাঝে,
গদাঘাতে বুঝে লই
কেবা কত বড় রথী।
ওরে অভি, শুধু একবার—
একবার খুলে দে রে ব্যূহদ্বার।

অভিমন্যু। দেহ তাত, আদেশ আমায়।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু কোন্ প্রাণে আদেশিব তোরে?
বংশের দুলাল, ননীর পুতুল তুই,
ভদ্রা জননীর স্নেহের রতন।
নিষ্ঠুর পাষাণ সম
কুরুক্ষেত্র-রণে পাঠাবো কেমনে তোরে?

অভিমন্যু। কেশব মাতুল যার অর্জ্জুন জনক,
ধর্ম্মের আশিস্-বর্ম্মে ঢাকা যার দেহ,
তার লাগি নাহি চিন্তা তাত।
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা তরে—
ধরাভার লাঘব কারণ
করে যেবা রণ ধর্ম্মের আদেশে,
হেন শক্তি নাহিক কাহারো
করে তার অনিষ্টসাধন।

ভীম। দেহ দাদা, অভিরে আদেশ;
যদিও অর্জ্জুন নাই,
আছে বীরপুত্র অভি আমাদের—
এক দেহে কেশব ফাল্গুনী।

যুধিষ্ঠির। তবু চিন্তা মোর, অভি যে বালক।

ভীম। কোন চিন্তা নাই দাদা,
আমি যবে রবো সাথে দেহরক্ষিরূপে,
দ্বিরুক্তি ক'রো না দাদা, আদেশ অচিরে।
এবে যাই আমি
নিরুৎসাহ সেনাদলে দানিতে উৎসাহ।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। আদেশ করুন তাত,
রণসাজে হইয়া সজ্জিত
সপ্তরথী বিরচিত ব্যূহ
ভেঙে-চূরে দিয়ে
দেখাই কৌরবে বালক-প্রভাব।
করুন আশিস্ দেব।

যুধিষ্ঠির। আশীর্ব্বাদ করি পুত্র।
বিশ্বকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক্
তোমার বিজয়-গীতি ;
সুবর্ণ-ফলকে লেখা থাক্
কীর্ত্তিগাথা তব ভারতের বুকে।
পাণ্ডবের ভাগ্যবিপর্য্যয়ক্ষণে
সেনাপতিপদে আজি
বরিলাম তোরে ভারত-সমরে।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। ওহো, কি ভাগ্য আমার—
ধর্ম্মযুদ্ধে আজি সেনাপতিপদে
বরিলেন মোরে ধর্ম্মরাজ নিজে।

যাই এবে মায়ের মন্দিরে,
বলি গিয়ে তাঁরে—
পাণ্ডবের সেনাপতি
আমি আজি কুরুক্ষেত্র-রণে ।

[প্রস্থান ।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কক্ষ ।

উত্তরা, কণিকা ও সঙ্গিনীগণ ।

সঙ্গিনীগণ ।—

গীত ।

খুলিয়া রেখেছি প্রিয় দ্বার ।
স্বপন-জাগা আঁখি দুটী জলে শুধুই ভার ॥
আঁধারভরা আমার পুর
তোমার আলোয় হবে মধুর,
সোনার কাঠির পরশ দিয়ে দোলাও গলায় বাহুর হার ॥

[গান শুনিতে শুনিতে উত্তরা তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল ;
গান থামার সঙ্গে সঙ্গে সে জাগিয়া উঠিল ।]

উত্তরা । [আত্মভোলা অবস্থায়] না—না, যেও না, ও মায়াবিনীর সঙ্গে যেও না । [উঠিয়া দাঁড়াইল ।]

কণিকা। [ধরিয়া ফেলিল] একি সখি। অমন কর্‌ছো কেন? কি হ'লো?

উত্তরা। [স্বাভাবিক ভাবে] না, কিছু না, তোরা সব যা, আজ আমাব কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। [কণিকা ও সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।] কেন এমন হ'লো? জাগরণে কেন স্বপ্ন দেখ্‌লাম, আর কেই বা ওই মায়াবিনী—আমার প্রাণেশকে আমার কাছ ছাড়া ক'রে নিয়ে গেল? কেন এমন হ'লো। [চিন্তা]

রণসাজে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। কিসের কি হ'লো উত্তরা?

উত্তরা। বল্‌ছি, তার আগে বল আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?

অভিমন্যু। কি বল?

উত্তবা। তুমি আজ যুদ্ধে যেও না।

অভিমন্যু। কি যে বল তুমি। আজ আমি কত বড় সম্মান লাভ করেছি জান?

উত্তরা। যত বড়ই সম্মান লাভ কর না কেন, তবু আমার অনুরোধ রাখ্‌তেই হবে।

অভিমন্যু। এত বড় সম্মানের অধিকারী জীবনে কোন দিন হবো ব'লে আমি ধারণা করতে পারিনি! পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে যাকে লাভ করেছি, তাকে হেলায় প্রত্যাখ্যান বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

উত্তরা। কিন্তু আমি যে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

অভিমন্যু। দুঃস্বপ্ন! আবার কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ শুনি?

উত্তরা। সে দুঃস্বপ্নের কথা স্মরণ ক'রে ভয়ে বুক কেঁপে উঠছে।

অভিমন্যু। আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও তোমার ভয়! বল, উত্তরা, কি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌লে ?

উত্তরা। দেখ্‌লাম, চন্দ্রমণ্ডল থেকে একখানি রথ ধীরে ধীরে নেমে এলো—তার মধ্যে থেকে এক ষোড়শী সুন্দরী আমার কাছে এসে আমার বাহুলতার বাঁধন ছিন্ন ক'রে তোমায় নিয়ে গিয়ে সেই রথে আরোহণ কর্‌লে; রথ উঠ্‌লো, শত চেষ্টাতেও তোমায় ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লাম না। আমি চীৎকার ক'রে ডাক্‌লাম, তুমি ফিরেও চাইলে না—হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেলে।

অভিমন্যু। তারপর ?

উত্তরা। ভেসে এলো তোমার আবাহন-সঙ্গীত, তোমায় দেখ্‌তে পেলাম না, রথ মিলিয়ে গেল ওই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে।

অভিমন্যু। এই তোমার স্বপ্ন? মানুষ দিনে যা ভাবে, তারই ছবি ফুটে ওঠে স্বপ্নের রূপ নিয়ে মনোরাজ্যের রঙিন আকাশকোলে।

উত্তরা। তা যেন হ'লো, কিন্তু ও নারী কে ?

অভিমন্যু। বুঝেছি, সতীনের ভয়ে তুমি অস্থির হ'য়ে পড়েছ; তুমি নিশ্চিন্ত থাক, উত্তরা! সতীনের জ্বালা তোমায় কোন দিনই সইতে হবে না। তোমাকে তো বলেছি, স্বপ্ন অলীক, কোন দিনই তা সত্য হয় না।

উত্তরা। এ যে আমার জাগরণের স্বপ্ন—দিনের স্বপ্ন।

অভিমন্যু। দিনের স্বপ্নই তো বেশী মিথ্যা হয়।

উত্তরা। হোক্ মিথ্যা, তবু তোমায় আজ আমি কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেবো না।

অভিমন্যু। বীরজায়া তুমি, তোমার মুখে এ কথা সাজে না

প্রিয়ে ! পাণ্ডবদের মধ্যে পিতা আর আমি ছাড়া এমন কোন রথী নেই যে দ্রোণাচার্য্য-রচিত চক্রব্যূহ ভেদে সক্ষম হয়। পিতা সংশপ্তক রণে লিপ্ত ব'লেই এই সম্মানলাভের সুযোগটুকু আমারই অদৃষ্টে জুটেছে।

উত্তরা। তোমায় কোন কাজে কোন দিনই বাধা দিইনি, মাত্র আজকের দিনটীর জন্য তোমায় যুদ্ধে যেতে নিষেধ কর্‌ছি। তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি যুদ্ধে যেও না। আমার মনের ঘরে কে যেন ঘা দিয়ে বল্‌ছে, ওরে হতভাগিনি, ভুল ক'রে আজ তুই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিসনি।

অভিমন্যু। উত্তরা !

উত্তরা। না গো, না ; আজ আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না। কি যেন এক অজানা বিপদাশঙ্কায় মন দুলে উঠছে—হৃদয় কেঁপে উঠছে।

অভিমন্যু। হাসালে উত্তরা ! তুমি না ক্ষত্রিয়-নারী ? তুমি না সেই বংশের দুলালী—যে বংশের নারী স্বামীকে নিজের হাতে বীরসাজে সাজিয়ে দেয় ? তুমি না সেই বংশের পুত্রবধূ, যে বংশের বধূ বীর স্বামীকে বরণ ক'রে নির্দ্দেশ দেয়—হয় জয় নয় বীরবাঞ্ছিত শয্যা গ্রহণ কর্‌তে ? [উত্তরা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল।] ওকি, কাঁদছো ? তোমার কি উচিত চোখের জলে স্বামীর কর্ম্মপথ পিছল ক'রে দেওয়া, না হাসিমুখে তাকে বীরসাজে সাজিয়ে দেওয়া ?

উত্তরা। হাঁ, তাই দেবো, নিজের হাতে এঁটে দেবো তোমার বুকে বিজয় বর্ম্ম—পরিয়ে দেবো অক্ষয় কবচ। তবে আমার সাজানো বীরসাজ তো বাইরের লোক দেখ্‌তে পাবে না প্রিয়তম ! আমার বিজয় কামনা হবে তোমার বর্ম্ম—আমার চোখের জল

হবে তোমার জয়ের মালা। বল তো প্রিয়তম, সে কেমন সুন্দর সাজে সাজবে ?

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি।]

অভিমন্যু। ওই রণতূর্য্য
কর্ত্তব্য আমার করায় স্মরণ।
দূর করি দুর্ব্বলতা,
ক্ষণতরে ভেবে দেখ প্রিয়ে,
পিতা রত সংশপ্তক রণে,
সুযোগ বুঝিয়া পাপী দুর্য্যোধন
করে আস্ফালন। ভাবে মনে
পার্থ ছাড়া নাহি কোন বীর
পাণ্ডবের মাঝে।
ক্ষত্রিয়-নন্দন আমি, হেন অপবাদ
গৃহকোণে বসি কেমনে সহিব ?
চিন্তা কি ভামিনি,
দলিয়া অরাতি ফিরিব ত্বরায়।

উত্তরা। কর তুমি যেবা অভিরুচি,
দিব নাকো বাধা।
আঁখিজলে সিক্ত করি
ব্যথার নৈবেদ্য মোর
নিবেদিব শুধু ঈশ্বর-চরণে।

অভিমন্যু। কেশব মাতুল যার,
ভদ্রার্জ্জুন জনক-জননী,
সে জন ডরে কি কভু কৌরব-দুর্জ্জনে ?

ভেবে দেখ অতীতের কথা,
যাদব-সমরে রথরশ্মি ধরি
পতিপার্শ্বে বসি যেবা চালাইল হয়,
সেই ভদ্রাদেবী জননী আমার,
পুত্রবধূ তুমি তার, তোমার অন্তরে
নাহি শোভে হেন দুর্ব্বলতা।
সংশপ্তক রণে
কেশব-সারথি-পার্শ্বে রথোপরি বসি
বিশ্বজয়ী পিতা মোর
গাণ্ডীব ধরিয়া করে
অরিদল মাঝে মৃত্যু করে বরিষণ।
উল্লাসে উন্মত্ত হিয়া মোর
ছুটে যেতে যায় সমর-প্রাঙ্গণে ;
বীরকীর্ত্তি অর্জ্জিতে আমার
হও লো সহায়।

উত্তরা। অভি—অভি !

[নেপথ্যে—জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় ।]

অভিমন্যু। ওই শোন প্রিয়ে,
মহোল্লাসে মাতি সেনাদল
করিছে আহ্বান মোরে।
আসি তবে প্রিয়ে,
হাসিমুখে দাও গো বিদায় !

উত্তরা। এস প্রিয়তম ! মনে রেখো,
তব আশা-প্রতীক্ষায়

আঁখির প্রদীপ জ্বালি
বসিয়া কুটিরদ্বারে
তব আবাহন-গানে কণ্ঠবীণা মোর
বাজিবে নিয়ত।

[অভিমন্যুর বক্ষে পতিত হইল, সে তাহাকে
সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছিল।]

সুভদ্রা। [নেপথ্যে] অভি! অভি!

উত্তরা। আসিছেন মাতা,
যাই আমি কক্ষান্তরে।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। ধন্য আমি, সার্থক জীবন মোর!
কুরু-পাণ্ডবের রণে
বরিলেন মোরে সেনাপতি-পদে
জ্যেষ্ঠতাত নিজে।
কোথা পিতা—কোথায় মাতুল?
যেথা থাক, সেথা হ'তে করহ আশিস্
পারি যেন প্রতিষ্ঠিতে কর্ম্মের আদর্শ।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। পুত্র, একি হেরি আচরণ তব?
পিতা তব লিপ্ত সংশপ্তক রণে—
ছত্রভঙ্গ পাণ্ডব-বাহিনী,
আর তুমি হেথা
পাণ্ডবের সেনাপতি হ'য়ে

উপেক্ষিয়া বীরের কর্ত্তব্য
পত্নীসহ বাক্যালাপে রয়েছ বিভোর ?

অভিমন্যু। মাতা—

সুভদ্রা। ছিঃ-ছিঃ, এত অপদার্থ তুমি ?
ভাগ্যবশে লভিয়াছ যে পদ-গৌরব,
সেই পদ-মর্য্যাদায় করি পদাঘাত
রমণীর কোমল কটাক্ষে
মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে আছ গৃহকোণে ?
এত ভয় যদি রণে,
কেন তবে পরি রণসাজ
কর বীরত্বের আস্ফালন ?

অভিমন্যু। মা গো, হেন অপবাদ দিও না সন্তানে।
অর্জ্জুন-নন্দন নহে ভীরু কাপুরুষ ;
নহে স্ত্রৈণ, বীরপুত্র আমি ফাল্গুনীর ;
বীর্য্যশুল্কে জনম আমার।

সুভদ্রা। বীর আখ্যা লভিতে যদ্যপি সাধ,
তবে ছুটে যাও রণস্থলে
রক্ষিবারে বিপন্ন পাণ্ডব-চমূ।
বীর কভু নিজ মুখে
বীর বলি নাহি দেয় পরিচয় !
কর্ম্মক্ষেত্রে বীরোচিত কার্য্য
করি সম্পাদন
বীরকীর্ত্তিগাথা লিখে দেয়
অমর ফলকে পৃথিবীর বুকে।

কুলের কলঙ্ক তুই, কুপুত্র আমার।
দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরি
বৃথা তোরে করেছি পালন।

অভিমন্যু। তিরস্কার করো না জননি,
ক্ষণিক দৌর্ব্বল্যবশে
এসেছিনু উত্তরা-সকাশে
লইতে বিদায় ;
এতে যদি হ'য়ে থাকি অপরাধী,
অবোধ অজ্ঞান ভাবি ক্ষমা করি
দেখাও জগতে মায়ের মহিমা।
এখনি চলিনু মাতা কৌরব-সমরে,
দেখাইব বিশ্বজনে—
অর্জ্জুন-নন্দন নহে ভীরু কাপুরুষ,
সিংহিনী-জঠরে কভু জন্মে না শৃগাল।
সাক্ষী থাক চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ,
সাক্ষী থাক দেব নাগ নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
নিম্নে থাক সাক্ষী ভোগবতী বসুন্ধরা,
আর সম্মুখেতে রহ সাক্ষী
স্বর্গ হ'তে গরীয়সী জননী আমার—
আজি রণে বারিধারা সম
শত্রুমাঝে করি বাণ বরিষণ
কৌরব-গৌরব-রবি
চিরতরে ক'রে দিব ম্লান।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। ওরে মোর আনন্দ-দুলাল,
যে আনন্দ দিলি আজ মায়ের হৃদয়ে,
প্রতিদানে তার করি আশীর্ব্বাদ—
পৃথ্বীবুকে কর্ম্মীব গৌরব-স্তম্ভে
অক্ষয় আখরে
লেখা থাক্ নাম তোর যুগ-যুগান্তর ।

ব্যস্তচঞ্চলভাবে দ্রৌপদীর প্রবেশ ।

দ্রৌপদী। কই অভি? কোথা' অভি?
বল্ ভদ্রা, বল্ বোন,
কোথা মোর নয়নের মণি?

সুভদ্রা। অভি গেছে কৌরব-সমরে।

দ্রৌপদী। পাষাণি, মাতা হ'য়ে,
কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিলি
দুধের বালকে এ ঘোর আহবে?
আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি উপাড়ি
নিক্ষেপিলি রক্তলোভী শার্দ্দুলের মুখে?
ভাল দিলি পরিচয় মাতৃ-হৃদয়ের
জগতের সন্তান-সমাজে।
এই যদি হয় স্নেহময়ী মার পরিচয়,
নাহি জানি হায়—রাক্ষসী প্রকৃতি
এ হ'তে কতই ভীষণা?

সুভদ্রা। ভুল বুঝিয়াছ দিদি! বীরজায়া
বীরপুত্র সতত কামনা করে।

পুত্রের গৌরব তরে
মায়ের কর্ত্তব্য যাহা,
বিধিমত তাহা করেছি পালন ;
করিনি তো ব্যতিক্রম তার।

দ্রৌপদী। তবে বল্ তো পাষাণি !
কোন্ বিধিমতে—স্নেহনীড়পুষ্ট আপন নন্দনে
জেনে শুনে তুলে দিলি রাহুর কবলে ?
কে যেন অন্তরে থাকিয়া
ইঙ্গিতে জানায় মোরে,
আজি রণে ইষ্ট নাহি হবে।
বল্ বোন, কেন মোর বাম আঁখি নাচে ?
কেন হিয়া কাঁপে দুরু দুরু ?
কেন কায়া মোর উঠিছে শিহরি ?
ওরে সর্ব্বনাশি ! কি করিলি ?
কোন্ প্রাণে দানিলি বিদায়
দুগ্ধপোষ্য শিশুরে আমার
আচার্য্য-রচিত চক্রব্যূহ মাঝে।
মাতা হ'য়ে জেনে শুনে তুলে দিলি
অভিরে আমার নিশ্চিত বিপদ-মুখে ?

সুভদ্রা। বিপদ ! কোথায় বিপদ দিদি ?
মাতুল যাহার বিপদভঞ্জন,
কোথায় বিপদ তার ?
বিপদের রূপে অতুল সম্পদরাশি
আসিয়াছে পুত্রের সম্মুখে।

সেই শাশ্বত সম্পদ আহরণ তরে,
শত শত জননীর বিপন্ন সন্তানে
করিতে রক্ষণ,
গেছে পুত্র কৌরব-সমরে।
যুদ্ধ-অবসানে বিজয়া নন্দন
জয়ের গৌরবে হইয়া ভূষিত
মাতা বলি আসি যবে বন্দিবে চরণ,
তখন—তখন দিদি,
পুত্রের গৌরবে স্ফীত হ'য়ে
উঠিবে নাকি হৃদয় আমার?
জগতের জননী সমাজ
পুত্রভাগ্য হেরি মোব
ভাগ্যবতী বলিয়া আমারে
দিবে নাকি বীরমাতার সুযোগ্য সম্মান?
তুমিও তখন আশিস্ চুম্বনে
দিবে নাকি ভ'রে পুত্রের ললাট?

দ্রৌপদী। ওরে ভদ্রা, প্রাণহীনা নারি!
মার নামে দিয়ে অপবাদ
হোস্ না পাষাণী। কথা রাখ,
চল্—দোঁহে গিয়ে ধর্ম্মরাজ পাশে
করিগে মিনতি
ফিরায়ে আনিতে বংশের দুলালে।
কি যেন কি হারাবার ভয়ে
কেঁপে ওঠে ব্যাকুল পরাণ,

ধৈর্য্যবাঁধ ভেঙে-চুরে দিয়ে
অশ্রুস্রোত আঁখিপথে
আপনি ছুটিয়া আসে।

সুভদ্রা। এ আশঙ্কা তব
যদি হয় সত্যে পরিণত,
ক্ষতি নাহি গণি তায়,
আনন্দে অধীর হ'য়ে
গর্ব্বভরে শুনাইব বিশ্ব-জনে—
ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা তরে
বীরকার্য্য করি সম্পাদন,
বীরশয্যা করিয়া আশ্রয়,
পুত্র মোর লভিয়াছে শাশ্বত জীবন।
শোন দিদি,
পুত্র গেছে পাপের প্রভুত্ব নাশি
ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাগি কৌরব-সমরে।
পুত্র গেছে—
নারী-লাঞ্ছনাকারীর তপ্ত রুধির সন্ধানে—
তোমার বুকের বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। জ্বলুক্—জ্বলুক্ বহ্নি
আজীবন অন্তরে আমার,
পুড়ে ছাই হ'য়ে যাক্
অস্থি মজ্জা মেদ আদি
শিরা উপশিরা,

ভস্ম হোক্ নামের অস্তিত্ব মোর ;
তবু বোন, বেচে থাক্ অভি মোর
শরৎ-শশীর মত
পাণ্ডব-আকাশ করিয়া উজল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর।

গীতকণ্ঠে ক্ষত্রিয়বালকগণের প্রবেশ।

গীত।

ক্ষত্রিয়বালকগণ।—

চল্‌রে চলরে চল।
দামাল ছেলে আমরা সবাই
ভাবনা কিসের বল॥
পাপীর দমন করবো মোরা,
দেখাবো মনের বল,
চলরে চলরে চল॥
মরণ মোদের খেলার সাথী,
সাহস হবে পথের বাতি,
দেবো দেশের সেবায় জীবন বলি,
বীরের শয্যা হোক ধরাতল॥

[প্রস্থান।

রক্তাক্ষ ও হর্য্যক্ষের প্রবেশ।

রক্তাক্ষ। আঃ-মলো যা, একরত্তির ছোঁড়াগুলোও বলে কিনা চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।

হর্য্যক্ষ। কেন বল্‌বে না? কালকের ছেলে অভিমন্যু যদি সেনাপতি হ'য়ে আসতে পারে, তবে এরাই বা "চল্‌রে চল্‌রে চল্‌" বল্‌বে না কেন, বল?

রক্তাক্ষ। তাক লাগিয়ে দিলে দাদা, তাক লাগিয়ে দিলে বাচ্ছা ছোঁড়াগুলো। তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে এখনো যাদের গলায় দই জ'মে যায়, তারাও কিনা হাতিয়ার নিয়ে হুদো হুদো কুরুসৈন্যদের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যাচ্ছে।

হর্য্যক্ষ। পুঁটকে ছোঁড়াগুলো যখন এগিয়ে চলেছে, তখন আমরা অর্থাৎ বুড়ো বুড়ো মিন্‌সেরা যদি পিছিয়ে পড়ি তো লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হবে, ওই ছোঁড়াগুলোই যে উঠ্‌তে বস্‌তে টিট্‌কিরি দিয়ে আমাদের দেশছাড়া কর্‌বে।

রক্তাক্ষ। তবে উপায়?

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। এগিয়ে চলো। আমরা অনার্য্য, আমাদের ভাগ্যে আর এমন দিন আস্‌বে না। আর্য্যের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ আর এ ভাগ্যে কোন দিনই ঘট্‌বে না।

হর্য্যক্ষ। সত্যই রাজা, এমন দিন আর আস্‌বে না বটে।

ঘটোৎকচ। আবার আজকের যুদ্ধের সেনাপতি কে জানিস্‌? আমার ভাই—ছোট ভাই। বড় থাক্‌তে ছোটকে এগুতে দেবো না—

আমিই এগিয়ে যাবো। ওরে, চল্ চল্, এগিয়ে চল্; চুপ ক'রে থাকার সময় এ নয়। ওই দেখ্, সাত সাতটা রথী মিলে আমার ছোট ভাইটাকে ঘিরে ধরেছে, বাপের বেটা একাই লড়্ছে! অন্যায়—অন্যায়, একটা ছেলেকে সাতজনে ঘেরা অন্যায়। ভয় নেই—ভয় নেই ভাই, আমি যাচ্ছি। ওরে দেরী করিস্নি, আয়—আয়, আমার ভাই বিপন্ন। সাতটা জানোয়ারে একটা দুধের বাচ্ছাকে ঘিরেছে—তাব তাজা রক্ত খাবে ব'লে। ওরে জানোয়ারের দল, ও একটা ছোট ছেলে, ওর গায়ে এত রক্ত নেই যে তোদের সাতজনের পিপাসা মিট্বে। অপেক্ষা কর্ আমি যাচ্ছি, আমার গায়ে অনেক রক্ত—তোরা সকলে মিলে আকণ্ঠ পান ক'রেও ফুরোতে পার্বি না।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

হর্য্যক্ষ। তাইতো রে দাদা! একটা দুধের বাচ্ছাকে সাতজনে ঘিরে মার্বে, আর আমরা দু'দো গতর নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্বো?

রক্তাক্ষ। না—না, এ হ'তেই পারে না। ওরা আর্য্য ভদ্র, আমরা অনার্য্য, জগতের চোখে ছোট হেয়, কিন্তু মনটা ওদের মত অতটা ছোট ক'রে তৈরী করিনি। চল্, আমরাও গিয়ে ওই জানোয়ারগুলোকে একটা একটা ক'রে শেষ কর্তে সুরু ক'রে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। মূর্খ পাণ্ডুপুত্রগণ ভেবেছিল মনে,
হেলায় কৌরবে নাশি
ভারতের মধ্যমণি হস্তিনা-আসনে
হ'য়ে সমাসীন, পঞ্চ ভ্রাতা মিলি
করিবে রাজত্ব সুখে।
সে সাধে হ'লো বিধি বাদী।
সংশপ্তক রণে লিপ্ত তৃতীয় পাণ্ডব,
আর হেথা সপ্তরথী বেষ্টনী মাঝারে
মৃত্যুরে বরিছে পাণ্ডবীয় চমূ!
অর্জ্জুন ব্যতীত অন্যে কেহ
না হবে সক্ষম
চক্রব্যূহ করিবারে ভেদ!

ব্যস্তভাবে দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। দাদা! দাদা!
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি আজিকার রণে।
নাহি জানি কেবা বীর বিক্রমে কেশরী—
ধনুক টঙ্কারে তার বজ্রের নির্ঘোষ,

ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ বরিষণে
অন্ধকার দিশা, দৃষ্টি নাহি চলে।
কৌরব-বাহিনী মাঝে
মৃত্যুর উৎসবে যেন নাচে মহাকাল।

দুর্য্যোধন। কহ ভাই, পাণ্ডবের মাঝে
ছিল কেবা হেন বীর
আচম্বিতে মহামারী করিল সৃজন?

দুঃশাসন। নাহি জানি কি নাম তাহার।
অদ্ভুত বীরত্ব হেরি মনে লয় মোর
আপনি পিনাকী বুঝি
পাণ্ডবের পক্ষ ল'য়ে
অবতীর্ণ কুরুক্ষেত্র রণে।

দুর্য্যোধন। স্বপ্ন—স্বপ্ন!
স্বপ্ন বলি মনে লয় বচন তোমার।

দুঃশাসন। নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ দেখেছি
শরচালনা-নৈপুণ্য তার।
অনুভব করিয়াছি বাণের তীক্ষ্ণতা,
স্বকর্ণে শুনেছি কার্ম্মুকগর্জ্জন;
গাণ্ডীবটঙ্কারে
পৃথ্বী কাঁপে থর থর,
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে যোদ্ধাগণ।

কুরুসৈন্যগণ। [নেপথ্যে] কে আছ কোথায়
কৌরব-বান্ধব,
রক্ষা কর বালকের করে!

দুর্য্যোধন। বালক—বালক,
কেবা এ বালক ?

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। অভিমন্যু—অর্জ্জুন-নন্দন।
দুর্য্যোধন। অভিমন্যু! সুভদ্রা মায়েব মোর
একমাত্র নয়নের মণি!
সে যে মোর গৌরব-মুকুট।
ওরে হতভাগ্য,
কি পাষাণী জননী তোমার!
কোন্ প্রাণে ছেড়ে দিলে এ কাল-সমরে ?
শুন হে মাতুল!
দুধের বালক অভি,
তার সনে নাহি শত্রুতা আমার।
বীর আমি—যোদ্ধা আমি,
বৈরিভাবে হেরি সমকক্ষ জনে।
যাই—যাই, গৌরব-মুকুট মোর
হতাদরে লুটাতে দিব না আমি
রুধিরাক্ত সমর-প্রাঙ্গণে।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। ভুল পথে যেও নাকো তুমি;
হ'লেও বালক,
সর্পশিশু জানিহ নিশ্চয়।
পুষ্পহার ভাবি কণ্ঠে ধরি

স্বেচ্ছায় নিও না বুকে
বিষের দহন-জ্বালা ।

শকুনি । অত্যধিক স্নেহের প্রাবল্যে
ভেঙে বুঝি যায় সব ।

দুঃশাসন । বিলম্বেতে হবে পণ্ড সব ।
চল হে মাতুল,
চল যাই বালকে ভেটিতে ।
বুঝাইব তারে, রণক্ষেত্র নহে
বালকের খেলার প্রাঙ্গণ ।
চল, দেখি
কোথা সেই অসমসাহসী শিশু ।

[গমনোদ্যত]

অভিমন্যুর প্রবেশ ।

অভিমন্যু । খুঁজিতে হবে না আর ;
হের, যমদণ্ড ল'যে করে
মূর্ত্তিমান্ কাল এবে সম্মুখে তোমার ।

দুঃশাসন । হাসি পায় শুনে তোর স্পর্দ্ধিত বচন ।
কথা রাখ্, ফিরে যা রে গৃহে,
ত্যজি রণসাজ, ত্যাগ করি শরাসন
নববধূ উত্তরার সাথে
ফুলের বাসরে বসি
উপভোগ কর গিয়ে দাম্পত্য-জীবন ।

শকুনি । সত্যই তো, দুধের বাছনী তুই ।

ত্যজি জননীর স্নেহময় কোল
কেন এলি তুই নিশ্চিত মরণ-মুখে?

অভিমন্যু। ক্ষত্রিয়-নন্দন মরণে না ডরে;
মৃত্যু তার খেলার দোসর।
ত্যজি বাক্যছটা বীরধর্ম্ম করহ পালন।

দুঃশাসন। মরণ নাচিছে যার শিয়রে দাঁড়ায়ে,
শত বৈদ্য কি করিবে তার?
আয় রে বালক,
রণসাধ মিটাই তোমার।

শকুনি। লেগে পড় বাবা, লেগে পড়;
এ সুযোগ করিও না ত্যাগ।
ওরে খুদে শিশু,
রণের মর্য্যাদা দিতে সদাই প্রস্তুত
বীর ভাগিনেয় দুঃশাসন মোর।

অভিমন্যু। দুঃশাসন! তুমি সেই পাপী দুঃশাসন?
তোমাকেই মোর প্রয়োজন।
মরণের আগে
বারেকের তরে করহ স্মরণ
অতীত কাহিনী যত।
পাঞ্চাল-নন্দিনী জননীরে মোর
কেশে ধরি আনি সভামাঝে
বিবসনা করিতে তাঁহারে
পশুবলে টেনেছিলে বার বার
বস্ত্রাঞ্চল ধরি।

পণবদ্ধ পঞ্চ স্বামী নীরবে বসিয়া
পৃথ্বী পানে চাহি
পিঞ্জর-আবদ্ধ শার্দ্দূলের মত
করেছিল শুধু অসার গর্জ্জন।
অনাথা অবলা নারী
অসহায় ভাবি আপনায়
আর্ত্তকণ্ঠে বার বার
ডেকেছিল মাতুলে আমার—
কোথা সখা—অবলা-বান্ধব
লজ্জা-নিবারণ, রাখি লাজ
রক্ষা কর দাসীরে শ্রীনাথ।
এ দৃশ্য দেখিয়া গলেনি কাহারো প্রাণ,
উপরন্তু পাপ-অবতার ভ্রাতা তব
দেখাইয়া উরু জননীরে মোর
তুলেছিল হাসির ঝঙ্কার ;
আজি সেই মাতৃ অবমাননার
লবো প্রতিশোধ।
একে একে পশুদলে
পাঠাইয়া শমন-সদনে
উল্লাসে করিব আমি শোণিত-উৎসব।

দুঃশাসন। আয়রে স্পর্দ্ধিত শিশু,
চিরতরে মিটে যাক্ তোর সমর-বাসনা।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শকুনি। জ্বল্—জ্বল্, আগুন, প্রবল তেজে জ্ব'লে ওঠ্, একটার

পর একটা ক'রে কৌরব বংশটা পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাক্, আর আমি সেই ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে লুক্কায়িত পাশা বাহির করিয়া] এই অক্ষত্রয় বুকে চেপে ধ'রে সফলতার দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌বো, উল্লাসে চিৎকার ক'রে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত ক'রে বল্‌বো—পিতা, ওই সুদূর নীল যবনিকার পরপার্ হ'তে দেখ, পুত্র তোমার প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ, নিরে-নব্বইটী ভ্রাতা সহ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জয়ের আনন্দে এতটা অধীর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, যে আগুন জ্বেলেছি, তার ইন্ধন যোগাতে হবে।

[নেপথ্যে—জয় বীরকুমার অভিমন্যুর জয়।]

শকুনি। সাবাস্—সাবাস্ অভি, সাবাস্ তোর রণ-কৌশল! কি ব'লে তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না; হাঃ-হাঃ-হাঃ! লেগে যা—লেগে যা ভানুমতীর খেল। এই অস্থিতেই কর্‌বো বাজিমাৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ ও ভীমের প্রবেশ।

ভীম। শান্ত শিষ্ট ভাষে কহি বার বার
ছেড়ে দে রে দ্বার।

জয়দ্রথ। সাধ্য থাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিয়া মোরে
ব্যূহমধ্যে করহ প্রবেশ।

ভীম। হাসি পায় শুনি তব প্রলাপ বচন।
হুঙ্কারে যাহার অম্বুধি উথলে,
সপ্তবিশ্ব কাঁপে থর থর,

তার সনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হইতে প্রবৃত্ত
কাঁপিল না অন্তর তোমার ?

জয়দ্রথ । বীর কভু ডরে না সম্মুখ রণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমা করি ধরাশায়ী
ভীমজয়ী আখ্যা লভিব ভারতে।

[যুধ্যমান উভয়ের প্রস্থান।

দুঃশাসনসহ যুদ্ধরত অভিমন্যুর প্রবেশ।

দুঃশাসন। উন্মাদ বালক! এখনও কহি,
ত্যাগ কর শরাসন।

অভিমন্যু। যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত
প্রবাহিত হবে শিরায় আমার,
যতক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস না হবে পতন,
ততক্ষণ ত্যজিব না ধনুর্ব্বাণ কভু।

দুঃশাসন। সপ্তরথি-চালিত সংগ্রাম
বড়ই ভীষণ।

অভিমন্যু। হ'লেও ভীষণ,
তবু সপ্ত পশুদলে অবাধে দলিয়া
বীরপুত্র পরিবে ললাটে
জয়ের তিলক।

দুঃশাসন। নীচমুখে উচ্চভাষ সহা নাহি যায়।
কই, কোথা রথিগণ! এস ত্বরা—
একযোগে আক্রমণ করিয়া বালকে
রক্ষা কর কৌরব-গৌরব।

দ্রোণাচার্য্য, শকুনি, শল্য ও কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

শকুনি। সপ্তরথী মিলি একযোগে আক্রমণ
করহ বালকে।

অভিমন্যু। আয় তবে মৃত্যুমুখী পতঙ্গের দল,
পাঠাইয়া দিই সবে শমন-আলয়ে।
[শকুনির প্রতি বাণ নিক্ষেপ।]

শকুনি। উঃ, জ্ব'লে গেল প্রাণ
বালকের সুতীক্ষ্ণ শায়কে;
বুঝি রক্ষা নাহি আর।

[সকলের প্রতি অভিমন্যুর পুনঃ পুনঃ বাণ নিক্ষেপ]

সকলে। প্রাণ যায়, কে আছ কোথায়
কৌরব-বান্ধব—
ছুটে এসো, রক্ষা কর বালকের করে।

[সকলের যুদ্ধ]

দুঃশাসন। [দ্রোণের প্রতি] আর্য্য! আর্য্য!
প্রাণ বুঝি যায়
কালরূপী বালক-সমরে।

অভিমন্যু। ডাক—ডাক, গগনবিদারী আর্ত্তস্বরে
ডাক বার বার।
দেখি কেবা হেন শক্তিধর
অব্যাহতি দেয় তোমা সবে
আজি এই কালরূপী বালক-সমরে।

[যুধ্যমান সকলের প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। ছত্রভঙ্গ কৌরব-বাহিনী।
একে একে সপ্তরথী সপ্তবার
রণে হ'লো পরাজিত :
দুর্দ্ধর্ষ বালকে আঁটিতে না পারে কেহ।
শ্রাবণের ধারা সম
কৌরব-বাহিনী মাঝে
মৃত্যু করে বরিষণ।
ওই—ওই সেই কালরূপী শিশু
ভগ্ন অসিকরে
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় ব্যূহমুখে,
কোথা কর্ণ মহারথী, কোথা রথিগণ?
বধ করি কেশরী-নন্দনে
রক্ষা কর কৌরব-মর্য্যাদা।

[প্রস্থান।

অস্ত্রশূন্য রক্তাক্ত দেহে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। না—পার্‌লাম না, শত চেষ্টা ক'রেও ব্যূহদ্বারের সন্ধান পেলাম না। রক্তমোক্ষণে শরীর অবসন্ন—হস্ত অস্ত্রশূন্য—এ অবস্থায় কি ক'রে আত্মরক্ষা কর্‌বো এই সপ্তরথীর কবল থেকে।

শকুনি ও দুঃশাসনের প্রবেশ।

শকুনি। হত্যা কর বাবা, হত্যা কর। বালক অস্ত্রশূন্য, এ মাহেন্দ্র-সুযোগ ত্যাগ ক'রো না। হত্যা কর—হত্যা কর।

দুঃশাসন। মর্‌ তবে দাম্ভিক বালক! [অস্ত্রাঘাত]

অভিমন্যু। অন্যায়—অন্যায় যুদ্ধ! তোমরা বীর, বীরের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে নিরস্ত্র যোদ্ধাকে একখানি অস্ত্র দাও।

শকুনি। সুযোগ দিও না—সুযোগ দিও না। বধ কর—বধ কর, লক্ষ্মণ-হত্যার প্রতিশোধ নাও।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। হাঁ, প্রতিশোধ নাও। ও আমার বুকে যে পুত্রশোকের অনল জ্বেলে দিয়েছে, আমিও তেমনি ওর পিতামাতার বুকে আমাপেক্ষা শতগুণ যন্ত্রণার চিতা জ্বেলে দেবো। [অভিমন্যুর প্রতি] তোর মৃত্যুসংবাদে পাণ্ডবেরা বুকে করাঘাত ক'রে কাঁদবে—আর আমি সেই সুরে সুর মিলিয়ে উল্লাসে চিৎকার ক'রে বল্‌বো—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ, পুত্রহত্যার প্রতিশোধ।

অভিমন্যু। আপনি বীর—এই কি আপনার বীরধর্ম্ম। আমি করযোড়ে অনুনয় ক'রে বল্‌ছি, নিরস্ত্রকে এভাবে হত্যা ক'রে ক্ষত্রিয় জাতির মুখে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপন কর্‌বেন না। আমাকে হত্যা করাই যদি আপনাদের সঙ্কল্প হয়, তবে একখানি অস্ত্র দিয়ে বীরমৃত্যুর সুযোগ দিন—বেশী কিছু চাই না, শুধু একখানি অস্ত্র।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। না—না, বালকের কথায় কর্ণপাত ক'রো না। আক্রমণ কর, আক্রমণ কর—একযোগে আক্রমণ কর।

[সকলের একসঙ্গে শর নিক্ষেপ]

অভিমন্যু। তবে কি আমার কাতর আবেদন বৃথাই হ'লো? তোমাদের পাথরে গড়া হৃদয় কি এই অসহায় বালকের চোখের জলে গল্‌বে না? [সকলের পুনঃ পুনঃ শর নিক্ষেপ]। উঃ, মধ্যম তাত! কোথায় তুমি? ছুটে এস—দেখবে ক্ষত্রিয়ের রণনীতি। উঃ—মধ্যম তাত। কোথায়—কতদূরে তুমি? তুমি কি আমার আর্ত্ত চীৎকার শুন্‌তে পাচ্ছো না?

ভীম। [নেপথ্যে] পেয়েছি—পেয়েছি অভি। কিন্তু কি করবো, ব্যূহপ্রবেশের পথ যে রুদ্ধ ক'রে রেখেছে জয়দ্রথ। পারিস—পারিস অভি, পারিস্ তুই একবার ব্যূহদ্বারটা খুলে দিতে?

অভিমন্যু। ওই—ওই দুষ্ট জয়দ্রথ মধ্যম তাতের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছে। যাই—যাই, আমিও রুদ্ধদ্বারে হানা দিয়ে—দ্বার মুক্ত করিগে।

[রথচক্রহস্তে প্রস্থান।

ভীম। [নেপথ্যে] জয়দ্রথ—জয়দ্রথ। দ্বার ছাড—দ্বার ছাড।

দুর্য্যোধন	ব্যূহ-মুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে
রথচক্রকরে ধাইছে বালক।
চল, ছুটে চল রথিগণ,
একযোগে কর আক্রমণ
দুরন্ত বালকে।

[সকলের প্রস্থান।

অভিমন্যু।	[নেপথ্যে] পিতা! পিতা! ওঃ!
কোথা পিতা? কোথা মাতুল কেশব?
কোথায় মধ্যম তাত?
এস ত্বরা, রক্ষা কর বংশের দুলালে।

উন্মত্ত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। না—না, পার্‌লাম না, কোনমতে ব্যূহদ্বার থেকে জয়দ্রথকে সরাতে পার্‌লাম না।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] উঃ, পিপাসা—দারুণ পিপাসা, জল—জল, কে আছ পাণ্ডববান্ধব, একবিন্দু জল দিয়ে আমার জীবন বাঁচাও। জল—জল—

ভীম। জল—জল ; তাইতো, জল কোথায় পাবো—কে জল দেবে ?

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] উঃ, জল—জল—

ভীম। উঃ, আমি কি পাষাণ, পাণ্ডবের স্নেহের নিধি—আমার উত্তরা মায়ের নয়নের তারা অভি কৌরব-ব্যূহের মধ্যে জল জল ক'রে আর্ত্তচীৎকার কর্‌ছে—আর আমি তার রক্ষক হ'য়ে কোন প্রতিকার কর্‌তে পাচ্ছি না। আমি যাবো, ব্যূহদ্বারে গিয়ে আর একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো! ওরে অধর্ম্মাচারী পশুর দল, আজ তোদের নারকীয় লীলার অবসান হবে এই মণিহারা ফণীর দংশনে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

মঙ্গলঘটসম্মুখে প্রজ্বলিত প্রদীপ-শিখা
লক্ষ্য করিয়া উত্তরা গাহিতেছিল।

উত্তরা।—

গীত।

এত আলোর মাঝারে কেন গো জাগে কাজল-কৃষ্ণ রাতি।
বনফুল কেঁদে কেন হয় সারা, বীণায় ধ্বনিছে ব্যথার গীতি॥
বিলাসের মধু কোলাহলে
আঁখি কেন ভরে জলে,
শূন্য নয়ন, ভীত পরাণ, কোথা তুমি ওহে অন্তর-সাথী?

কণিকার প্রবেশ।

কণিকা। এখনো ব'সে ব'সে ভাবছো? আর কারো স্বামী কি যুদ্ধে যায় না?

উত্তরা। [উন্মত্তার ন্যায়] ওগো, না—না, আমার স্বামীকে নিয়ে যেও না। আমি বড় অনাথিনী! দয়া কর, দয়া কর, অনাথিনীর প্রতি একটু দয়া কর! ওগো, তুমিও তো নারী,—নারী হ'য়ে নারীর প্রাণের ব্যথা কেন বোঝ না বল তো? আমার যথাসর্ব্বস্ব নাও, বিনিময়ে শুধু আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। [হাতের শাঁখা ও সমস্ত গাত্র-আভরণ খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।]

কণিকা। এ তোমার কি হ'চ্ছে বল তো? হাতের নোয়া শাঁখা—এসব কি এয়োস্ত্রী মানুষকে খুল্‌তে আছে?

উত্তরা। খুলে না দিলে যে উপায় নাই। ওই দেখছিস্ না, ওই মায়াবিনী আমার স্বামীকে টান্‌তে টান্‌তে রথে নিয়ে গিয়ে তুল্‌লে। ওই দেখ্ রথ ছুটছে। ওগো তোমার ছুটী পায়ে পড়ি, ও মায়াবিনীর সঙ্গে তুমি যেও না; আমি বড অনাথা। থামাও—থামাও রথ।

কণিকা। কোথায় রথ, কে তোমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছে?

উত্তরা। ওই—ওই মায়াবিনী—

কণিকা। কই, আমি তো কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

উত্তরা। তুই কি কাণা হ'য়েছিস্? ওই দেখ্, ওই চন্দ্রমণ্ডলের দিকে সোঁ সোঁ ক'রে রথ উড়ে চল্‌লো। প্রিয়তম আমায় কি বল্‌তে যাচ্ছিল, ওই ডাকিনী বল্‌তে দিলে না, হাত চাপা দিয়ে মুখ চেপে ধর্‌লে!

কণিকা। পাগলামি ছাড়, তোমার স্বামী তোমারই আছে, এখুনি যুদ্ধ জয় ক'রে ছুটে আস্‌বে বিজয়ীর পুরস্কার নিতে, কি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট কর্‌বে তাই ভাব।

উত্তরা। সত্য বল্‌ছিস কণিকা, আমার স্বামী আবার আমার পূজা নিতে আস্‌বে?

কণিকা। না এসে আর উপায় কই? পুরুষ একবার ওই আলতাপরা পা ছুখানির কাছে বাঁধা পড়্‌লে, শত চেষ্টাতেও আর কোথাও যাবার জো-টি নাই? গেলেও লম্বা দড়ায় বাঁধা বলদের মত গোঁজের গোড়ায় আস্‌তেই হবে।

উত্তরা। তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!

কণিকা। ওসব দেব-দেবীদের প্রাপ্য, আমরা মানুষ, আমাদের

মুখে কিছু দুধ-মিষ্টি পড়্লেই আনন্দ। [পতিত অলঙ্কারের দিকে লক্ষ্য করিয়া] ছিঃ-ছিঃ, এসবগুলো কি খুলে ফেল্‌তে আছে? স্বামীর অকল্যাণ হবে যে? এসো, পরিয়ে দিই। [শঙ্খ বলয় ইত্যাদি পরাইয়া দিল ও পরে সিঁথির দিকে লক্ষ্য করিয়া] ওমা, সিঁথির সিঁদুরও দেখ্‌ছি একরকম মুছেই ফেলেছ! এস, পরিয়ে দিই। [কৌটা খুলিয়া সিঁদুর লইবার উপক্রম করিবামাত্র হাত হইতে কৌটা পড়িয়া গেল।]

উত্তরা। একি—একি হ'লো?

কণিকা। ও কিছু না, অসাবধানে সিঁদুরকৌটা হাত থেকে প'ড়ে গেছে।

[সহসা প্রদীপ নিভিয়া গেল।]

উত্তরা। মঙ্গল-প্রদীপও যে নিভে গেল। যে শিখাটী অবলম্বন ক'রে আশায় বুক বেঁধেছিলাম, সেই শিখা আমার—ওঃ, এ আমার কি হ'লো কণিকা?

কণিকা। কিছুই হয়নি, ও শুধু চিন্তা-চঞ্চল মনের ভ্রম।

উত্তরা। ভ্রম! না, এ আমার ভ্রম নয়, কণিকা। সব সময়ের জন্য কে যেন আমার মনের ঘরে আঘাত দিয়ে বল্‌ছে—ওরে হতভাগিনি, আজ তুই অনাথিনী। যাই—যাই, মাকে জিজ্ঞাসা করি কেন এমন হ'চ্ছে? কেন আমার দৃষ্টি ভ'রে উঠছে অমঙ্গলের বিভীষিকায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

সুভদ্রা ও দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। অভি! অভি! নাই—নাই
মোর আনন্দ-দুলাল,
চ'লে গেছে অভিমানে ত্যজিয়া মোদের।
ওরে ভদ্রা, বোনটী আমার,
হত্যা কর্—হত্যা কর্ মোরে;
আমিই জ্বেলেছি
জ্ঞাতিবধ পাপ-যজ্ঞানল।
আমিই নিয়েছি তুলে আঁখিতারা তোর,
বংশনাশী ভীষণা রাক্ষসী আমি।

সুভদ্রা। অধীর হ'য়ো না দিদি!
কারো দোষ নেই,
আপন করম দোষে
হারায়েছি নয়নের মণি।
বৃথা কেঁদে কেন কাঁদাও সবারে?
কাঁদিলে কি অভি মোর আসিবে ফিরিয়া?
থাকিবার সে যে নয়।

দু'দিনের তরে এসেছিল,
খেলা শেষে চ'লে গেল
সীমাহীন কোন্ অসীমের পথে।

দ্রৌপদী। বল্ ভদ্রা, বল্ তো আমায়—
হাস্যময়ী বধূমাতা শুধাবে যখন,
মা গো, কোথা মোর স্বামী?
কি দিব উত্তর?
কোন্ প্রাণে মাতা হ'য়ে নিজ হাতে
মুছে দেব তার সিঁথির সিন্দুর,
ভেঙে দিব শঙ্খের বলয়?

সুভদ্রা। বল তো আমারে দিদি!
কবে কোন বীর-মাতা মৃত্যু-ভয়ে
ধর্ম্মযুদ্ধে নিবারি নন্দনে
রাখে অঞ্চলে চাপিয়া?
বীরপুত্র ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লাগি
আপনায় দিয়ে বলিদান
রেখে গেছে বীর-কীর্ত্তি
ভারতের বুকে।

দ্রৌপদী। পাষাণী—ডাকিনী তুই!
শুনি তোর জননী-চরিত্র-গাথা
জগতের জননী-সমাজ
কেহ না বলিবে তোরে সন্তান-জননী।

সুভদ্রা। কিন্তু বীরমাতা বলি
শ্রদ্ধা অর্ঘ দানিবে জগৎ।

এ হ'তে গৌরব
কিবা আছে নারীর জীবনে ?
অভি মোর দানব-কবল হ'তে
সুধাপাত্র ছিনাইয়ে ল'য়ে
লুটেছে অমৃত—হয়েছে অমর।

উত্তরা। [নেপথ্যে] মা—মা—

দ্রৌপদী। ওই বুঝি পতিহারা বালা
জানিবারে আসে পতির বিজয়-বার্ত্তা।
আমি যাই, আমি যাই হেথা হ'তে
যা পারিস্ বল্ তুই।
ওরে, আমি পারিব না
বলিতে মায়েরে মোর
অভির মরণ-কথা।
হানিতে নারিব কুসুম-কোমল বুকে
বাজের আঘাত।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। বীরজায়া বীরমাতা তুমি,
হেন দুর্ব্বলতা সাজে না অন্তরে তব।
বন্ধুর দুর্গম পথে যাত্রা যবে সুরু,
এখনো অনেক বাকি
পাড়ি দিতে সংসার-সমুদ্র।
অনাথবান্ধব ওগো জনার্দ্দন!
মুখ রেখো তুমি।
তোমার গচ্ছিত ধন তুমিই নিয়েছ হরি।

দেখো হরি, বল দিও, ধৈর্য্য দিও,
কর্ম্মেতে প্রেরণা দানিও সতত।
তোমার ভগিনী বলি
পারি যেন দিতে পরিচয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। ফিরে এসেছে—ফিরে এসেছে, সংশপ্তক রণ-জয়ী অর্জ্জুন ফিরে এসেছে। এখনি আস্‌বে অভির সংবাদ জান্‌তে। কি বল্‌বো? কোন্ মুখে তাকে বল্‌বো যে সপ্তরথি-রচিত যূপ-কাষ্ঠে ফেলে তোর অভিকে নির্ম্মমভাবে বলিদান দিয়ে শান্তি জল নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি! ধিক্ ভীম, শতধিক্ তোর বীরত্বের আস্ফালনে। ওই অর্জ্জুন আস্‌ছে! কোথা যাই—কোথায় লুকাই! [পলায়নোদ্যত]

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কে? মধ্যম দাদা! ফের। পুর প্রবেশের পথে আস্‌তে আস্‌তে সবার চোখে দেখলুম অশ্রুর প্লাবন! তুমিও যেন আমায় এড়িয়ে যেতে চাইছো। কি হয়েছে দাদা?

ভীম। কি হয়েছে? না—না, আমি বল্‌তে পারবো না। আমি মূর্খ, আমার প্রাণের মায়া বেশী, তাই এখনো আত্মহত্যা করিনি। তুই আমায় হত্যা কর্ অর্জ্জুন! আমায় শান্তি দে।

অর্জ্জুন। আর আমায় সংশয়ের মধ্যে রেখো না দাদা! সত্য বল কি হয়েছে?

ভীম। কি হয়েছে শুন্‌বি? শুনে সহ্য কর্‌তে পারবি তো?

অর্জ্জুন। পারবো দাদা, যত কিছু অঘটন ঘটুক না কেন, আমি সইবো—সইতে পারবো।

ভীম। তবে শোন্। মর্ম্মর-মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে শোন্। ওরে, আমাদের আশা-ভরসাস্থল—পাণ্ডবের আনন্দ-দুলাল—না—না, বল্‌তে পারবো না—বল্‌বো না।

অর্জ্জুন। মধ্যম দাদা, থেমো না, বল আমাদের কি হয়েছে?

ভীম। ওরে, অভি আমাদের ছেড়ে গেছে।

অর্জ্জুন। ছেড়ে গেছে? কোথায় গেছে? কি হয়েছে তার?

ভীম। সপ্তরথী একযোগে সেই দুধের বালককে হত্যা করেছে। এই মূর্খ ভীম তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রক্ষা কর্‌তে পারে নাই সেই পশু-চালিত সংগ্রামে। অন্তিম তৃষ্ণায় বাবা আমার "জল—জল" ব'লে আর্ত্ত-চীৎকার করেছে, তার মুখে এক ফোঁটা জলও দিতে পারিনি।

অর্জ্জুন। ওঃ—কেশব! কেশব! কোথায় তুমি, একবার এসে শুনে যাও সপ্তরথীর বীরত্ব-কাহিনী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা! সখা! ডাকিছ কি মোরে?

অর্জ্জুন। শোন—শোন সখা, মধ্যমের মুখে
কি অঘটন ঘটিয়াছে আজ।
নাই—নাই মোর অভি,
চ'লে গেছে জনমের মত
ত্যজিয়া মোদের।

শ্রীকৃষ্ণ। কহ তো মধ্যম, সবিস্তারে সমর-কাহিনী।

ভীম। তোরা দোঁহে গেলি সংশপ্তক রণে,
বুঝিয়া সুযোগ পাপমতি দুর্য্যোধন
অস্ত্রগুরু দ্রোণে প্ররোচিত করি
রচি চক্রব্যূহ অগ্রসর হইল সমরে।
আসন্ন বিপদ হেরি বীরপুত্র
কোদণ্ড টঙ্কারি প্রবেশিল রণে,
বীরত্বে তাহার
কুরুদল প্রমাদ গণিল;
ছত্রভঙ্গ হ'লো বিপক্ষ-বাহিনী।

অর্জ্জুন। বাহবা—বাহবা পুত্র!
তারপর—তারপর দাদা?

ভীম। জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত নন্দন
মহাকালরূপে ব্যূহমধ্যে
করিল প্রবেশ।
প্রবেশ-কৌশল শুধু জানা ছিল তার,
অজ্ঞাত নির্গম-পথ।
পরাজিত সপ্তরথী
একযোগে আক্রমণ করিল বালকে।

ব্যূহমধ্য হ'তে বারবার
করেছিল আকুল চীৎকার—
"কোথায় মধ্যম তাত,
জল দাও—জল দাও—
ত্বরা এসে খুলে দাও ব্যূহদ্বার।"
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিনু সে দিকে।
ব্যূহদ্বারে দ্বারী রূপে হেরিলাম জয়দ্রথে,
অনুনয় করিলাম কত, ছাড়িল না দ্বার।
প্রাণপণে করিনু সংগ্রাম,
তবু মুক্ত নাহি হ'লো প্রবেশের পথ।
হেন কালে বাতাসের সাথে
ভেসে এলো কানে মোর
বিপন্ন অভির করুণ কাতর-স্বর—
পিতা—পিতা—মাতুল কেশব,
দেখে যাও বারেক আসিয়া
ক্ষত্রিয়ের রণ-নীতি।
তারপর—তারপর থেমে গেল সব।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। প্রাসাদের চারিদিকেই দেখে আস্‌ছি বিষাদের কাল ছায়া। এমন তো কোনদিনই দেখিনি। এই যে পিতা, মাতুল, মধ্যম তাত সবাই ফিরে এসেছে। অভিকে দেখ্‌ছি না কেন? মধ্যম তাত! তুমি একা এলে কিন্তু যার দেহ-রক্ষী হ'য়ে গেলে, তাকে কোথায় রেখে এলে? আমি যে তোমারই হাতে আমার

জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্নটীকে গচ্ছিত রেখেছিলুম। বল তাত, সে রত্ন আমার কোথায়?

ভীম। [স্বগত] আকাশ! তোর বুক চিরে একটা বাজ আমার মাথায় ফেলে দে। ওগো দয়াবতি পৃথিবি, দয়া ক'রে তোমার কোলে মুখ লুকোবার মত আমায় একটু স্থান দাও। তুমি দ্বিধা হও।

উত্তরা। বা-রে, সবাই চুপ ক'রে রইলো, আমার কথার জবাব তো কেউ দিচ্ছে না! এমন তো কখনো হয়নি। বল না বাবা, বল না মাতুল, অভি আমার কোথায়? বিজয়ী বীরকে বরণ ক'রে ঘরে তোলার জন্য আকুল আগ্রহ নিয়ে ছুটে এসেছি। বল না তাত, কোথায় সে বিজয়ী বীর?

ভীম। উত্তর দে কৃষ্ণ, কি উত্তর দিবি, দে।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। আমিও বলি, উত্তর দাও সখা! তোমাদের কুরুক্ষেত্র সমর-জয়ের উপাখ্যানটা একবার ভাল ক'রে শুনিয়ে দাও বোধহীনা বালিকাকে।

উত্তরা। আমাদের যুদ্ধ জয় হয়েছে মা? জয়ই যদি হ'লো, তবে সারা প্রাসাদ এমন নিঝুম হ'য়ে পড়েছে কেন? তোমাদের চোখগুলি ভাদ্রের নদীর মত জলে ভরে উঠে টলটল করছে কেন?

ভীম। [স্বগত] প্রলয়ের জল-প্রপাত, আয় ছুটে আয়, ধুয়ে মুছে নিয়ে যা ভীমের অস্তিত্ব! [প্রকাশ্যে] কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি পাগল হবো—পাগল হবো।

উত্তরা। মধ্যম তাত! অমন করছেন কেন? কি হয়েছে?

তোমার অস্থির ব্যাকুলতা আমায় আকুল ক'রে তুল্‌ছে। বল—বল, অভি আমার কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তরা। মা আমার। বীরস্বামী তোর সপ্তরথি-চালিত রণে বীরকীর্ত্তি অর্জ্জন ক'রে ভারতের বুকে রচনা করেছে এক অভিনব ইতিহাস। আর সে বীরত্বের কথা স্মরণ ক'রে আজ আমার বুকখানা গর্ব্বে ফুলে উঠেছে যে, সে অভি আমারই ভাগিনেয়।

উত্তরা। সব প্রহেলিকা। কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। আমার মনের বাঁধন আজ যেন কেমন আল্‌গা হ'য়ে আস্‌ছে—চোখ দিয়ে অশ্রু-নদী ছুটে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে। দ্রৌপদীর প্রতি] বল মা, বল, অভি আমার এলো না কেন?

দ্রৌপদী। অভি তোর আর আস্‌বে না মা, সে আমাদের উপর অভিমান ক'রে চ'লে গেছে। ওরে অভাগিনি। অভি আর আমাদের নেই।

উত্তরা। এ্যা, অভি নেই—[মূর্চ্ছা]

অর্জ্জুন। ওঃ, আর যে ধৈর্য্য থাকে না। চোখের সামনে এ বুকভাঙা দৃশ্য আর দেখ্‌তে পারি না।

দ্রৌপদী। কিন্তু তুমি দেখ্‌তে পারছো তো সখা? তা তুমি পারবে বৈকি। তুমিই যে অভির মৃত্যুর কারণ।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি অভির মৃত্যুর কারণ?

দ্রৌপদী। নিশ্চয়। ছলনায় তুমি জগতকে ভোলাতে পার সখা, আমায় পারবে না। তোমার ইচ্ছা না থাকলে তুচ্ছ জয়দ্রথ কখনো মহাবলী ভীমসেনের ব্যূহ-প্রবেশের পথরোধে সক্ষম হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। দৈবশক্তিই তাকে ঐ একদিনের জন্যই পাণ্ডববিজয়ের অধিকার দিয়েছিল। একথা কি ভুলে গেছ সখি ?

উত্তরা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মেরো না—মেরো না, সাত-সাতটা বীর একযোগে অমন ক'রে মেরো না। আমি তোমাদের দুটি পায়ে ধ'রে বল্‌ছি—আমার সাধ-আহ্লাদ আশা-কামনার সমাধি রচনা ক'রে দিও না। উঃ—শুন্‌লে না। কি নিষ্ঠুর—কি—

[সংজ্ঞা লোপ হইল।]

দ্রৌপদী। প্রতিকার কর জনার্দ্দন। প্রতিকার কর। ব্যথাহারী মধুসূদন যাদেব সখা, তাদের উপরেই কি ব্যথার আঘাত এত প্রবল ?

ভীম। আমিও বলি প্রতিকার কর কেশব। প্রতিকার কর। নয়তো অভির সঙ্গে আমার উত্তরা যাকেও—

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও তোমরা—নিশ্চিন্ত হও। [উত্তরার গাত্র স্পর্শ করিয়া] উত্তরা ! মা।

উত্তরা। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কে—কে আমায় ডাকলে ? ও—মাতুল। দেখ—দেখ, ঐ কুরুক্ষেত্রের দিকে চেয়ে দেখ, আমার আরাধ্য দেবতা—আমার স্বামীর রক্তমাখা দেহ ধূলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে, কি যেন বলি বলি ক'রেও বল্‌তে পারছে না। শুধু চেয়ে আছে পলকহীন চোখ দুটী দিয়ে। উঃ—আমি যাই—আমি যাই— [বিহ্বলভাবে গমনোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার যাওয়ার সময় তো হয়নি মা। তোমাকে এখন থাকতেই হবে।

উত্তরা। কি নিয়ে আর থাকবো ? কিসের আশায় থাকবো ? খেলাঘর যখন ভেঙ্গে গেল, তখন আর এখানে থেকে লাভ কি ? ওই দেবতা আমার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যাবো—আবার

নূতন ক'রে সংসার পাতবো। যাই—যাই, আর দেরী কর্‌বো না। স্বামি! হাত ধর—আমায় তুলে নাও! [গমনোদ্যত]

দ্রৌপদী। [বাধা দিয়া] কোথা যাবি মা আমার!

উত্তরা। যাবো চিরমিলনের পথে—আমার বাঞ্ছিতের কাছে। জ্বালবো আমি চিতানল, সেই হবে আমার মিলনের সহায়—সান্ত্বনার স্থল—শান্তির বিরামকুঞ্জ।

শ্রীকৃষ্ণ। মা! আত্মহত্যা মহাপাপ।

উত্তরা। ওগো, কেন তোমরা আমাকে বাধা দিচ্ছো? জীবনে যাকে পেয়ে হারালাম, মরণে তার সঙ্গিনী হওয়ার অধিকারে আমায় বঞ্চিত ক'রো না। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ধ'রে রাখার চেষ্টা ক'রো না। আমি যে তাকে ছাড়া একদণ্ড বাঁচবো না। মনে কর, উত্তরা ব'লে তোমাদের আর কেউ নেই, যে ছিল, তাকে কুরুক্ষেত্রের কাল-সাগরে বিসর্জ্জন দিয়েছি। মধ্যম তাত! আমায় বিদায় দাও।

ভীম। ওরে কে কোথায় আছিস্, ছুটে আয়—নিরঞ্জনের বাদ্য বাজাবি তো ছুটে আয়। দেবতা বিসর্জ্জন দিয়ে শান্তিজল নিয়ে ঘরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বাজাতে হবে প্রতিমা-নিরঞ্জনের করুণ বাদ্য! ও-হো-হো—

শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যম দাদা! তুমি যদি ধৈর্য্যহারা হও, কে তবে সান্ত্বনা দেবে উত্তরা মাকে? তাকে যে বাঁচাতেই হবে!

উত্তরা। না গো, না, আমায় বাঁচাবার চেষ্টা ক'রো না। বেঁচে থেকে আমার কোন লাভ নেই। জানি না পূর্ব্বজন্মে কি এমন মহাপাপ করেছিলাম, যার জন্য সংসার-পথের সাথীকে—জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে অকালে হারাতে হ'লো। মরজগতে যখন ঠাঁই

পেলাম না, তখন পরজগতে গিয়ে আমার বাঞ্ছিতের পাশে থাকবার একটু স্থান ক'রে নেবো।

দ্রৌপদী। কিন্তু তোমার স্বামীর নির্দ্দেশ তো তোমায় পালন কর্‌তে হবে মা। তার দেওয়া রত্নটী সযত্নে তোমায় রক্ষা কর্‌তেই হবে।

উত্তরা। রত্ন! কি তার গচ্ছিত রত্ন—যার রক্ষার জন্য সারা জীবন বইতে হবে আমায় বৈধব্যের বোঝা—পুষে রাখতে হবে বুকের মাঝে তুষের আগুন—সইতে হবে আমায় পতি-বিয়োগের নিদারুণ জ্বালা?

দ্রৌপদী। সে জ্বালার উপশম হবে মা, একটি অনাগতের চুমোর পরশ পেয়ে।

উত্তরা। এ্যা—

দ্রৌপদী। [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] সখা!

শ্রীকৃষ্ণ। মা! তুই যে আজ পুত্রের জননী। অভি চ'লে গেলেও দিয়ে গেছে আমাদের সান্ত্বনা পাওয়ার অবলম্বন। তোর গর্ভে যে অভিরই প্রতিচ্ছবি রয়েছে মা! আজ শোকে মুহ্যমান হ'য়ে জননীর কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন থাকলে চল্‌বে না। সহমরণ তোর সাজে না মা! তাহ'লে যে তোকে স্পর্শ করবে ভ্রূণহত্যার মহাপাপ।

উত্তরা। এ্যা—তবে কি আমার মরা হবে না?

শ্রীকৃষ্ণ। না। তুমি সন্তান-জননী; তোমার মরবার অধিকার নাই।

উত্তরা। আমি সন্তান-জননী, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে পতিশোকের আগুন বুকে চেপে ধ'রে, আর পতিঘাতী শত্রু আনন্দে বিচরণ করবে জগতের বুকে ফণিনীর মণি হরণ ক'রে—উঃ!

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। অভিমান করিস্ না—দুঃখ করিস্ না, আমি এ নির্ম্মম হত্যার প্রতিশোধ নেবো। তোর স্বামিহন্তার বুকের রক্তে নিভিয়ে দেবো তোর বুকের আগুন।

অর্জ্জুন। সুভদ্রা!—

সুভদ্রা। তোমরা পুরুষ—তোমরা এ নির্ম্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য কর্‌লেও, বীরজায়া বীরপুত্রের জননী আমি—আমি নেবো পুত্রহত্যার চরম প্রতিশোধ

অর্জ্জুন। প্রতিশোধ! হ্যাঁ—হ্যাঁ প্রতিশোধ—প্রতিশোধ; চাই পুত্রহত্যার কঠোর প্রতিশোধ।

ভীম। জেগেছে—জেগেছে, প্রতিহিংসা রাক্ষসীটা এইবার জেগে উঠেছে। পুত্রঘাতী জয়দ্রথ! তোরই বুকের রক্তে নির্ব্বাণ কর্‌বো তোরই জ্বালা পুত্রশোকের আগুন। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অর্জ্জুন। তাই হবে—তাই হবে।
পুত্রঘাতী জয়দ্রথ-বক্ষ-রক্তে
নিভাইব সবাকার শোকের আগুন।
রক্তে তার মিটাবো পিপাসা
তৃষ্ণার্ত্ত অভির।
সাক্ষ্য থাক চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারাদল,
সাক্ষ্য থাক স্থাবর জঙ্গম
ভূচর খেচর আদি যে আছ যেথায়।
শোন সবে—

গাণ্ডীবী গাণ্ডীব ধরি করিতেছে পণ—
কালি সূর্য্যাস্তেব পূর্ব্বে
তীক্ষ্ণ শরাঘাতে—
স্কন্ধচ্যুত কবিব জয়দ্রথ-শির।
যদ্যপি অক্ষম অশক্ত হই
প্রতিজ্ঞা পালনে,
তবে এই কলঙ্কিত মুখ
আর না দেখাবো লোকের সমাজে:
নিজ হাতে চুল্লি-শয্যা রচি
ডালি দিব নশ্বর জীবন।

———

